চরক-সংহিতা।

বিমানস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রসবিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রসবিমান ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু ব্যাধীনাং নিমিত্ত-পূর্ব্বরূপ-রূপোপশয়-সংখ্যাপ্রাধান্যবিধি-বিকল্পবলকালবিশেষানভিনিবিশ্য, রসদ্রব্যদোষ-বিকারভেষজ-দেশ-কাল-বল-শরীরসারাহারসাত্ম্যসত্ত্বপ্রকৃতিবয়সাম্ মানমবহিতমনসা যথাবজ্জ্ঞেয়ং ভবতি ভিষজা, রসাদিমানায়ত্তাৎ ক্রিয়ায়াঃ। নহ্যমানজ্ঞো রসাদীনাং ভিষগ্ ব্যাধিনিগ্রহসমর্থো ভবতি, তস্মাদ্রসাদিমানজ্ঞানার্থং বিমানস্থান-মুপদেক্ষ্যামোঽগ্নিবেশ!।

ব্যাধিসমূহের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সংখ্যা, প্রাধান্য, বিধি, বিকল্প, বল, ও কাল, এইসমস্ত বিষয়ের বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক, রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার, ঔষধ, দেশ, কাল, বল, শরীরসার, আহার, সাত্ম্য, সত্ত্ব, প্রকৃতি, ও বয়সের পরিমাণ, চিকিৎসকের অবগত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু চিকিৎসাকার্য্য রসাদিপরিমাণের আয়ত্ত। যে চিকিৎসক রসাদির পরিমাণ না জানেন, তিনি ব্যাধিনিবারণে সমর্থ হইতে পারেন না। অতএব, হে অগ্নিবেশ! রসাদির পরিমাণজ্ঞানের জন্য বিমানস্থান উপদেশ প্রদান করিব।

তত্রাদৌ রসদ্রব্যদোষবিকারপ্রভাবান্ বক্ষ্যামঃ। রসাস্তাবৎ খলু ষট্ মধুরাম্ললবণকটুকতিক্তকষায়াঃ। তে সম্যগুপযুজ্যমানাঃ শরীরং যাপয়ন্তি মিথ্যোপযুজ্যমানাস্তু খলু দোষপ্রকোপায়োপকল্পন্তে। দোষাঃ পুনস্ত্রয়ো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ। তে প্রকৃতিভূতাঃ শরীরোপকারকা ভবন্তি, বিকৃতিমাপন্নাঃ খলু নানাবিধৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতাপয়ন্তি।

তন্মধ্যে রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার, ও প্রভাবের বিষয় প্রথমতঃ বর্ণন করিব। রস ছয় প্রকার, যথা,—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, ও কষায়। এই সকল রস সম্যক্ উপযুক্ত হইলে, শরীর পোষণ করে, এবং অযথা উপযুক্ত হইলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত করে। দোষ তিন প্রকার; যথা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহারা প্রকৃতিভূত থাকিলে, শরীরের উপকার করে। এবং বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, নানাবিধ রোগদ্বারা শরীর উপতাপিত করে।

তত্র দোষমেকৈকং ত্রয়স্ত্রয়ো রসা জনয়ন্তি, ত্রয়স্ত্রয়শ্চোপশময়ন্তি। তদ্‌যথা কটুতিক্তকষায়া বাতং জনয়ন্তি মধুরাম্ললবণাস্তং শময়ন্তি। কট্বম্ল-লবণাঃ পিত্তং জনয়ন্তি মধুরতিক্তকষায়াঃ পুনরেনচ্ছময়ন্তি। মধুরাম্ললবণাঃ শ্লেষ্মাণং জনয়ন্তি কটুতিক্তকষায়াস্ত্বেনং চ শময়ন্তি। রসদোষসন্নিপাতে তু যে রসা যৈর্দোষৈঃ সমানগুণাঃ সমানগুণভূয়িষ্ঠা বা ভবন্তি তে তানভি-বর্দ্ধয়ন্তি। বিপরীতগুণাস্তু খলু বিপরীতগুণভূয়িষ্ঠা বা শময়ন্ত্যভ্যস্যমানা ইতি। এতদ্ ব্যবস্থাহেতোঃ ষট্ত্বমুপদিশ্যতে রসানাং পরস্পরেণা-সংসৃষ্টানাং, ত্রিত্বঞ্চৈব দোষাণাম্। সংসর্গবিকল্পবিস্তারোহ্যেষামপরি-সংখ্যেয়ত্বাৎ।

পূর্ব্বোক্ত রসসমূহের মধ্যে তিন তিনটি রস, এক একটি দোষের উৎপাদন, এবং তিন তিনটি রস এক একটি দোষের উপশম করিয়া থাকে। যথা,—কটু তিক্ত ও কষায় রস, বায়ুর উৎপাদন করে; এবং মধুর অম্ল ও লবণ রস, তাহার উপশম করে। কটু অম্ল ও লবণ রস পিত্ত উৎপাদন করে; এবং মধুর তিক্ত ও কষায় রস, তাহার উপশম করে। মধুর অম্ল ও লবণ রস, শ্লেষ্মার উৎপাদন করে; এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস, তাহার উপশম করিয়া থাকে। রসের বা দোষের সম্মিলন হইলে, যে যে রস যে যে দোষের সমানগুণ বা সমানগুণবহুল হয়, সেই সেই রসের নিয়ত ব্যবহার দ্বারা সেই সেই দোষের বৃদ্ধি হয়; এবং তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট বা তদ্বিপরীত গুণবহুল রসের উপযোগ দ্বারা সেই সেই দোষের উপশম হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার জন্য, পরস্পর অসম্মিলিত রসের ষড়্‌বিধত্ব, এবং পরস্পর অসম্মিলিত দোষের ত্রিবিধত্ব মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু ইহাদের সংসর্গবিভাগ অসংখ্য।

তত্র খল্বনেকরসেষু দ্রব্যেষ্বনেকদোষাত্মকেষু চ বিকারেষু রসদোষ-প্রভাবমেকৈকশ্যেন অভিসমীক্ষ্য ততো দ্রব্যবিকারয়োঃ প্রভাবতত্ত্বং ব্যব-স্যেৎ। নত্বেবং খলু সর্ব্বত্র। নহি বিকৃতিবিষমসমবেতানাং নানাত্মকানাং পরস্পরেণ চোপহতপ্রকৃতিকানাং, অন্যৈশ্চ বিকল্পনৈর্বিকল্পিতানামব-প্রভাবানুমানেনৈব সমুদায়প্রভাবতত্ত্বমধ্যবসাতুং শক্যং। তথাযুক্তে হি সমুদায়ে সমুদায়প্রভাবত মেবোপলভ্য ততো দ্রব্যবিকারপ্রভাবতত্ত্বং ব্যবস্যেৎ। তস্মাদ্রসপ্রভাবতশ্চ দ্রব্যপ্রভাবতশ্চ দোষপ্রভাবতশ্চ বিকার-প্রভাবতশ্চ তত্ত্বমুপদেক্ষ্যামঃ। তত্রৈষ রসপ্রভাব উপদিষ্টো ভবতি।

দ্রব্য অনেকরসবিশিষ্ট, এবং রোগ অনেকদোষাত্মক হইলে, সেই রস ও দোষ প্রত্যেকের প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়া, তৎপরে দ্রব্য ও রোগের প্রভাবতত্ত্ব নিশ্চয়

করিবে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র নহে। যেহেতু নানাত্মক রস ও নানাত্মক দোষ বিকৃতি-বিষম-সমবায়ে সমবেত হইলে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি বিকৃত করে, এবং অন্যবিধ বিভাগে বিভক্ত হয়; সুতরাং এস্থলে আংশিক প্রভাবের অনুমানদ্বারা সমুদায় প্রভাবতত্ত্ব নিশ্চয় করা যায় না। অতএব, রস ও দ্রব্য বিকৃতি-বিষম-সমবায়ে সমবেত হইলে, সমুদায়ের প্রভাবতত্ত্ব বিবেচনা করিয়া, দ্রব্য ও বিকারের প্রভাবতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। এইজন্য রসপ্রভাব, দ্রব্যপ্রভাব, দোষপ্রভাব, ও বিকারপ্রভাবের তত্ত্ব উপদেশ করিব। তন্মধ্যে রসপ্রভাব উপদিষ্ট হইয়াছে।

দ্রব্যপ্রভাবং পুনরুপদেক্ষ্যামঃ। তৈলসর্পির্মধূনি বাতপিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনানি দ্রব্যাণি। তত্র তৈলং স্নেহৌষ্ণ্যগৌরবোপপন্নত্বাদ্ বাতং শময়তি সততমভ্যস্যমানম্, বাতো হি রৌক্ষ্যশৈত্যলাঘবোপপন্নো বিরুদ্ধগুণো ভবতি, বিরুদ্ধগুণসন্নিপাতে হি ভূয়সাল্পমবজীয়তে, তস্মাত্তৈলং বাতং জয়তি সততমভ্যস্যমানম্। সর্পিঃ খল্বেবমেব পিত্তং জয়তি মাধুর্য্যাৎ শৈত্যান্মন্দবীর্য্যত্বাচ্চ, পিত্তং হ্যমধুরমুষ্ণং তীক্ষ্ণঞ্চ। মধু চ শ্লেষ্মাণং জয়তি রৌক্ষ্যাত্তৈক্ষ্ণ্যাৎ কষায়ত্বাচ্চ, শ্লেষ্মা হি স্নিগ্ধোমন্দোমধুরশ্চেতি বিপরীতগুণঃ। যচ্চান্যদপি কিঞ্চিদ্দ্রব্যং বাতপিত্তকফেভ্যো গুণতো বিপরীতং স্যাত্তচ্চৈতান্ জয়ত্যভ্যস্যমানম্।

অতঃপর দ্রব্যপ্রভাবের বিষয় উপদেশ করিব। তৈল ঘৃত ও মধু, ইহারা যথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রশমকারক দ্রব্য। তন্মধ্যে তৈল সতত অভ্যস্ত হইলে, স্নেহ উষ্ণতা ও গুরুত্ব গুণের জন্য বায়ুর উপশম করে। যেহেতু বায়ু, রুক্ষতা শীতলতা ও লঘুত্ব গুণ বিশিষ্ট। সুতরাং তৈলের সহিত বায়ু বিরুদ্ধগুণ; বিরুদ্ধগুণের সম্মিলন হইলে, অধিকের দ্বারা অল্প পরাভূত হয়। অতএব তৈল সতত ব্যবহৃত হইলে, বায়ুর উপশম করিয়া থাকে। এইরূপ ঘৃত, মাধুর্য্য, শীতলতা ও মৃদুবীর্য্যত্বের জন্য পিত্তের নাশ করে; যেহেতু পিত্ত, অমধুর, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। রুক্ষতা, তীক্ষ্ণতা ও কষায়ত্বের জন্য মধু শ্লেষ্মার উপশম করে; যেহেতু শ্লেষ্মা স্নিগ্ধ, মৃদু ও মধুর রস। অতএব মধুর সহিত বিপরীত-গুণবিশিষ্ট। এইরূপ অন্য যে কোন দ্রব্য বায়ু পিত্ত ও কফের সহিত গুণবিষয়ে বিপরীত হইবে, তাহাও সতত ব্যবহৃত হইলে বাতাদি দোষের নিবারণ করিয়া থাকে।

অথ খল্বু ত্রীণি দ্রব্যাণি নাভ্যুপযুঞ্জীতাধিকমন্যেভ্যো দ্রব্যেভ্যস্তদ্যথা পিপ্পলীঃ ক্ষারং লবণমিতি। পিপ্পল্যো হি কটুকাঃ সত্যো মধুরবিপাকা গুর্ব্বো নাত্যর্থং স্নিগ্ধোষ্ণাঃ প্রক্লেদিন্যো ভেষজাভিমতাশ্চ। তাঃ সদ্য এব শুভাশুভকারিণ্যো ভবন্ত্যাপাতভদ্রাঃ প্রয়োগসমসাদ্গুণ্যাদ্ দোষসঞ্চয়ানুবন্ধাঃ সততমুপযুজ্যমানা হি গুরুপ্রক্লেদিত্বাৎ শ্লেষ্মাণমুৎক্লেশয়ন্তি, ঔষ্ণ্যাৎ পিত্তং, নচ বাতপ্রশমনায় কল্পন্তে অল্পস্নেহোষ্ণভাবাৎ, যোগবাহিন্যস্তু খলু ভবন্তি। তস্মাৎ পিপ্পলীর্নাভ্যুপযুঞ্জীত।

অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে পিপুল, ক্ষার ও লবণ, এই তিনটি দ্রব্য অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। যেহেতু পিপুল, কটুরস হইলেও মধুরবিপাক, অল্প গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, ও ক্লেদজনক ভেষজ। পিপুল সেবনমাত্রই শুভাশুভ কার্য্য করে, এইজন্য প্রয়োগানুসারে ইহা আপাত-মঙ্গলকারী। কিন্তু সতত ব্যবহৃত হইলে, ইহা দ্বারা দোষসঞ্চয়ের অনুবন্ধ হয়। কারণ, গুরুত্ব ও ক্লেদজনকতা গুণের জন্য শ্লেষ্মাকে, এবং উষ্ণগুণের জন্য পিত্তকে উৎক্লিষ্ট করে; অথচ অল্প স্নেহ ও উষ্ণভাবের জন্য বায়ুকেও প্রশমিত করিতে পারেনা। কিন্তু পিপুল যোগবাহী, অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত ইহা মিলিত হয়, তাহারই গুণ অবলম্বন করে। পূর্ব্বোক্ত অপকারিতার জন্য পিপুল নিয়ত সেবন করিবে না।

ক্ষারঃ পুনরৌষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যলবণোপপন্নঃ ক্লেদয়তি ত্বাদৌ পশ্চাদুপশোষয়তি দহতি পচতি ভিনত্তি সংঘাতং। স পচনদহনভেদনার্থমুপযুজ্যতে। সোঽতিপ্রযুজ্যমানঃ কেশাক্ষিহৃদয়পুংস্ত্বোপঘাতকরঃ সম্পদ্যতে, যে হ্যেনন্তু গ্রামনগরনিগমজনপদাঃ সততমুপযুঞ্জতে, তেঽপ্যান্ধ্যষাণ্ড্যখালিত্যপালিত্যভাজো হৃদয়াপকর্ত্তিনশ্চ ভবন্তি, তদ্‌যথা প্রায়ঃ প্রাচ্যাশ্চীনাশ্চ। তস্মাৎ ক্ষারং নাভ্যুপযুঞ্জীত।

ক্ষার, উষ্ণ তীক্ষ্ণ ও লবণরসযুক্ত। ইহা প্রথমতঃ ক্লেদ উৎপাদন করে, পরে শোষণ, দহন, পচন এবং কঠিন পদার্থ ভিন্ন করে। ক্ষার, পচন দহন ও ভেদন কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অতিসেবিত হইলে, কেশ, চক্ষু, হৃদয় ও পুরুষত্বের নাশ করে। যেসকল গ্রাম-নগর-নিগম-জনপদবাসী ব্যক্তি সতত ক্ষার সেবন করে। তাহারা অন্ধতা, ক্লীবতা, খালিত্য (টাক), পালিত্য (কেশের অকাল পক্কতা), ও হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হয়। পূর্ব্বদেশীয় ও চীনদেশীয় লোকেরা অতিরিক্ত ক্ষারসেবার জন্য প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব ক্ষার নিয়ত সেবন করিবে না।

লবণং পুনরৌষ্ণ্যতৈক্ষ্ণ্যোপপন্নমনতিগুর্ব্বনতিস্নিগ্ধমুপক্লেদি বিস্রংসনসমর্থমন্নদ্রব্যরুচিকরমাপাতভদ্রং প্রয়োগসমসাদ্‌গুণ্যাদ্ দোষসঞ্চয়ানুবন্ধং তদ্রোচনপচনোপক্লেদনবিস্রংসনার্থমুপযুজ্যতে। তদত্যর্থমুপযুজ্যমানং গ্লানিশৈথিল্য-দৌর্ব্বল্যাভিনির্ব্বৃত্তিকরং শরীরস্য ভবতি। যে হ্যেনৎ গ্রামনগরনিগমজনপদাঃ সততমুপযুঞ্জতে, তে ভূয়িষ্ঠং গ্লাস্নবঃ শিথিলমাংসশোণিতা অপরিক্লেশসহাশ্চ ভবন্তি, তদ্‌যথা বাহ্লীকসৌরাষ্ট্রিকসৈন্ধবসৌবীরকাস্তে হি পয়সাপি সহ সদা লবণমশ্নন্তি। যেঽপীহ ভূমেরত্যুষরা দেশাস্তেষ্বোষধিবীরুদ্বনস্পতিবানস্পত্যা ন জায়ন্তে, অল্পতেজসো বা ভবন্তি লবণোপহতত্বাৎ। তস্মাল্লবণং নাভ্যুপযুঞ্জীত।

লবণ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্যবিশিষ্ট, অল্প গুরুপাক, অল্প স্নিগ্ধ, ক্লেদজনক, বিরেচক, এবং ভোজ্যদ্রব্যের অত্যন্ত রুচিকারক। লবণ প্রয়োগমাত্রেই সদ্‌গুণ প্রদান করে, এজন্য ইহা আপাত মঙ্গলকর। কিন্তু ইহা দোষসঞ্চয়ের অনুবন্ধকারী। রোচন, পচন, ক্লেদন, ও বিরেচনের জন্য লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অতিসেবিত হইলে, শরীরের, গ্লানি, শিথি-

লতা ও দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে। যেসমস্ত গ্রাম-নগর নিগম-জনপদবাসিগণ সতত লবণ ভোজন করে, তাহাদের শরীর গ্লানিযুক্ত হয়, মাংস ও রক্ত শিথিল হয়, এবং তাহারা ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। যেমন বাহ্লীক, সৌরাষ্ট্র, সিন্ধু ও সুবীর দেশবাসী জনগণ। ইহারা দুগ্ধের সহিতও লবণ ভোজন করে। যে সকল স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত লবণযুক্ত, সেখানে ঔষধি, লতা, বনস্পতি বা বানস্পত্য কোন বৃক্ষাদিই উৎপন্ন হয় না; অথবা উৎপন্ন হইলেও অল্প তেজঃসম্পন্ন হয়। যেহেতু লবণদ্বারা সেই সকল স্থানের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অতএব লবণ সতত সেবন করিবে না।

যে হ্যতিলবণসাত্ম্যাঃ পুরুষাস্তেষামপি খালিত্যপালিত্যানি তথা বলয়শ্চাকালে ভবন্তি। তস্মাত্তেষাং তৎসাত্ম্যতঃ ক্রমেণাপগমনং শ্রেয়ঃ। সাত্ম্যমপি হি ক্রমান্নিবর্ত্ত্যমানমদোষমল্পদোষং বা ভবতি।

যে সকল ব্যক্তি লবণসাত্ম্য অর্থাৎ অধিক লবণসেবী, তাহাদের খালিত্য (টাক), পালিত্য এবং অকালে বলি জন্মিয়া থাকে। অতএব তাহাদের ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করাই মঙ্গলজনক। অভ্যস্ত বিষয় হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইলে, তজ্জন্য কোন হানি হয় না, অথবা অতি সামান্য হানি হইয়া থাকে।

সাত্ম্যন্তু নাম তৎ যদাত্মন্যুপশেতে, সাত্ম্যার্থো হ্যুপশয়ার্থঃ। তৎ ত্রিবিধং প্রবরাবরমধ্যবিভাগেন, সপ্তবিধঞ্চ রসৈকৈকত্বেন সর্ব্বরসোপযোগাচ্চ। তত্র সর্ব্বরসং প্রবরমবরমেকরসং মধ্যমন্তু প্রবরাবরমধ্যস্থং। তত্রাবরমধ্যাভ্যাং সাত্ম্যাভ্যাং সেবিতাভ্যাং ক্রমেনৈব প্রবরমুপপাদয়েৎ সাত্ম্যং। সর্ব্বরসমপি দ্রব্যং সাত্ম্যমুপপন্নং সর্ব্বাণ্যাহারবিধিবিশেষায়তনান্যভিসমীক্ষ্য হিতমেবানুরুধ্যেত।

যাহা আত্মার সুখকর, তাহাই সাত্ম্য। সাত্ম্যের অপর নাম উপশয়। উত্তম মধ্যম ও অধম বিভাগানুসারে সাত্ম্য তিন প্রকার। মধুরাদি এক একটি রসের সেবনাভ্যাস, এবং সমুদায় রসের সেবনাভ্যাস অনুসারে সাত্ম্য সাত প্রকারও বলা যায়। তন্মধ্যে সমুদায় রসের সেবনাভ্যাস উত্তম সাত্ম্য, একটি মাত্র রসের সেবনাভ্যাস অধম সাত্ম্য, এবং উত্তম ও অধম সাত্ম্যের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ দুই তিন চারি বা পাঁচটি রসের সেবনাভ্যাস মধ্যম সাত্ম্য। অধম ও মধ্যম সাত্ম্য হইতে ক্রমশঃ উত্তম সাত্ম্যের উপপাদন করিবে। সমুদায় রসযুক্ত দ্রব্য সাত্ম্যীভূত হইলেও, সমস্ত আহারবিধি-বিশেষায়তনের অনুসারে বিবেচনা করিয়া কেবল হিতকর পদার্থেরই সেবা করিবে।

তত্র খল্বিমান্যষ্টাবাহারবিধিবিশেষায়তনানি ভবন্তি। তদ্যথা প্রকৃতিকরণসংযোগরাশিদেশকালোপযোগসংস্থোপযোক্তৃষ্টমানি ভবন্তি। তত্র প্রকৃতিরুচ্যতে স্বভাবো যঃ, স পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং স্বাভাবিকো গুর্ব্বাদিগুণযোগঃ, তদ্যথা মাসমুদ্গয়োঃ শূকরৈণয়োশ্চ। করণং পুনঃ স্বাভাবিকদ্রব্যাণামভিসংস্কারঃ। সংস্কারোহি গুণাধানমুচ্যতে। তে গুণাস্তোয়াগ্নিসন্নিকর্ষশৌচমন্থনদেশকালবশেন ভাবনাদিভিঃ কালপ্রকর্ষ-

ভাজনাদিভিশ্চাধীয়ন্তে। সংযোগঃ পুনর্দ্বয়োর্ব্বহূনাং বা দ্রব্যাণাং সংহতীভাবঃ। স বিশেষমারভতে যং পুনর্নৈকৈকদ্রব্যাণ্যারভন্তে। তদ্‌যথা মধুসর্পিষোর্মধুমৎস্যপয়সাঞ্চ সংযোগঃ। রাশিস্তু সর্ব্বগ্রহপরিগ্রহৌ মাত্রাহমাত্রাফলবিনিশ্চয়ার্থঃ। তত্র সর্ব্বস্যাহারস্য প্রমাণগ্রহণমেকপিণ্ডেন সর্ব্বগ্রহঃ পরিগ্রহশ্চ পুনঃ প্রমাণগ্রহণমেকৈকত্বেনাহারদ্রব্যানাং। সর্ব্বস্য গ্রহঃ সর্ব্বগ্রহঃ সর্ব্বতোগ্রহঃ পরিগ্রহ উচ্যতে। দেশঃ পুনঃ স্থানং, দ্রব্যাণামুৎপত্তিপ্রচারৌ দেশসাত্ম্যঞ্চাচষ্টে। কালোহি নিত্যগশ্চাবস্থিকশ্চ। তত্রাবস্থিকো বিকারমপেক্ষতে, নিত্যগস্তু খলু ঋতুসাত্ম্যাপেক্ষঃ। উপযোগসংস্থোপযোগনিয়মঃ, স জীর্ণলক্ষণাপেক্ষঃ। উপযোক্তা পুনর্যস্তমাহারমুপযুঙ্‌ক্তে, যদায়ত্তমোকসাত্ম্যং। ইত্যষ্টাবাহারবিধিবিশেষায়তনানি ভবন্তি।

আহারবিধি-বিশেষায়তন এই আটটী যথা,—প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, উপযোগসংস্থা ও উপযোক্তা। আহারদ্রব্য ও ঔষধদ্রব্যসমূহের যে স্বাভাবিক গুণযোগ, সেই স্বভাবই প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। যেমন মাষকলাই স্বভাবতঃ গুরু, মুগ স্বভাবতঃ লঘু, এবং শূকরমাংস স্বভাবতঃ গুরু ও হরিণমাংস স্বভাবতঃ লঘু। স্বাভাবিক অর্থাৎ অকৃত্রিম দ্রব্যের সংস্কারের নাম করণ। সংস্কার শব্দের অর্থ গুণাধান বা গুণের সংযোগকরণ। জল ও অগ্নির সংযোগ, শোধন, মন্থন, দেশ, কাল, ভাবনাদি, কালপ্রকর্ষ ও পাত্রাদি অনুসারে সেই সমস্ত গুণের সংযোগ হইয়া থাকে। দুই বা বহুদ্রব্যের একত্র মিলনকে সংযোগ কহে। এক একটি পৃথক্ দ্রব্য যাহা করিতে পারে না, সংযোগ দ্বারা সেই কার্য্যবিশেষ সাধিত হইয়া থাকে। যেমন মধু ও ঘৃতের এবং মধু মৎস্য ও দুগ্ধের সংযোগ। (ইহাদের এক একটি পদার্থ দ্বারা কোন বিষক্রিয়া হয় না, কিন্তু মধু ও ঘৃত, অথবা মধু মৎস্য ও দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিলে বিষবৎ অপকার করিয়া থাকে।) সর্ব্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি ভেদে রাশি দুই প্রকার। মাত্রা ও অমাত্রার ফল নিশ্চয়ই রাশির প্রয়োজন। সমুদায় আহারপদার্থের একপিণ্ডে (মোটের উপর) প্রমাণগ্রহণকে সর্ব্বগ্রহ কহে। আর এক একটি আহারদ্রব্যের প্রমাণগ্রহণকে পরিগ্রহ রাশি বলা যায়। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের গ্রহণের নাম সর্ব্বগ্রহ, এবং সর্ব্বপ্রকার গ্রহণের নাম পরিগ্রহ। দেশ শব্দের অর্থ স্থান। দ্রব্যের উৎপত্তি, প্রচার ও দেশসাত্ম্য, এই কয়েকটি বিষয় স্থান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। কাল দুইপ্রকার, নিত্যগ ও আবস্থিক। তন্মধ্যে আবস্থিক কাল রোগকে অপেক্ষা করে; এবং নিত্যগ কাল ঋতুসাত্ম্যকে অপেক্ষা করে। উপযোগসংস্থার অর্থ উপযোগের নিয়ম; ইহা জীর্ণলক্ষণকে অপেক্ষা করে। যে আহারের উপযোগ (ভোজন) করে, তাহাকে উপযোক্তা বলা যায়। অভ্যাসসাত্ম্য এই উপযোক্তার আয়ত্ত। এই আটপ্রকার আহারবিধিবিশেষায়তনের বিষয় বলা হইল।

এষাং বিশেষাঃ শুভাশুভফলাঃ পরস্পরোপকারকা ভবন্তি, তান্ বুভুৎসেত, বুদ্ধা চ হিতেপ্সুঃ স্যাৎ। নচ মোহাৎ প্রমাদাদ্বা প্রিয়মহিতমশ্নুথোদর্কমুপসেব্যং কিঞ্চিদাহারজাতমন্যদ্বা।

এইসমস্ত আহারবিধি-বিশেষায়তনের বিশেষ ভাবানুসারে শুভ বা অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপকারক। এই সকল বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিবে, এবং বুঝিয়া হিতাকাঙ্ক্ষী হইবে। মোহ বা প্রমাদবশতঃ কখনও আপাতপ্রিয় কিন্তু পরিণামে অহিতকর বা অসুখজনক আহারসমূহ অথবা অন্য কোন বিষয়ের উপসেবা করিবে না।

তত্রেদমাহারবিধিবিধানমরোগাণামাতুরাণাঞ্চ কেষাঞ্চিৎ কালে প্রকৃত্যৈব হিততমং ভুঞ্জানানাং ভবতি। উষ্ণং স্নিগ্ধং মাত্রাবৎ জীর্ণে বীর্য্যাবিরুদ্ধমিষ্টে দেশে ইষ্টসর্ব্বোপকরণং নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতমজল্পন্নহসংস্তন্মনা ভুঞ্জীতাত্মানমভিসমীক্ষ্য সম্যক্। তস্য চ সাদৃগুণ্যমুপদেক্ষ্যামঃ।

এই সমস্ত আহারবিধির বিধান, নীরোগ ব্যক্তির এবং কোন কোন আতুর ব্যক্তিরও স্বভাবতঃ হিতকর হয়। যথা,—উষ্ণ, স্নিগ্ধ, পরিমিত, অভিলষিত সমুদায় উপকরণযুক্ত ও অবিরুদ্ধবীর্য্য ভোজ্য, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ হইলে, অভিলষিত স্থানে, নাতি দ্রুত ও নাতি বিলম্বিত ভাবে, কাহারও সহিত কথা না কহিয়া, না হাসিয়া, তন্মনা হইয়া, এবং আপনার শারীরিক অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে। এই সকলের উপকারিতা বলা যাইতেছে।

উষ্ণমশ্নীয়াৎ। উষ্ণং হি ভুজ্যমানং স্বদতে ভুক্তঞ্চাগ্নিমনুদীর্ণমুদীরয়তি ক্ষিপ্রং জরাং গচ্ছতি বাতঞ্চানুলোময়তি শ্লেষ্মাণঞ্চ পরিশোষয়তি, তস্মাদুষ্ণমশ্নীয়াৎ।

উষ্ণ পদার্থ ভোজন করিবে। যেহেতু উষ্ণ ভোজ্য খাইতে ভাল লাগে, ভুক্ত পদার্থ অনুদীপ্ত জঠরাগ্নিকে উদ্দীপিত করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, বায়ুর অনুলোম করে, ও শ্লেষ্মার শোষণ করে। অতএব উষ্ণ ভোজ্য ভোজন করিবে।

স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ। স্নিগ্ধং হি ভুজ্যমানং স্বদতে ভুক্তঞ্চানুদীর্ণমগ্নিমুদীরয়তি ক্ষিপ্রং জরাং গচ্ছতি বাতমনুলোময়তি দৃঢ়ীকরোতি শরীরোপচয়ং বলাভিবৃদ্ধিঞ্চোপজনয়তি বর্ণপ্রসাদঞ্চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, তস্মাৎ স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ।

স্নিগ্ধ পদার্থ ভোজন করিবে। যেহেতু স্নিগ্ধ ভোজ্য খাইতে ভাল লাগে, ভুক্ত পদার্থ অনুদীপ্ত জঠরাগ্নির উদ্দীপন করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, বায়ুর অনুলোম করে, শরীরপুষ্টি দৃঢ় করে, বলের বৃদ্ধি করে ও বর্ণের প্রসন্নতা সম্পাদন করে। অতএব স্নিগ্ধ পদার্থ ভোজন করিবে।

মাত্রাবদশ্নীয়াৎ। মাত্রাবদ্ধি ভুক্তং বাতপিত্তকফানপ্রপীড়য়দায়ুরেব বিবর্দ্ধয়তি কেবলং, সুখং গুদমনুপর্য্যেতি নোষ্মাণমুপহন্ত্যব্যথঞ্চ পরিপাকমেতি। তস্মান্মাত্রাবদশ্নীয়াৎ।

পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। কারণ পরিমিত অন্ন, বায়ু পিত্ত কফকে পীড়িত না করিয়া কেবল আয়ুরই বৃদ্ধি সাধন করে; অনায়াসে গুহ্যনাড়ীতে উপস্থিত হয়, জঠরাগ্নিকে উপহত করে না, এবং অক্লেশে পরিপাক পায়। অতএব পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে।

জীর্ণেঽশ্নীয়াৎ। অজীর্ণে হি ভুঞ্জানস্যাভ্যবহৃতমাহারজাতং পূর্ব্বস্যাহারস্য রসমপরিণতমুত্তরেণাহাররসেনোপসৃজন্ সর্ব্বান্ দোষান্ প্রকোপয়ত্যাশু। জীর্ণে ভুঞ্জানস্য স্বস্থানস্থেষু দোষেষ্বগ্নৌ চোদীর্ণে জাতায়াঞ্চ বুভুক্ষায়াং বিবৃতেষু চ স্রোতসাং মুখেষদ্গারে বিশুদ্ধে বাতানুলোম্যে বিসৃষ্টেষু চ বাতমূত্রপুরীষবেগেষ্বভ্যবহৃতমাহারজাতং সর্ব্বশরীরধাতূনপ্রদূষয়দায়ুরেবাভিবর্দ্ধয়তি কেবলং, তস্মাজ্জীর্ণেঽশ্নীয়াৎ।

পূর্ব্বের আহার জীর্ণ হইলে ভোজন করিবে। কারণ অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন করিলে, পূর্ব্বের আহারের অপরিণত রসের সহিত ভুক্ত আহারের পরবর্ত্তী রস মিলিত হইয়া, আশু সমুদায় দোষ প্রকুপিত করে। কিন্তু পূর্ব্বাহার জীর্ণ হওয়ার পরে, যখন দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থিত হয়, জঠরাগ্নি উদ্রিক্ত হয়, ক্ষুধাবোধ হয়, সমস্ত স্রোতোমুখ বিবৃত হয়, উদ্গার ও হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, বায়ুর অনুলোম হয়, এবং বায়ু মল ও মূত্র নিঃসৃত হইয়া যায়, সেই সময়ে ভোজন করিলে, ভুক্ত আহারপদার্থ সমুদায় শরীরধাতু দূষিত না করিয়া, কেবল আয়ুর বৃদ্ধি সাধন করে। অতএব পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে ভোজন করিবে।

বীর্য্যাবিরুদ্ধমশ্নীয়াৎ। অবিরুদ্ধবীর্য্যমশ্নন্ হি বিরুদ্ধবীর্য্যাহারজৈর্বিকারৈর্নায়মুপসৃজ্যতে, তস্মাদ্বীর্য্যাবিরুদ্ধমশ্নীয়াৎ।

যেসকল পদার্থ অবিরুদ্ধবীর্য্য, তাহাই ভোজন করিবে। যেহেতু অবিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থ ভোজন করিলে, বিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থের আহারজন্য রোগসমূহ আক্রমণ করিতে পারে না। এইজন্য অবিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থ আহার করিবে।

ইষ্টে দেশে চেষ্টসর্ব্বোপকরণঞ্চাশ্নীয়াৎ। ইষ্টে হি দেশে ভুঞ্জানো নানিষ্টদেশজৈর্মনোবিঘাতকরৈর্ভাবৈর্মনোবিঘাতং প্রাপ্নোতি; তথেষ্টৈঃ সর্ব্বোপকরণৈঃ। তস্মাদিষ্টে দেশে তথেষ্টসর্ব্বোপকরণঞ্চ অশ্নীয়াৎ।

অভিলষিত স্থানে অভিলাষানুরূপ সমুদয় উপকরণবিশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যেহেতু অভিলষিত স্থানে ভোজন করিলে, অনভিলষিতস্থানজ মনোবিঘাতকর কারণসমূহদ্বারা মন উপহত হইতে পারে না। এইরূপ অভিলষিত সর্ব্ব-উপকরণবিশিষ্ট অন্ন আহার করিলেও, অনভিলষিত আহারজন্য মনোবিঘাত হইতে পারে না। অতএব অভীষ্টস্থানে অভীষ্ট সর্ব্ব-উপকরণ- বিশিষ্ট অন্ন আহার করিবে।

নাতিদ্রুতমশ্নীয়াৎ। অতিদ্রুতং হি ভুঞ্জানস্য তৎস্নেহনস্বাদনভোজনস্যাপ্রতিষ্ঠানং ভোজ্যদোষসাদগুণ্যোপলব্ধিশ্চ ন নিয়তা, তস্মান্নাতিদ্রুতমশ্নীয়াৎ।

অতিদ্রুত আহার করিবে না। কারণ অতিদ্রুত ভোজনকারী ব্যক্তির, ভুক্তদ্রব্যের স্নেহ ও স্বাদের গ্রহণ এবং ভুক্ত পদার্থের সম্যক্ প্রতিষ্ঠান হয় না। অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ স্নিগ্ধ করিতে পারে না, যথাবৎ স্বাদগ্রহ হয় না, এবং তাহা কোষ্ঠেও সম্যক্‌রূপে অবস্থিত হয় না। ভোজ্য পদার্থের দোষগুণেরও নিয়ত উপলব্ধি হয় না। অতএব অতিদ্রুত ভোজন করিবে না।

নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ। অতিবিলম্বিতং হি ভুঞ্জানো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি বহু ভুঙ্‌ক্তে শীতীভবতি আহারজাতং বিষমপাকঞ্চ ভবতি, তস্মান্নাতিবিলম্বিতমশ্নীয়াৎ।

অতি বিলম্বিত ভোজন করিবে না। অতি বিলম্বিতভাবে ভোজন করিলে, তৃপ্তি পাওয়া যায় না, অধিক ভোজন করা হয়, আহার-দ্রব্যসকল শীতল হইয়া যায়, এবং ভুক্তদ্রব্যের বিষম পাক হয়, অর্থাৎ বিলম্বে ভোজন জন্য কতক ভুক্তপদার্থের পাক হইতে থাকে, আবার কতক অংশ আমাশয়ে উপস্থিত হইতে থাকে, সুতরাং সকল পদার্থ একসঙ্গে পরিপাক পাইতে পারে না। অতএব অতিবিলম্বিত ভোজন করিবে না।

অজল্পন্নহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত। জল্পতোহসতোঽন্যমনসো বা ভুঞ্জানস্য ত এব হি দোষা ভবন্তি, য এবাতিদ্রুতমশ্নতঃ। তস্মাদজল্পন্নহসংস্তন্মনা ভুঞ্জীত।

ভোজনকালে কথা না কহিয়া, না হাসিয়া, এবং তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে। কথা কহিতে কহিতে, হাসিতে হাসিতে, বা অন্যমনস্ক হইয়া ভোজন করিলে, অতিদ্রুত ভোজনে যেসকল দোষ কথিত হইয়াছে সেইসমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব কথা না কহিয়া, না হাসিয়া, এবং তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে।

আত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্। ইদং মমোপশেতে ইদং নোপশেতে ইত্যেবং বিদিতং হ্যস্যাত্মন আত্মসাত্ম্যং ভবতি। তস্মাদাত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যগিতি।

আপনার অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে। এই খাদ্য আমার উপকারী, ইহা আমার অনুপকারী, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভোজন করিলে, সেই অন্ন তাহার আত্মসাত্ম্য অর্থাৎ উপকারী হয়। অতএব নিজের অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে।

ভবতি চাত্র

রসান্ দ্রব্যাণি দোষাংশ্চ বিকারাংশ্চ প্রভাবতঃ।
বেদ যো দেশকালৌচ শরীরঞ্চ স বৈ ভিষক্॥

যে ব্যক্তি রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার, এবং দেশ, কাল ও শরীরের প্রভাব অবগত আছেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক।

তত্র শ্লোকৌ

বিমানার্থো রসদ্রব্যদোষরোগাঃ প্রভাবতঃ।
দ্রব্যাণি নাতিসেব্যানি ত্রিবিধং সাত্ম্যমেবচ॥
আহারায়তনান্যষ্টৌ ভোজ্যসাদ্‌গুণ্যমেবচ।
বিমানে রসসংখ্যাতে সর্ব্বমেতৎ প্রকাশিতম্॥

বিমানার্থ রস, দ্রব্য, দোষ ও রোগের প্রভাব, অনতিসেব্য দ্রব্য, ত্রিবিধ সাত্ম্য, আহারের আটটি আয়তন, এবং ভোজ্য পদার্থের সদ্‌গুণতা, এই সমস্ত বিষয়, এই রসবিমান অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে
রসবিমানং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
রসবিমান নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতস্ত্রিবিধকুক্ষীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা ত্রিবিধকুক্ষীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

ত্রিবিধং কুক্ষৌ স্থাপয়েদবকাশাংশমাহারমুপযুঞ্জানঃ। তদ্‌যথৈকমবকাশাংশং মূর্ত্তানামাহারবিকারাণামেকং দ্রবাণামেকং পুনর্বাতপিত্তশ্লেষ্মণাম্। এতাবতীং হ্যাহারমাত্রামুপযুঞ্জানো নামাত্রাহারজং কিঞ্চিদশুভং প্রাপ্নোতি। নচ কেবলং মাত্রাবত্ত্বাদেবাহারস্য কৃৎস্নমাহারফলসৌষ্ঠবমবাপ্তুং শক্যং। প্রকৃত্যাদীনামষ্টানামাহারবিধিবিশেষায়তনানাং প্রবিভক্তফলকত্বাৎ। তত্রায়ং তাবদাহাররাশিমধিকৃত্য মাত্রামাত্রাফলবিনিশ্চয়ার্থঃ প্রকৃতঃ। এতাবানেব হ্যাহাররাশিবিধিবিকল্পো যাবন্মাত্রাবত্ত্বমমাত্রাবত্ত্বঞ্চ।

আহারকালে কুক্ষিতে তিনপ্রকার স্থানের বিভাগ করিবে। যথা,—ঘন ভোজ্য পদার্থের জন্য কুক্ষির এক ভাগ, তরল পদার্থের জন্য এক ভাগ, এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার সঞ্চরণ জন্য এক ভাগ রাখিতে হইবে। এইরূপ মাত্রায় ভোজন করিলে, অমাত্রাহারজনিত কোন প্রকার অশুভ ফল পাইতে হয় না। কিন্তু কেবল উপযুক্ত মাত্রা হইলেই আহারের সকল প্রকার উপকারিতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি আট প্রকার আহারবিধি-বিশেষায়তনেরও ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সমস্ত আহারবিধি-বিশেষায়তনের মধ্যে কেবল আহাররাশিকে অধিকার করিয়া, মাত্রা ও অমাত্রার ফল-নিশ্চয়ের জন্য এই ত্রিবিধকুক্ষীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। যেহেতু আহাররাশি-বিধিকল্পনা দ্বারাই আহারের মাত্রাবত্তা ও অমাত্রাবত্ত্ব নিশ্চিত হয়।

তত্র মাত্রাবত্ত্বং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং কুক্ষ্যংশবিভাগেন তদ্‌ভূয়ো বিস্তরেণানুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্‌যথা কুক্ষেরপ্রপীড়নমাহারেণ হৃদয়স্থানবরোধঃ পার্শ্বয়োরবিপাটনং নাতিগৌরবমুদরস্য প্রীণনমিন্দ্রিয়ানাং ক্ষুৎপিপাসোপরমঃ

স্থানাসনশয়নগমনোচ্ছ্বাসহাস্যসংকথাসু সুখানুবৃত্তিঃ সায়ং প্রাতশ্চ সুখেন পরিণমনং বলবর্ণোপচয়করত্বঞ্চেতি মাত্রাবতো লক্ষণমাহারস্য ভবতি।

কুক্ষির অংশবিভাগ দ্বারা পূর্ব্বেই মাত্রাবত্বের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। পুনর্ব্বার তাহাই বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা,—আহার দ্বারা কুক্ষি পীড়িত না হওয়া, হৃদয়ের অনবরোধ, পার্শ্বদ্বয় বিপাটিত হওয়ার ন্যায় বোধ না হওয়া, উদরের অনতিগুরুত্ব, ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রসন্নতা, ক্ষুধা-পিপাসার শান্তি, অবস্থানে উপবেশনে শয়নে গমনে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে হাস্যে ও আলাপে সুখানুভব, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অক্লেশে পরিপাক, এবং বল-বর্ণ-পুষ্টিকরত্ব, এইগুলি মাত্রাবৎ অর্থাৎ পরিমিত আহারের লক্ষণ।

অমাত্রাবত্ত্বং পুনর্দ্বিবিধমাচক্ষতে হীনমধিকঞ্চেতি। তত্র হীনমাত্রমাহাররাশিং বলবর্ণোপচয়ক্ষয়করমতৃপ্তিকরমুদাবর্ত্তকরমনায়ুষ্যমবৃষ্যমনৌজস্যং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়োপঘাতকরং সারবিধমনমলক্ষ্যাবহমশীতেশ্চ বাতজানাং বিকারাণামায়তনমাচক্ষতে।

আহারের অমাত্রাবত্ত্ব দুই প্রকার, যথা,—হীন মাত্রা ও অধিক মাত্রা। তন্মধ্যে হীন-মাত্র আহাররাশি, বল, বর্ণ ও পুষ্টির ক্ষয়কারক, অতৃপ্তিকর, উদাবর্ত্তজনক, আয়ুঃক্ষয়কারক, অবৃষ্য, ওজঃপদার্থের অহিতকর, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের উপঘাতকারক, সারপদার্থের হ্রাস-কর, শ্রীভ্রংশকারক, এবং অশীতিপ্রকার বাতবিকারের কারণস্বরূপ।

অতিমাত্রং পুনঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপণমিচ্ছন্তি কুশলাঃ। যো হি মূর্ত্তানামাহারজাতানাং সৌহিত্যং গত্বা দ্রবৈস্তৃপ্তিমাপদ্যতে, ভূয়স্তস্যামাশয়গতা বাতপিত্তশ্লেষ্মাণোঽভ্যবহারেণাতিমাত্রেণাতিপ্রপীড্যমানাঃ সর্ব্বে যুগপৎ প্রকোপমাপদ্যন্তে। তে প্রকুপিতাস্তমেবাহাররাশিমপরিণতমাবিশ্য কুক্ষ্যেকদেশমাশ্রিতাঃ বিষ্টম্ভয়ন্তঃ সহসা বাপ্যুত্তরাধরাভ্যাং মার্গাভ্যাং প্রচ্যাবয়ন্তঃ পৃথক্ পৃথগিমান্ বিকারানভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্ত্যতিমাত্রভক্তুঃ। তত্র বাতঃ শূলানাহাঙ্গমর্দ্দমুখশোষমূর্চ্ছাভ্রমাগ্নিবৈষম্যসিরাকুঞ্চনসংস্তম্ভনানি করোতি। পিত্তং পুনর্জ্বরাতিসারান্তর্দ্দাহতৃষ্ণামদভ্রমপ্রলপনানি। শ্লেষ্মা তু ছর্দ্দ্যরোচকাবিপাকশীতজ্বরালস্যগাত্রগৌরবাণি।

অতিমাত্র আহার, বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকোপকারক বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণন করেন। যে ব্যক্তি অদ্রব আহার দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া, দ্রব্য আহার দ্বারা অতিতৃপ্তি লাভ করে, তাহার আমাশয়গত বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সেই অতিমাত্র আহারদ্বারা পীড়িত হইয়া, সকলে যুগপৎ প্রকোপপ্রাপ্ত হয়। সেই প্রকুপিত ত্রিদোষ অপরিপক্ক আহাররাশিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কুক্ষির একদেশে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক, সহসা আহাররাশিকে বিষ্টব্ধ করে, অথবা উর্দ্ধ (মুখ) ও অধঃ (গুহ্য) মার্গদ্বারা নিঃসারিত করে, এবং তাহারা প্রত্যেকে সেই অতি-ভোজনকারী ব্যক্তির এইসমস্ত পৃথক্ পৃথক্ বিকার উৎপাদন করে। যথা,—শূল, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, অগ্নিবৈষম্য, সিরাকুঞ্চন, ও স্তব্ধতা, এই সমস্ত বিকার বায়ু-কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। জ্বর, অতিসার, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, ভ্রম ও প্রলাপ, এই সকল

বিকার পিত্তকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। এবং বমন, অরুচি, অপরিপাক, শীতজ্বর, আলস্য ও দেহগুরুত্ব, এই সমস্ত বিকার শ্লেষ্মকর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ন খলু কেবলমতিমাত্রমেবাহাররাশিমামপ্রদোষকারণমিচ্ছন্তি। অপি তু খলু গুরুরুক্ষশীতশুষ্কবিষ্টম্ভিবিদাহ্যশুচিবিরুদ্ধানামকালেঽন্নপানানা-মুপসেবনং, কামক্রোধলোভমোহের্ষ্যাহ্রীশোকমানোদ্বেগভয়োপতপ্তমনসা বা যদন্নপানমুপযুজ্যতে তদপ্যামমেব প্রদূষয়তি।

কেবল অতিমাত্র আহাররাশিই যে আমদোষ-প্রকোপের কারণ, তাহা নহে। গুরু-পাক, রুক্ষ, শীতল, শুষ্ক, বিষ্টম্ভি, বিদাহী, অপরিষ্কৃত ও বিরুদ্ধ অন্নের ভোজন, অসময়ে অন্নপান সেবন, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অভিমান, উদ্বেগ ও ভয়দ্বারা উপতপ্ত চিত্তে যে অন্নপান আহার করা যায়, তাহাও আমদোষ জন্মাইয়া থাকে।

ভবতি চাত্র

মাত্রয়াপ্যভ্যবহৃতং পথ্যং চান্নং ন জীর্য্যতি।
চিন্তাশোকভয়ক্রোধদুঃখমোহপ্রজাগরৈঃ॥

উপযুক্ত মাত্রায় সুপথ্য অন্ন আহার করিলেও, চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, দুঃখ, মোহ ও রাত্রিজাগরণ দ্বারা তাহা জীর্ণ হয় না।

তং দ্বিবিধমামপ্রদোষমাচক্ষতে ভিষজো বিসূচিকামলসঞ্চ। তত্র বিসূচিকামূর্দ্ধঞ্চাধশ্চ প্রবৃত্তামদোষাং যথোক্তরূপাং বিদ্যাৎ। অলসক-মুপদেক্ষ্যামঃ। দুর্ব্বলস্যাল্পাগ্নের্বহুশ্লেষ্মণো বাতমূত্রপুরীষবেগবিধারিণঃ স্থিরগুরুবহুরুক্ষশীতশুষ্কান্নসেবিনস্তদন্নপানমনিলপ্রপীড়িতং শ্লেষ্মণা চ বিবদ্ধমার্গমতিমাত্রপ্রলীনমলসত্বান্ন বহির্মুখীভবতি। ততশ্ছর্দ্দ্যতীসার-বর্জ্যান্যামপ্রদোষলিঙ্গান্যভিদর্শয়ত্যতিমাত্রাণি।

সেই আমদোষ দ্বিবিধ বলিয়া চিকিৎসকগণ ব্যাখ্যা করেন। যথা বিসূচিকা ও অলসক। যাহাতে অপক্ক অন্ন ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা নির্গত হয় অর্থাৎ ভেদ বমি হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত শূল আনাহ প্রভৃতি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়, তাহাকে বিসূচিকা বলিয়া জানিবে। অলসকের লক্ষণ উপদেশ করিতেছি। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, অল্পাগ্নি, বহুশ্লেষ্মান্বিত, বাত-মূত্র-পুরীষের বেগধারণকারী, এবং কঠিন গুরুপাক বহুপরিমিত রুক্ষ শীতল ও শুষ্ক অন্ন ভোজন করে, তাহার ভুক্ত অন্নপান বায়ুকর্ত্তৃক পীড়িত এবং শ্লেষ্মকর্ত্তৃক রুদ্ধমার্গ ও অতিমাত্র প্রলীন হইয়া, অলসত্ব হেতু বহির্গত হইতে পারে না। সেই জন্য বমন ও ভেদ ব্যতীত অন্যান্য আমদোষের লক্ষণসমূহ অতিমাত্রায় প্রদর্শন করে।

অতিমাত্রপ্রদুষ্টাশ্চ দোষাঃ প্রদুষ্টামবদ্ধমার্গাস্তির্য্যগ্ গচ্ছন্তঃ কদাচি-দেব কেবলমস্য শরীরং দণ্ডবৎ স্তম্ভয়ন্ত্যতস্তমলসকমসাধ্যং ব্রুবতে। বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণাশনশীলিনঃ পুনরেবং দোষমামবিষমিত্যাচক্ষতে ভিষজো বিষসদৃশলিঙ্গত্বাৎ। তৎ পরমসাধ্যমাশুকারিত্বাদ্ বিরুদ্ধোপক্রমত্বাচ্চেতি।

অতিমাত্র দুষ্ট বাতাদি দোষসমূহ, দূষিত আমদ্বারা রুদ্ধমার্গ হইয়া তির্য্যগ্‌দিকে সঞ্চরণ করিলে, কদাচিৎ তাহার সমস্ত শরীর দণ্ডবৎ স্তম্ভিত করে। এইরূপ অবস্থাপন্ন অলসককে অসাধ্য বলা হয়। বিরুদ্ধ অন্নভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, ও অপক্ক-অন্নভোজনশীল ব্যক্তির এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট আমদোষকে বিষবৎ মারকলক্ষণের জন্য চিকিৎসকগণ আমবিষ বলিয়া বর্ণন করেন। এই রোগ আশু বিপজ্জনক ও বিরুদ্ধ-চিকিৎস্য, এইজন্য ইহা অত্যন্ত অসাধ্য।

তত্র সাধ্যমামং প্রদুষ্টমলসীভূতমুল্লেখয়েদাদৌ পায়য়িত্বা সলবণমুষ্ণং বারি। ততশ্ছেদনবর্ত্তিপ্রণিধানাভ্যামুপাচরেদুপবাসযেচ্চৈনম্। বিসূচিকায়াস্তু লঙ্ঘনমেবাগ্রে বিরিক্তবচ্চানুপূর্ব্বী।

যে অলসীভূত প্রদুষ্ট আমদোষ সাধ্য, তাহাতে প্রথমেই লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল পান করাইয়া বমন করাইবে। তৎপরে শ্লেষ্মছেদক ঔষধ ও গুহ্যদ্বারে বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে, এবং রোগীকে উপবাস করাইবে। বিসূচিকারোগে প্রথমেই উপবাস করাইবে। তাহার পর বিরিক্তের ন্যায় চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে।

আমপ্রদোষেষু ত্বন্নকালে জীর্ণাহারং পুনর্দোষাবলিপ্তামাশয়ং স্তিমিত-গুরুকোষ্ঠমনন্নাভিলাষিণমভিসমীক্ষ্য পায়য়েদ্দোষশেষপাচনার্থমৌষধমগ্নি-সন্ধুক্ষণার্থঞ্চ। নত্বেবাজীর্ণাশনম্। আমপ্রদোষদুর্ব্বলো হ্যগ্নির্ন যুগপদ্দোষ-মৌষধমাহারজাতঞ্চ শক্তঃ পক্তুং। অপিচামপ্রদোষাহারৌষধ-বিভ্রমো-হতিবলত্বাদুপরতকায়াগ্নিং সহসৈবাতুরমবলমতিপাতয়েৎ। আমপ্রদোষ-জানাং পুনর্বিকারাণামপতর্পণেনৈবোপরমো ভবতি। সতি ত্বনুবন্ধে কৃতাপতর্পণানাং ব্যাধীনাং নিগ্রহে নিমিত্তবিপরীতমপাস্যৌষধমাতঙ্কবিপ-রীতমেবাবচারয়েদ্ যথাস্বং।

আমদোষে অন্নদান কালে, রোগীর পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলেও যদি আমাশয় দোষলিপ্ত থাকে, উদর স্তিমিত ও গুরু (ভার) হইয়া থাকে, এবং ভোজনে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে তাহাকে অবশিষ্ট দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তিসাধন জন্য বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঐরূপ অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন করিতে দিবে না। যেহেতু আমদোষদুর্ব্বল জঠরাগ্নি, দোষ ও আহারসমূহ যুগপৎ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না; এবং আমদোষ, আহার, ও ঔষধের একত্র মিলন জন্য প্রবল বিভ্রম উপস্থিত হইয়া, নষ্টাগ্নি ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। উপবাস দ্বারাই আমদোষজ বিকারসমূহের নিবারণ হয়; কিন্তু উপযুক্ত উপবাসের পরেও আমদোষের অনুবন্ধ থাকিলে, সেইসকল ব্যাধির নিবারণ জন্য নিদান-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, ব্যাধিবিপরীত ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্ববিকারাণামপি চ নিগ্রহে হেতুব্যাধিবিপরীতমৌষধমিচ্ছন্তি কুশলাস্তদর্থকারি বা। অনুদ্রিক্তামপ্রদোষস্য পুনঃ পরিপক্কদোষস্য দীপ্তে চাগ্নাবভ্যঞ্জনাস্থাপনানুবাসনং বিধিবৎ স্নেহপানঞ্চ যুক্ত্যা প্রযোজ্যং প্রসমীক্ষ্য দোষদেশভেষজকালবলশরীরাহারসাত্ম্যসত্ত্বপ্রকৃতিবয়সামবস্থা-ন্তরাণি বিকারাংশ্চ সম্যগিতি।

পণ্ডিতগণ সকলরোগেরই শান্তির জন্য, হেতুবিপরীত, ব্যাধিবিপরীত, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত, অথবা হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত-কার্য্যকারক ঔষধ ব্যবস্থা করেন। আমদোষের অপ্রবল অবস্থায় অথবা দোষের পরিপক্ক অবস্থায় অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, দোষ, দেশ, ঔষধ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য, সত্ব, প্রকৃতি, ও বয়সের অবস্থান্তর, এবং রোগের অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, অভ্যঞ্জন, আস্থাপন, ও অনুবাসন ক্রিয়া, যথাবিধি ও যথাযুক্তি প্রয়োগ করিবে।

ভবতি চাত্র

অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ঞ্চ ক্ব বিপচ্যতে।
এতৎ ত্বাং ধীর পৃচ্ছামস্তন্ন আচক্ষ বুদ্ধিমন্॥
ইত্যগ্নিবেশপ্রমুখৈঃ শিষ্যৈঃ পৃষ্টঃ পুনর্ব্বসুঃ।
আচচক্ষে ততস্তেভ্যো যত্রাহারো বিপচ্যতে॥
নাভিস্তনান্তরং জন্তোরামাশয় ইতি স্মৃতঃ।
অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ঞ্চাত্র বিপচ্যতে॥
আমাশয়গতঃ পাকমাহারঃ প্রাপ্য কেবলম্।
পক্কঃ সর্ব্বাশয়ং পশ্চাদ্ ধমনীভিঃ প্রপদ্যতে॥

হে ধীর বুদ্ধিমন্! অশিত, খাদিত, পীত ও লীঢ় এই চতুর্ব্বিধ আহার, শরীরের কোন্ স্থানে পরিপাক হয়, ইহাই আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি। অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, পুনর্ব্বসু তাঁহাদিগকে যেখানে আহার পরিপাক হয় তাহা বলিতে লাগিলেন। নাভি ও স্তন এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আমাশয় কহে। অশিত খাদিত পীত ও লীঢ়, এই চতুর্ব্বিধ আহার সেই আমাশয়ে পরিপাক হয়। আহার আমাশয়গত হইয়া, সেইখানে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, পরে সেই পক্ক রস ধমনী-পথ দ্বারা সমুদায় ধাত্বাশয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে।

তত্র শ্লোকৌ

তস্য মাত্রাবতো লিঙ্গং ফলঞ্চোক্তং যথাযথম্।
অমাত্রস্য তথা লিঙ্গং ফলঞ্চোক্তং বিভাগশঃ॥
আহারবিধ্যায়তনানি চাষ্টৌ সম্যক্ পরীক্ষ্যাত্মহিতং বিদধ্যাৎ।
অন্যশ্চ যঃ কশ্চিদিহাস্তি মার্গো হিতোপযোগেষু ভজেত তঞ্চ॥

এই অধ্যায়োক্ত মাত্রাবান্ আহারের যথাযথ লক্ষণ ও ফল, মাত্রাহীন আহারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও ফল, এবং অষ্টবিধ আহারবিধি-বিশেষায়তন, সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, আত্মহিতকর আহার সেবন করিবে। এবং হিতসেবন বিষয়ে অন্য যে কোন উপায় বিহিত আছে, তৎসমুদায়েরও সেবা করিবে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে ত্রিবিধকুক্ষীয়-
বিমানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে ত্রিবিধকুক্ষীয় বিমান নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো জনপদোদ্ধ্বংসনীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা জনপদোদ্ধ্বংসনীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

জনপদমণ্ডলে পঞ্চালক্ষেত্রে দ্বিজাতিবরাধ্যুষিতে কাম্পিল্যরাজধান্যাং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়োঽন্তেবাসিগণ-পরিবৃতঃ পশ্চিমে ঘর্ম্মমাসে গঙ্গাতীরে বনবিচারমনুবিচরন্ শিষ্যমগ্নিবেশমব্রবীৎ। দৃশ্যন্তে হি খলু সৌম্য নক্ষত্রগ্রহগণচন্দ্রসূর্য্যানিলানলানাং দিশাঞ্চ প্রকৃতিভূতানাম্ঋতুবৈকারিকা ভাবাঃ। অচিরাদিতো ভূরপি ন যথাবদ্রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবমোষধীনাং প্রতিবিধাস্যতি তদ্বিয়োগাচ্চাতঙ্কপ্রায়তা নিয়তা। তস্মাৎ প্রাগুদ্ধ্বংসাৎ প্রাক্চ ভূমের্বিরসীভাবাদুদ্ধর সৌম্য ভৈষজ্যানি যাবন্নোপহতরসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানি। বয়ঞ্চৈষাং রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানুপযোক্ষ্যামহে যে চাস্মানুকাঙ্ক্ষন্তি যাংশ্চ বয়মনুকাঙ্ক্ষামঃ। নহি সম্যগুদ্ধৃতেষু সৌম্য ভৈষজ্যেষু সম্যগ্ বিহিতেষু সম্যক্চাবচারিতেষু জনপদোদ্ধ্বংসকরাণাং বিকারাণাং কিঞ্চিৎ প্রতীকারগৌরবং ভবতি।

বহুজনপদপূর্ণ ও ব্রাহ্মণপ্রধান পঞ্চালদেশে কাম্পিল্যনামক রাজধানীতে, ভগবান্ আত্রেয় পুনর্ব্বসু, শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া, গ্রীষ্মঋতুর শেষ মাসে (আষাঢ় মাসে) গঙ্গাতীরে বনভ্রমণ করিতে করিতে, শিষ্য অগ্নিবেশকে বলিয়াছিলেন;—হে সৌম্য! প্রকৃতিভূত নক্ষত্র গ্রহগণ চন্দ্র সূর্য্য বায়ু ও অগ্নির এবং দিক্‌সমূহের ঋতুবৈকারিক অবস্থা লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং এই ভূমিভাগও অচিরে ওষধিসমূহের রস বীর্য্য বিপাক প্রভাবাদি যথাযথরূপে প্রতিবিধান করিবে না। ওষধিসমূহের প্রাকৃত রসাদির অভাব হইলে, নিশ্চয়ই রোগবাহুল্য ঘটিবে। অতএব হে সৌম্য! জনপদোদ্ধ্বংসের এবং ভূমির বিরসভাবের পূর্ব্বেই, যে পর্য্যন্ত ঔষধসমূহের রস বীর্য্য বিপাক ও প্রভাব উপহত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঔষধ সকল সংগ্রহ কর। কারণ যেসকল ব্যক্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং আমরাও যাহাদের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, সেইসমস্ত ব্যক্তিকে আমারা অনুপহত রস-বীর্য্য-বিপাক-প্রভাববিশিষ্ট ঔষধ সকলই প্রয়োগ করিব। হে সৌম্য! ঔষধ উপযুক্তসময়ে উদ্ধৃত হইলে, সম্যক্ সংস্কৃত হইলে, এবং সম্যক্ রক্ষিত হইলে, জনপদোদ্ধ্বংসকর বিকারসমূহের প্রতীকারগৌরব হইবে না, অর্থাৎ অনায়াসেই সেইসকল বিকারের প্রতীকার করা যাইবে।

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ, উদ্ধৃতানি খলু ভগবন্ ভৈষজ্যানি সম্যগ্ বিহিতানিচ সম্যগবচারিতানি চ। অপিতু খলু জনপদোদ্ধ্বংসনমেকেনৈব ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহারদেহবলসাত্ম্যসত্ত্ববয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ ভবতি।

ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে, অগ্নিবেশ কহিলেন,—হে ভগবন্! ঔষধ সকল যথাকালেই উদ্ধৃত এবং সম্যক্ সংস্কৃত ও সম্যক্ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি আহার দেহ বল সাত্ম্য সত্ত্ব ও বয়সবিশিষ্ট মনুষ্যগণের একপ্রকার রোগ দ্বারা একসময়ে জনপদোদ্ধংস কেন হয়?

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ, এবমসামান্যবক্তামপ্যেভিরগ্নিবেশ প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাস্ত্বদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্ব্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যা জনপদেষু ভবন্তি, তদ্যথা বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন;—হে অগ্নিবেশ! মনুষ্যগণ প্রকৃত্যাদি ভাবদ্বারা এইরূপ অসমান হইলেও, অন্যান্য যেসকল বিষয়ের সমানতা আছে, তাহাদেরই বৈগুণ্যবশতঃ সমানকালে সমান-লক্ষণযুক্ত ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হইয়া, জনপদের ধ্বংস করিয়া থাকে; জনপদে এই সকল বিষয়ের সমানতা থাকে; যথা—বায়ু, জল, দেশ ও কাল।

তত্র বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্যথা—ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতিচলমতিপরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতিরুক্ষমত্যভিষ্যন্দিনমতিভৈরবারাবমতিপ্রতিহত-পরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি।

তন্মধ্যে বায়ু এইরূপ হইলে, তাহা পীড়াজনক বলিয়া জানিবে। যথা,- ঋতুবিষম অর্থাৎ যে ঋতুতে যেরূপ বায়ু হওয়া উচিত তাহার অন্যথা গুণযুক্ত, অতিস্তিমিত (অতিশয় আর্দ্রবৎ), অতিশয় গতিশীল, অতি পরুষ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতিশয় অভিষ্যন্দী, অতি ভীষণ ধ্বনিবিশিষ্ট, অত্যন্ত পরস্পর প্রতিহতগতি, অতি ঘূর্ণিত, এবং অসাত্ম্যকারী গন্ধ বাষ্প সিকতা ধূলি ও ধূম দ্বারা উপহত।

উদকং খল্বত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্ত-জলচর-বিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরঞ্চাপগতগুণং বিদ্যাৎ।

জল যদি অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ বর্ণ রস ও স্পর্শবিশিষ্ট হয়, ক্লেদবহুল হয়, জলাশয়ে জলচর পক্ষী বিচরণ না করে, এবং জল যদি অপ্রীতিকর হয়, তবে সেই জল গুণহীন অর্থাৎ পীড়াকর বলিয়া জানিবে।

দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতবর্ণগন্ধরসস্পর্শং ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপব্যালমশকশলভমক্ষিকামূষিকোলূক-শ্বাশানিকশকুনিজম্বুকাদিভিস্তৃণোলুপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলমপূর্ব্ববদবপতিতশুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনঞ্চ প্রধ্মাতপতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদ্ভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগপক্ষিসঙ্ঘমুৎসৃষ্টনষ্টধর্ম্মসত্যলজ্জাচারশীলগুণজনপদং শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পং চ প্রাতিভয়াবারূপম্ রুক্ষতাম্রারুণ-

সিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকমভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকাচরিতমিবাক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ।

যে দেশের স্বাভাবিক বর্ণ গন্ধ রস ও স্পর্শ বিকৃত হইয়া যায়, যে দেশ ক্লেদবহুল হয়; সরীসৃপ, হিংস্র জন্তু, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, পেচক, কাক, শকুনি প্রভৃতি শ্মশানিক পক্ষী ও শৃগালাদি যেখানে অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়; তৃণ উলুবন লতা গুল্মাদি দ্বারা যে দেশ ব্যাপ্ত হইয়া যায়, যে দেশের শস্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ না থাকিয়া শুষ্ক বা নষ্ট হইয়া যায়, যেখানে বায়ু ধূম্রবৎ লক্ষিত হয়, পক্ষিগণ নিয়ত শব্দ করে, কুক্কুরগণ উচ্চৈঃস্বরে কাতরধ্বনি করে, বিবিধ পশু-পক্ষিগণ উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যথিত হয়, জনপদবাসিগণের ধর্ম্ম সত্য লজ্জা আচার ও শৌচতা প্রভৃতি গুণ উৎসৃষ্ট বা নষ্ট হইয়া যায়, জলাশয়সমূহ নিরন্তর ক্ষুভিত ও উচ্ছলিত হয়, বারংবার উল্কাপাত, বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্প হয়, ভয়ঙ্কর দুর্নিবার মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়; সূর্য্য চন্দ্র ও তারকাসকল রুক্ষ তাম্র অরুণ বা শ্বেত বর্ণ মেঘজালে আবৃত হয়, এবং দেশ যেন বিত্রস্ত, উদ্বিগ্ন, ত্রস্ত, রুদিত, অন্ধকারাবৃত, পিশাচপরিবৃত ও রোদন-শব্দবহুল বোধ হয়; সেই দেশ অনিষ্টকর বলিয়া জানিবে।

কালস্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্ বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতমেব ব্যবস্যেৎ।

কাল যদি নির্দ্দিষ্ট ঋতুলক্ষণের বিপরীত-লক্ষণযুক্ত হয়, অথবা সেই ঋতুলক্ষণ যদি অত্যধিক বা অতি অল্প লক্ষিত হয়, তবে সেই কাল অহিতকর বুঝিবে।

ইমানেবংদোষযুক্তাংশ্চতুরোভাবান্ জনপদোদ্ধ্বংসকরান্ বদন্তি কুশলাঃ। অতোঽন্যথাভূতাংস্তু হিতানাচক্ষতে। বিগুণেষ্বপিতু খলু জনপদোদ্ধ্বংসকরেষু ভাবেষু ভেষজেনৈবোপপাদ্যমানানামভয়ং ভবতি রোগেভ্য ইতি।

উক্তরূপ দোষযুক্ত বায়ু জল দেশ ও কাল এই চারিটি বিষয়কে জনপদোদ্ধ্বংসকারক বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণন করেন। এবং তাহার অন্যথাগুণযুক্ত দেশ ও কালকে হিতকর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জনপদোদ্ধ্বংসকারক বাতাদি ভাবসমূহ বিগুণ হইলেও, উপযুক্ত ঔষধদ্বারা প্রতিকার হইলে, দূষিত-বাতাদিজনিত রোগসমূহ হইতে নির্ভয় থাকিতে পারা যায়।

ভবন্তি চাত্র

বৈগুণ্যমুপপন্নানাং দেশকালানিলাম্ভসাম্।
গরীয়স্ত্বং বিশেষেণ হেতুমৎসু প্রচক্ষতে॥
বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালং স্বভাবতঃ।
বিদ্যাদপরিহার্য্যত্বাদ্ গরীয়ঃ পরমার্থবিৎ॥
বায্বাদিষু যথোক্তানাং দোষাণাস্তু বিশেষবিৎ।
প্রতিকারস্য সৌকর্য্যে বিদ্যাল্লাঘবলক্ষণম্॥

চতুর্ষ্বপি তু দুষ্টেষু কালান্তেষু যদা নরাঃ।
ভেষজেনোপপাদ্যন্তে ন ভবন্ত্যাতুরাস্তদা॥

জনপদোদ্ধংসকারক কারণসমূহের মধ্যে, বৈগুণ্যপ্রাপ্ত দেশ কাল বায়ু ও জল এই চারিটিই গুরুতর কারণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। ইহাদের মধ্যেও আবার স্বাভাবিক অপরিহার্য্যতা অনুসারে, বায়ু অপেক্ষা জল, জল অপেক্ষা দেশ, এবং দেশ অপেক্ষা কাল গুরুতর কারণ বলিয়া জানিবে। বায়ু প্রভৃতির যথোক্ত দোষসমূহ বিশেষরূপে অবগত হইয়া, প্রতিকারের সুবিধার জন্য তাহাদের লাঘব লক্ষণও জানা আবশ্যক। বায়ু হইতে কাল পর্য্যন্ত চারিটি পদার্থই যখন দূষিত হয়, তৎকালে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হইলে, মনুষ্যগণকে রোগাক্রান্ত হইতে হয় না।

যেষাং ন মৃত্যুসামান্যং সামান্যং নচ কর্ম্মণাম্।
কর্ম্ম পঞ্চবিধং তেষাং ভেষজং পরমুচ্যতে॥
রসায়নানাং বিধিবচ্চোপযোগঃ প্রশস্যতে।
শস্যতে দেহবৃত্তিশ্চ ভেষজৈঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃতৈঃ॥

যাহাদের মৃত্যুকাল সমান নহে, এবং যাহাদের মৃত্যুজনক কর্ম্মসমূহও একরূপ নহে, তাহাদের পক্ষে বমন-বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এবং যথানিয়মে রসায়নপ্রয়োগ তাহাদের প্রশস্ত, পূর্ব্বসংগৃহীত ঔষধ দ্বারা দেহরক্ষাও তাহাদেব হিতকর কার্য্য।

সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবতার্চ্চনম্।
সদ্বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমো গুপ্তিরাত্মনঃ॥
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥
সংকথা ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্।
ধার্ম্মিকৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ॥
ইত্যেতদ্ ভেষজং প্রোক্তমায়ুষঃ পরিপালনম্।
যেষামনিয়তো মৃত্যুস্তস্মিন্ কালে সুদারুণে॥

সত্যপরায়ণতা, সর্ব্বভূতে দয়া, দান, পূজোপহার, দেবতার্চ্চনা, সদ্বৃত্তের অনুশীলন, শান্তি-অবলম্বন, আত্মরক্ষা, এবং নির্দ্দোষ জনপদে বাস, এই সমস্ত কার্য্য হিতকর। ব্রহ্মচর্য্যপালন, ব্রহ্মচারীর সেবা, জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলাপ, এবং সাত্ত্বিক ও ধার্ম্মিক প্রবীণ ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস, এই সমস্ত বিষয়ই, যাহাদের সেই নিদারুণ কালে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ।

ইতি শ্রুত্বা জনপদোদ্ধ্বংসনে কারণানি পুনশ্চাপি ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ; অথ ভগবন্ কুতো মূলমেষাং বায্বাদীনাং বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে যেনোপপন্না জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তীতি।

জনপদোদ্ধংসবিষয়ে এইসমস্ত কারণ অবগত হইয়া, অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার ভগবান আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ; হে ভগবন্! বায়ু প্রভৃতির যে বিগুণতা দ্বারা জনপদ ধ্বংস হয় ; সেই বৈগুণ্যের কারণ কি ?

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ ; সর্ব্বেষাম্প্যগ্নিবেশ বায্বাদীনাং বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে যত্তস্য মূলমধর্ম্মঃ। তন্মূলঞ্চাসৎ কর্ম্ম পূর্ব্বকৃতং, তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব। তদ্যথা যদা বৈ দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্যাধর্ম্মেণ প্রজাং প্রবর্ত্তয়ন্তি, তদাশ্রিতোপাশ্রিতাঃ পৌরজনপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি। ততঃ সোঽধর্ম্মঃ প্রসভং ধর্ম্মমন্তর্দ্ধত্তে ততস্তেঽন্তর্হিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরপি ত্যজ্যন্তে। তেষাং তথাবিধান্তর্হিতধর্ম্মাণামধর্ম্মপ্রধানানামপক্রান্তদেবতানামৃতবো ব্যাপদ্যন্তে। তেনাপোঽযথাকালং দেবো বর্ষতি ন বা বর্ষতি বিকৃতং বা বর্ষতি, বাতা ন সম্যগভিবান্তি, ক্ষিতির্বাপদ্যতে, সলিলান্যুপশুষ্যন্তি, ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায়াপদ্যন্তে বিকৃতিং, তত উদ্ধ্বংসন্তে জনপদাঃ স্পর্শাভ্যবহার্য্যদোষাৎ।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে অগ্নিবেশ! বায়ুপ্রভৃতি সকল পদার্থেরই যে বিগুণতা উপস্থিত হয়, তাহার কারণ অধর্ম্ম ; সেই অধর্ম্মের কারণ পূর্ব্বজন্মকৃত অসৎ কর্ম্ম ; এবং সেই অধর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ। যখন দেশ নগর নিগম ও জনপদের প্রধান ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক অধর্ম্মদ্বারা প্রজাপালন করেন, তখন তাঁহাদের আশ্রিত-উপাশ্রিত পৌর ও জনপদবর্গ এবং ব্যবহারজীবিগণ (উকিল-মোক্তার) সেই অধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেই অধর্ম্মের জন্য শীঘ্রই সেদেশ হইতে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয় ; সুতরাং দেবতাগণও সেই ধর্ম্মহীন দেশবাসিগণকে পরিত্যাগ করেন। এইরূপে ধর্ম্মশূন্য, অধর্ম্মপ্রধান ও দেবতাপরিত্যক্ত দেশবাসিগণের সম্বন্ধে ঋতুসমূহ বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য দেবতাগণ যথাসময়ে বর্ষণ করেন না, অথবা একেবারেই বর্ষণ করেন না, কিংবা বিকৃত বৃষ্টির বর্ষণ করেন ; বায়ু সম্যক্‌রূপে প্রবাহিত হয় না, ভূমি বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, জল শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ওষধিসকল স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্পর্শ ও পানাহারের দোষে জনপদ ধ্বংস হইয়া যায়।

তথা শস্ত্রপ্রভবস্যাপি জনপদোদ্ধ্বংসস্যাধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। যেঽতিপ্রবৃদ্ধলোভক্রোধমানাস্তে দুর্ব্বলানবমত্যাত্মস্বজনপরোপঘাতায় শস্ত্রেণ পরস্পরমভিক্রামন্তি, পরান্ বাভিক্রামন্তি পরৈর্বাভিক্রম্যন্তে রক্ষোগণাদিভির্ব্বা বিবিধভূতসংজ্ঞৈস্তমধর্ম্মমন্যদ্বাপ্যপচারান্তরমুপলভ্যাভিহন্যন্তে।

আবার শস্ত্রপ্রভব অর্থাৎ যুদ্ধাদিজন্য যে জনপদোদ্ধংস হয়, তাহারও কারণ অধর্ম্ম। যাহাদের লোভ ক্রোধ ও অভিমান অতিশয় বৃদ্ধি পায়, তাহারা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, আত্মীয় স্বজন ও পরের উপঘাতের জন্য পরস্পর শস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অথবা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন রক্ষোগণাদি এবং বিবিধ ভূতসমূহও, সেই অধর্ম্ম বা অন্য কোন অপচার দেখিয়া, সেই সকল ব্যক্তিকে হনন করে।

তথাভিশাপ-প্রভবস্যাপ্যধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। যে লুপ্তধর্ম্মাণো ধর্ম্মাদপেতাস্তে গুরুবৃদ্ধসিদ্ধর্ষিপূজ্যানবমত্যাহিতান্যাচরন্তি। ততস্তাঃ প্রজা গুর্ব্বাদিভিরভিশপ্তা ভস্মতামুপযান্তি। প্রাগপ্যভূদনেকপুরুষকুল-বিনাশায়। নিয়তপ্রত্যয়োপলম্ভান্নিয়তাশ্চ পরেঽনিয়তপ্রত্যয়োপলম্ভাদ-নিয়তাশ্চ পরে। প্রাগপি চাধর্ম্মাদৃতে নাশুভোৎপত্তিরন্যতোঽভূৎ।

অভিশাপ হইতে যে জনোপঘাতোদ্ধংস হয়, তাহারও মূল কারণ অধর্ম্ম। যাহারা অকৃতধর্ম্ম বা ধর্ম্মচ্যুত, তাহারা, গুরু বৃদ্ধ সিদ্ধ ঋষি প্রভৃতি পূজ্যগণকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের অহিত আচরণ করে। তজ্জন্য সেইসকল ব্যক্তিগণ গুরুজনাদি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হয়। পূর্ব্বকালেও অনেক পুরুষের কুলবিনাশের জন্য এইরূপ অভিশাপ প্রদত্ত হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট কারণ দেখিয়া অনেক অশুভেরই অবশ্যম্ভাবিতা নিশ্চয় করা যায়, আবার অনেক অশুভের কারণ নিশ্চয় না হওয়ায়, অশুভবিশেষও নিশ্চয় করা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বকালেও কখন অধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কারণে অশুভের উৎপত্তি হয় নাই।

আদিকালে হ্যদিতিসুতসমৌজসোঽতিবিমলবিপুলপ্রভাবাঃ প্রত্যক্ষ-দেবর্ষিধর্ম্মযজ্ঞবিধিবিধানাঃ শৈলসারসংহতস্থিরশরীরাঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়াঃ পবনসমবলজবপরাক্রমাশ্চারুস্ফিচোঽভিরূপপ্রমাণাকৃতিপ্রসাদোপচয়বন্তঃ সত্যার্জবানৃশংস্যদানদমনিয়মতপউপবাসব্রহ্মচর্য্যব্রতপরা ব্যপগতভয়রাগ-দ্বেষমোহলোভক্রোধশোকমান--রোগনিদ্রাতন্দ্রাশ্রমক্লমালস্য--পরিগ্রহাশ্চ পুরুষা বভূবুরমিতায়ুষঃ। তেষামুদারসত্বগুণৈঃ কর্ম্মণাং ধর্ম্মাণামচিন্ত্যত্বাৎ রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবগুণসমুদিতানি প্রাদুর্বভূবুঃ শস্যানি সর্ব্বগুণসমুদিত-ত্বাৎ পৃথিব্যাদীনাং কৃতযুগস্যাদৌ।

আদিকালে অর্থাৎ সত্যযুগে মনুষ্যগণ দেবগণসদৃশ ওজস্বী এবং অতিবিপুল-প্রভাবশালী ছিলেন। সাক্ষাৎ দেব-মহর্ষির ন্যায় তাঁহারা ধর্ম্ম ও যজ্ঞবিধি সকল প্রতিপালন করিতেন। তাঁহাদের শরীর পর্ব্বতের ন্যায় সংহত ও সুদৃঢ় ছিল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন ছিল, পবনের ন্যায় বল গতি ও পরাক্রম ছিল, স্ফিক্ (পাছা) অতি সুন্দর ছিল, দেহের পরিমাণ আকৃতি প্রসন্নতা ও পুষ্টি যথোপযুক্ত ছিল। তাঁহারা সত্য অনৃশংসতা সরলতা দান দম নিয়ম তপ উপবাস ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের ভয়, অনুরাগ দ্বেষ, মোহ, লোভ, ক্রোধ, শোক, অভিমান, রোগ, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, আলস্য ও প্রতিগ্রহ-দোষ ছিল না, এবং তাঁহারা অপরিমিতায়ুঃ ছিলেন। তাঁহাদের উদার-সত্বগুণে ধর্ম্মকর্ম্মের অচিন্ত্য প্রভাবহেতু এবং পৃথিব্যাদির সর্ব্বগুণসম্পন্নতা জন্য সত্যযুগের আদিতে শস্যসকলও রস-বীর্য্য-বিপাক-প্রভাব-গুণসম্পন্ন হইয়া উৎপন্ন হইত।

ভ্রশ্যতি তু কৃতযুগে কেষাঞ্চিদত্যাদানাৎ সাম্পন্নিকানাং শরীরগৌর-বমাসীৎ। সত্বানাং গৌরবাৎ শ্রমঃ শ্রমাদালস্যমালস্যাৎ সঞ্চয়ঃ সঞ্চয়াৎ পরিগ্রহঃ পরিগ্রহাল্লোভঃ প্রাদুরাসীৎ কৃতে। ততস্ত্রেতায়াস্তু লোভা-

দ।ভদ্রোহোঽভিদ্রোহাদনৃতবচনমনৃতবচনাৎ কামক্রোধমানদ্বেষপারুষ্যা-ভিঘাতভয়তাপশোকচিন্তোদ্বেগাদয়ঃ প্রবৃত্তাঃ। ততস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদো-ঽন্তর্দ্ধানমগমৎ। তস্যান্তর্দ্ধানাদ্ যুগবর্ষপ্রমাণস্য পাদহ্রাসঃ, পৃথিব্যাদে-র্গুণপাদপ্রণাশোঽভূৎ। তৎপ্রণাশকৃতশ্চ শস্যানাং স্নেহবৈমল্যরস-বীর্য্যবিপাকপ্রভাবগুণপাদভ্রংশঃ। ততস্তানি প্রজাশরীরাণি হীন-গুণপাদৈর্হীয়মানগুণৈশ্চাহারবিকারৈরযথাপূর্ব্বমুপষ্টভ্যমানাগ্নিমারুতপরী-তানি প্রাগ্ব্যাধিভির্জ্বরাদিভিরাক্রান্তান্যতঃ প্রাণিনো হ্রাসমবাপুরায়ুষঃ ক্রমশ ইতি।

সত্যযুগ গত হইবার সময়ে, কোন কোন ব্যক্তি ধনাদির অতিগ্রহণ জন্য সাম্পত্তিক হওয়ায়, তাঁহাদের শরীরের গুরুত্ব হইয়াছিল। শরীরের গুরুত্ববশতঃ শ্রান্তি, শ্রান্তিবোধ হইতে আলস্য, আলস্য হইতে ধনসঞ্চয়ে আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চয়েচ্ছা হইতে প্রতিগ্রহ, এবং প্রতিগ্রহ হইতে লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে, লোভ হইতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হইতে মিথ্যাকথা, এবং মিথ্যাকথা হইতে কাম, ক্রোধ, অভিমান, দ্বেষ, পরুষতা, অভিঘাত, ভয়, তাপ, শোক, চিন্তা ও উদ্বেগাদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তারপর ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হইলে, চতুষ্পাদ ধর্ম্মের একপাদ অন্তর্হিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের একপাদ অন্তর্হিত হওয়ায় সত্যযুগোক্ত বর্ষপরিমাণের এবং পৃথিব্যাদির গুণেরও একপাদ নষ্ট হইয়াছিল। পৃথিব্যাদির গুণপাদ নষ্ট হওয়ায়, শস্যসমূহেরও স্নেহ বিমলতা রস বীর্য্য বিপাক ও প্রভাবগুণের একপাদ ধ্বংস হইয়াছিল। সেই গুণপাদহীন এবং হীয়মানগুণ আহার দ্বারা প্রজাগণের অগ্নি ও বায়ু স্তব্ধীভূত এবং জরাদি-ব্যাধিকর্ত্তৃক শরীর আক্রান্ত হইয়াছিল; তজ্জন্য তাহাদের আয়ুও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

ভবতশ্চাত্র

যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে।
গুণপাদশ্চ ভূতানামেবং লোকঃ প্রলীয়তে॥
সম্বৎসরশতে পূর্ণে যাতি সম্বৎসরঃ ক্ষয়ম্।
দেহিনামায়ুষঃ কালে যত্র যন্মানমিষ্যতে॥

প্রতিযুগে ক্রমশঃ ধর্ম্মের এক এক পাদ হ্রাস হইতে থাকে, এবং তদনুসারে জীবগণের ও শস্যসমূহেরও এক এক পাদ গুণ নষ্ট হয়। এবং যেকালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগে প্রাণিগণের যেরূপ আয়ুঃপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই যুগের একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, আয়ুঃকালের এক বৎসর করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে (আয়ুঃপরিমাণ নিঃশেষ হইলে) লোকসকল প্রলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি বিকারাণাং প্রাগুৎপত্তিহেতুরুক্তো ভবতি। এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। কিন্নু খলু ভগবন্ নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং নবেতি। তং ভগবানুবাচ।

রোগসমূহের প্রথমোৎপত্তির কারণ কথিত হইল। ভগবান্ আত্রেয় এই কথা বলিলে, অগ্নিবেশ তাঁহাকে বলিলেন;—ভগবন্! সকল আয়ুই নির্দ্দিষ্টকাল পরিমিত কি না? ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন,—

ইহাগ্নিবেশ ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে।
দৈবে পুরুষকারেচ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পূর্ব্বদৈহিকম্।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্॥
বলাবলবিশেষোঽস্তি তয়োরপিচ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমম্॥
তয়োরুদারয়োর্যুক্তির্দীর্ঘস্য সসুখস্য চ;
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা॥
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্।
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যুপহন্যতে॥
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে।
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ॥
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ।
কিঞ্চিত্ত্বকালনিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে॥

হে অগ্নিবেশ! প্রাণিগণের আয়ুঃ যুক্তিকে অপেক্ষা করে। যেহেতু আয়ুর বলাবল দৈব ও পুরুষকারের উপর নির্ভর। পূর্ব্বজন্মের আত্মকৃত কর্ম্মের নাম দৈব, এবং ইহ জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম পুরুষকার। এই উভয় কর্ম্মেরও আবার বলাবলের পার্থক্য আছে। হীনকর্ম্ম, মধ্যমকর্ম্ম ও উত্তমকর্ম্ম ভেদে কর্ম্ম তিনপ্রকার নির্দ্দিষ্ট। উত্তম দৈবের সহিত উত্তম পুরুষকারের যোগই সুখান্বিত ও নিয়ত দীর্ঘ আয়ুর কারণ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ দুঃখান্বিত ও অনিয়ত অল্প আয়ুর কারণ ইতর যোগ, অর্থাৎ হীন দৈবের সহিত হীন পুরুষকারের সংযোগ। আর দৈব ও পুরুষকারের মধ্যম যোগ, মধ্যম আয়ুর কারণ। ইহার অপর কারণও বলিতেছি শুন। প্রবল পুরুষকার কর্ত্তৃক দুর্ব্বল দৈব বিনষ্ট হইয়া যায়; আবার প্রবল দৈব কর্ত্তৃকও দুর্ব্বল পুরুষকার বিনষ্ট হয়। ইহা দেখিয়াই কেহ কেহ আয়ুর পরিমাণ নিয়ত বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যয় দ্বারা অর্থাৎ উপদেশ প্রত্যক্ষ অনুমান ও যুক্তিদ্বারা ইহাও প্রতীত হয় যে, কোন মহৎ কর্ম্ম কালপরিণামে নিয়ত, আবার কোন মহৎ কর্ম্ম অনিয়তও হইয়া থাকে।

তস্মাদুভয়দৃষ্টত্বাত্তদেকান্তগ্রহণমসাধু। নিদর্শনমপি চাত্রোদাহরিষ্যামঃ। যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাত্তদায়ুষ্কামানাং ন মন্ত্রৌষধিমণি-মঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়ন-প্রণিপতনগমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযোজ্যেরন্। নোদ্‌ভ্রান্তচণ্ডচপলগোগজোষ্ট্রখরতুরগ-

মহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুর্ন প্রপাতগিরিবিষমদুর্গাম্বুবেগাস্তথা ন প্রমত্তোন্মত্তোদ্‌ভ্রান্তচণ্ডচপলমোহলোভাকুলমতয়ো নারয়ো ন প্রবৃদ্ধোঽগ্নির্ন চ বিবিধবিষাশ্রয়াঃ সরীসৃপোরগাদয়ো ন সাহসং নাদেশকালচর্য্যা ন চ নরেন্দ্রপ্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা নাভাবকরাঃ স্যুরায়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ। নচানভ্যস্তাকালমরণভয়নিবারকাণামকালমরণভয়মাগচ্ছেদেব প্রাণিনাম্। ব্যর্থাশ্চারম্ভকথাপ্রয়োগবুদ্ধয়ঃ স্যুঃ সর্ব্বেষাং মহর্ষীণাং রসায়নাধিকারে। নাপীন্দ্রো নিয়তায়ুষ্কং শক্রং বজ্রেণাভিহন্যাৎ নাশ্বিনাবেনং ভেষজেনোপাচরেতাং। ন বর্ষয়ো যথেষ্টমায়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুঃ। নচ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সসুরেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুরুপদিশেয়ুরাচরেয়ুর্ব্বা।

এই উভয়বিধই যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কোন বিষয়ে একান্তগ্রহণ অর্থাৎ আয়ুঃপরিমাণ নিয়ত বা অনিয়ত ইহার এক পক্ষ গ্রহণ উচিত নহে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তেরও উদাহরণ দিতেছি। যদি সকল আয়ুই নিয়ত-কালপ্রমাণ হয়; তাহা হইলে, আয়ুষ্কাম ব্যক্তিগণের মন্ত্র-ঔষধি-মণিধারণ, মঙ্গলাচরণ, বলি-উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত ও তীর্থগমনাদি ইষ্ট ক্রিয়াসমূহের কোনই প্রয়োজন হইত না। উদ্‌ভ্রান্ত প্রচণ্ড ও চঞ্চল, গো, গজ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব, ও মহিষাদির অথবা দুষ্ট বাতাদির পরিহারের কোনই আবশ্যক ছিল না। সকল আয়ু নিয়তকালপ্রমাণ হইলে, পর্ব্বতের উচ্চস্থান, গিরিবিষম দুর্গমস্থান, জলবেগ, এবং প্রমত্ত, উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, প্রচণ্ড, চঞ্চল, মোহাকুল, ও লোলুপচিত্ত ব্যক্তিগণ, শত্রুসমূহ, প্রবৃদ্ধ অগ্নি, বিবিধ বিষধর সর্পাদি সরীসৃপ, অতিসাহস, অস্থানে বা অসময়ে বিচরণ, ও রাজকোপাদি, এই সমস্ত বিষয়ও আয়ুর বিনাশকর হইত না। যাহারা অকালমৃত্যুর ভয়নিবারক কোন বিষয়ের সেবা করে না, তাহাদেরও অকালমৃত্যুর আশঙ্কা থাকিত না। রসায়নাধিকারে (অকালে মৃত্যুনিবারণজন্য) মহর্ষিগণের চিকিৎসাদি ক্রিয়ারম্ভ, উপদেশ ও প্রয়োগবুদ্ধি ব্যর্থ হইত। ইন্দ্রও বজ্রদ্বারা, নিয়তায়ুষ্ক শক্রর হনন করিতে পারিতেন না, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও ঔষধদ্বারা তাহার চিকিৎসা করিতেন না। ঋষিগণও তপস্যাদ্বারা অভিলাষানুরূপ আয়ু লাভ করিতে পারিতেন না। এবং সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ ও ইন্দ্রদেব আয়ুর্বর্দ্ধক (রসায়নাদি) বিষয়সমূহের অনুসন্ধান করিতেন না, উপদেশ দিতেন না, আচরণও করিতেন না।

অপিচ সর্ব্বচক্ষুষামেতৎ পরং যদ্দিব্যচক্ষুরিদঞ্চাপ্যস্মাকং তেন প্রত্যক্ষং, যথা পুরুষসহস্রাণামুত্থায়োত্থায়াহবকুর্ব্বতামকুর্ব্বতাঞ্চাতুল্যায়ুষ্ত্বম্। তথা জাতমাত্রাণামপ্রতিকারাৎ প্রতীকারাচ্চাবিষবিষপ্রাশিনাঞ্চাপ্যতুল্যায়ুষ্ত্বমেব। ন চ তুল্যো যোগঃ ক্ষেমঃ উদপানঘটানাং চিত্রঘটানাঞ্চোৎসীদতাং। তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতমতো বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ। অপিচ দেশকালাত্মগুণবিপরীতানাং কর্ম্মণামাহারবিকারাণাঞ্চ ক্রমোপযোগঃ সম্যক্, ত্যাগঃ সর্ব্বস্য চাযোগমিথ্যাযোগাতিযোগানাং, সন্ধারণ-

মনুদীর্ণানামসন্ধারণমুদীর্ণানাঞ্চ গতিমতাং, সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনমারোগ্যানুবৃত্তৌ হেতুমুপলভামহে, সম্যগুপদিশামঃ সম্যক্ পশ্যামশ্চেতি।

আর আমরাও, সমুদায় দৃষ্টি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দিব্যদৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, যাহারা যুদ্ধ করে অথবা যাহারা যুদ্ধ করে না এমন সহস্র সহস্র লোক তুল্যায়ুঃ নহে; অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধ করে তাহারা প্রায়ই সহসা প্রা ত্যাগ করে; এবং যাহারা যুদ্ধ করে না, তাহাদের প্রায়ই সেরূপ মৃত্যু ঘটে না। আবার যাহারা রোগের উৎপত্তি হইলেই তাহার প্রতিকার করে, এবং যাহারা প্রতিকার করে না; অথবা যাহারা বিষপান করে এবং যাহারা বিষপান করে না, তাহাদেরও আয়ুঃ তুল্য নহে। জলের কলশ এবং সযত্নরক্ষিত চিত্রিত কলসও সমানকালস্থায়ী হয় না। অতএব হিতোপচারই জীবনের কারণ, এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ অহিতোপচার মৃত্যুর কারণ। অপিচ দেশ কাল ও আত্মগুণের বিপরীত কর্ম্ম এবং আহার-বিহারসমূহের সম্যক্‌প্রকারে ক্রমোপযোগে, সকল বিষয়ের অযোগ মিথ্যাযোগ ও অতিযোগের ত্যাগ, মল-মূত্রাদির অনুপস্থিত বেগের সন্ধারণ, তাহাদের উপস্থিত বেগের অসন্ধারণ, এবং অতিসাহসের বর্জ্জন, এই সমস্ত বিষয় স্বাস্থ্যস্থিতির কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি, সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকি, এবং সেইরূপই দর্শনও করিয়া থাকি।

অতঃপরমগ্নিবেশ উবাচ এবং সত্যনিয়তকালপ্রমাণায়ুষাং ভগবন্ কথং কালমৃত্যুরকালমৃত্যুর্বা ভবতীতি।

অতঃপর অগ্নিবেশ কহিলেন; আয়ুর সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা নিশ্চয় হইলে, অনিয়তকালপ্রমাণায়ুষ্ক ব্যক্তিগণের কালমৃত্যু বা অকালমৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়?

অথ তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ শ্রূয়তামগ্নিবেশ যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈরুপেতঃ স্যাৎ, সচ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছেৎ, তথায়ুঃ শরীরোপগতং বলবৎপ্রকৃত্যা যথাবদুপচর্য্যমাণং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছতি স মৃত্যুঃ কালে। যথাচ স এবাক্ষোঽতিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ বিষমপথাদপথাদক্ষচক্রভঙ্গাদ্বাহ্যবাহকদোষাদণির্মোক্ষাদনুপাঙ্গাৎ পর্য্যাসনাচ্চান্তরাঽবসানং গচ্ছতি, তথায়ুরপ্যযথাবলমারম্ভাদ্ অযথাগ্ন্যভ্যবহারাদ্ বিধার্য্যবেগাবিধারণাদতিমৈথুনাদ্ বিষমশরীরন্যাসাদসৎসংশ্রয়াদ্ ভূতবিষবায্বগ্ন্যুপতাপদভিঘাতাদাহারবর্জ্জনাচ্চান্তরাঽবসানমেবাপদ্যতে স মৃত্যুরকালে। তথা জ্বরাদীনপ্যাতঙ্কান্ মিথ্যোপচরিতানকালমৃত্যূন্ পশ্যাম ইতি।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন, হে অগ্নিবেশ! শুন, যেমন যথাবদ্‌গঠিত সর্ব্বগুণান্বিত শকটসংযুক্ত অক্ষ (ধুরা) ব্যবহৃত হইলে, যথাকালে স্বপ্রমাণের ক্ষয়জন্য অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্বভাবতঃ বলবান্ এবং যথাযথ উপচর্য্যমান শরীরস্থ আয়ুও যথাকালে স্বপ্রমাণের ক্ষয়হেতু অবসান প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাই কালমৃত্যু। আবার সেই অক্ষই অতিভারাধিষ্ঠিত হইলে, বিষমপথে বা অপথে চালিত হইলে, অক্ষচক্র ভাঙ্গিয়া গেলে, বাহ বা বাহকের দোষ ঘটিলে, চক্রকীল খুলিয়া গেলে, উপাঙ্গসকলের অভাব হইলে, অথবা শকট বিপর্য্যস্ত হইলে যম

অযথাকালে ভাঙ্গিয়া যায়; সেইরূপ আয়ুও অযথাবলে কার্য্যারম্ভ জন্য, অযথাগ্নি আহার হেতু, বিধার্য্য বেগের অবিধারণ অর্থাৎ অসংযম বশতঃ, বিষমভাবে শরীরবিন্যাসজন্য, অসৎসংসর্গ-হেতু, ভূত বিষ বায়ু ও অগ্নির উৎপাতবশতঃ, অভিঘাতজন্য এবং আহারত্যাগ হেতু, অযথাকালে অবসান প্রাপ্ত হয়; ইহাই অকালমৃত্যু। জরাদি রোগসমূহ কুচিকিৎসিত হইলে, তাহাও অকালমৃত্যুর কারণস্বরূপ বিবেচিত হয়।

অথাগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ কিন্নু খলু ভগবন্ জ্বরিতেভ্যঃ পানীয়মুষ্ণং প্রযচ্ছন্তি ভিষজো ভূয়িষ্ঠং ন তথা শীতং, অস্তি চ শীতসাধ্যোঽপি ধাতুর্জ্বর কর ইতি।

এই সমস্ত কথার পরে অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! চিকিৎসকগণ জরাক্রান্ত ব্যক্তিকে কেন উষ্ণজলই অধিক পান করিতে দেন? জ্বরোৎপাদক ধাতু শীতসাধ্যও আছে। তবে কেন শীতলজল সেরূপ পান করিতে দেন না?

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। জ্বরিতস্য কায়সমুত্থানদেশকালানভিসমীক্ষ্য পাচনার্থং পানীয়মুষ্ণং প্রয়চ্ছন্তি ভিষজঃ। জ্বরো হ্যামাশয়সমুত্থঃ প্রায়শো ভেষজানি চামাশয়সমুত্থানাং বিকারাণাং বিরেচনবমনোপবতর্পণসংশমনান্যেব ভবন্তি পাচনার্থঞ্চ পানীয়মুষ্ণং তস্মাদেতজ্জ্বরিতেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি ভূয়িষ্ঠং। তদ্ধি তেষাং পীতং বাতমনুলোময়ত্যগ্নিঞ্চানুদীর্য্যমুদীরয়তি ক্ষিপ্রঞ্চ জরাং গচ্ছতি শ্লেষ্মাণং পরিশোষয়তি স্বল্পমপি চ পীতং তৃষ্ণাপ্রশমনায়োপকল্পতে। তথাযুক্তমপি চৈতন্মাত্যর্থোৎসন্নপিত্তে জ্বরে সদাহভ্রমপ্রলাপাতিসারে বা দেয়ম্। উষ্ণেন হি দাহভ্রমপ্রলাপাতিসারা ভূয়োঽভিবর্দ্ধন্তে শীতেন চোপশাম্যন্তীতি।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে কহিলেন, জ্বররোগীর শরীর, নিদান, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া, (রসদোষের) পরিপাকজন্য চিকিৎসকগণ উষ্ণজল প্রদান করেন। যেহেতু জ্বর আমাশয় হইতে উৎপন্ন হয়, এবং আমাশয়জাত বিকারসমূহের বিরেচন বমন উপবাস সংশমন ও পাচনার্থ উষ্ণজলই উপযুক্ত ঔষধ। এইজন্যই চিকিৎসকগণ জ্বররোগীকে অধিক পরিমাণে উষ্ণ জল পান করিতে দেন। উষ্ণ জল পান করিলে, তাহা বায়ুর অনুলোম করে, অনুদ্রিক্ত অগ্নি উদ্দীপ্ত করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, শ্লেষ্মার শোষণ করে, এবং অল্প পরিমাণে পান করিলেও তৃষ্ণার শান্তি করিয়া থাকে। উষ্ণ জলের ঐ সমস্ত গুণ থাকিলেও পিত্তোল্বণ জ্বরে, অথবা দাহ ভ্রম প্রলাপ ও অতিসারে দেওয়া উচিত নহে। যেহেতু উষ্ণদ্বারা দাহ ভ্রম প্রলাপ ও অতিসার অধিকতর বর্দ্ধিত হয়, এবং শীতলোপচার দ্বারা তাহাদের শান্তি হইয়া থাকে।

ভবতি চাত্র

শীতেনোষ্ণকৃতান্ রোগান্ শময়ন্তি ভিষগ্বিদঃ।
যে তু শীতকৃতা রোগাস্তেষামুষ্ণং ভিষগ্‌জিতম্॥

চিকিৎসকগণ শীতক্রিয়া দ্বারা উষ্ণকৃত রোগসমূহ প্রশমিত করেন। কিন্তু যেসকল রোগ শীতকৃত, উষ্ণই তাহাদের ঔষধ।

এবমিতরেষামপি ব্যাধীনাং নিদানবিপরীতং ভেষজং ভবতি। তথাপতর্পণনিমিত্তানাং ব্যাধীনাং নান্তরেণ পূরণমস্তি শান্তিঃ, তথা পূরণনিমিত্তানাং ব্যাধীনাং নান্তরেণাপতর্পণমিতি। অপতর্পণমপি চ ত্রিবিধং লঙ্ঘনং লঙ্ঘনপাচনং দোষাবসেচনঞ্চেতি। তত্র লঙ্ঘনমল্পবলদোষাণাং, লঙ্ঘনেন হ্যগ্নিমারুতবৃদ্ধ্যা বাতাতপপরীতমিবাল্পমুদকমল্পো দোষঃ প্রশোষমাপদ্যতে। লঙ্ঘনপাচনে তু মধ্যবলদোষাণাং লঙ্ঘনপাচনাভ্যাং হি সূর্য্যসন্তাপমারুতাভ্যাং পাংশুভস্মাবকীর্ণৈরিব চানতিবহূদকং মধ্যবলদোষঃ প্রশোষমাপদ্যতে। বহুদোষাণাং পুনর্দোষাবসেচনমেব কার্য্যং, নহ্যভিন্নে কেদারসেতৌ পল্বলাপ্রসেকোঽস্তি তদ্বদ্ দোষাবসেচনম্।

এইরূপ অন্যান্য ব্যাধিসমূহেরও নিদানবিপরীত বিষয়ই উপযুক্ত ঔষধ। যেমন, অপতর্পণজনিত রোগসমূহের পূরণ ক্রিয়া ব্যতীত শান্তি হয় না, এবং সন্তর্পণজনিত ব্যাধিসমূহেরও অপতর্পণ ব্যতীত শান্তির উপায় নাই। অপতর্পণ তিন প্রকার, লঙ্ঘন, লঙ্ঘন-পাচন ও দোষাবসেচন (বমন-বিরেচনাদি)। যে অবস্থায় দোষের বল অল্প থাকে, তথায় কেবল লঙ্ঘনই প্রশস্ত। যেহেতু লঙ্ঘনদ্বারা অগ্নি ও বায়ু বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং বাতাতপপরীত অল্প জলের ন্যায় অল্প দোষ শুষ্ক হইয়া যায়। যেখানে দোষের বল মধ্যম, তথায় লঙ্ঘন ও পাচন এই উভয় ক্রিয়া প্রযোজ্য। যেমন সূর্য্যসন্তাপ বায়ু ও পাংশুভস্ম বিকীরণ দ্বারা অনতিবহু জল শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ লঙ্ঘন ও পাচন এই উভয় ক্রিয়া দ্বারা মধ্যবল দোষও শোষণ প্রাপ্ত হয়। আর বহু দোষ থাকিলে, দোষাবসেচনই কর্ত্তব্য। যেমন কেদারসেতু (আল) না ভাঙ্গিলে সঞ্চিত জল নির্গত হয় না, সেইরূপ দোষাবসেচন ব্যতীত বহু দোষের নিবারণ করা যায় না।

দোষাবসেচনন্ত্বন্যদ্ বা ভেষজং প্রাপ্তকালমপ্যাতুরস্য তৈবংবিধস্য কুর্য্যাৎ। তদ্যথা অল্পবাদপ্রতিকারস্যাধনস্যাপরিচারকস্য বৈদ্যমানিনশ্চণ্ডস্যাসূয়কস্য তীব্রধর্ম্মারুচেরতিক্ষীণবলমাংসশোণিতস্যাসাধ্যরোগোপহতস্য মুমূর্ষুলিঙ্গান্বিতস্য চেতি। এবংবিধং হ্যাতুরমুপচরন্ ভিষক্ পাপীয়সাঽযশসা যোগমৃচ্ছতীতি।

দোষাবসেচন অথবা অপর কোন ঔষধপ্রয়োগ উপযুক্ত সময়েও এইরূপ রোগীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নহে। যথা,—যে ব্যক্তি অপবাদের প্রতিকার করে না, যে নির্ধন, যাহার পরিচারক নাই, যে ব্যক্তি বৈদ্যাভিমানী উগ্র বা অসূয়ক, যাহার তীব্র অধর্ম্মে প্রবৃত্তি, যাহার বল মাংস ও রক্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, এবং যে ব্যক্তি মুমূর্ষুলক্ষণান্বিত; এইরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা করিলে, চিকিৎসক পাপস্বরূপ অযশঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভবতি চাত্র

তদাত্বে চানুবন্ধে বা যস্য স্যাদশুভং ফলম্।
কর্ম্মণস্তন্ন কর্ত্তব্যমেতদ্ বুদ্ধিমতাং মতম্॥

কর্ম্ম করিবার সময়ে বা পরিণামে যে কর্ম্মের ফল অশুভ হয়, সে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে; ইহাই বুদ্ধিমান্‌গণের অভিমত।

তত্র শ্লোকাঃ

পূর্ব্বরূপাণি সামান্যা হেতবঃ স্বস্বলক্ষণাঃ।
দেশোদ্ধ্বংসস্য বৈলক্ষ্যং হেতূনাং মূলমেবচ॥
প্রাগ্বিকারসমুৎপত্তিরায়ুষশ্চ ক্ষয়ক্রমঃ।
মরণং প্রতিভূতানাং কালাকালবিনিশ্চয়ঃ॥
যথা চাকালমরণং যথাযুক্তঞ্চ ভেষজম্।
সিদ্ধিং যাত্যৌষধং যেষাং ন কুর্য্যাদ্ যেন হেতুনা।
তদাত্রেয়োঽগ্নিবেশায় নিখিলং সর্ব্বমুক্তবান্।
দেশোদ্ধ্বংসনিমিত্তীয়ে বিমানে মুনিসত্তমঃ॥

জনপদোদ্ধ্বংসের পূর্ব্বরূপ, সাধারণ হেতু, হেতুর স্ব স্ব লক্ষণ, ঔষধ এবং জনপদোদ্ধ্বংসকর হেতুসমূহের মূলকারণ, রোগসমূহের প্রাগুৎপত্তি, আয়ুঃক্ষয়ের ক্রম, প্রাণিগণের মৃত্যুর কালাকাল নিশ্চয়, অকাল মৃত্যু, ঔষধ যেরূপ প্রযুক্ত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং যে কারণে যাহাদিগকে ঔষধ দেওয়া উচিত নহে, এই সমস্ত বিষয় এই জনপদোদ্ধ্বংসনীয় বিমানে, মুনিশ্রেষ্ঠ আত্রেয় অগ্নিবেশকে উপদেশ দিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে জনপদোদ্ধ্বংসনীয়বিমানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রে জনপদোদ্ধ্বংসনীয় বিমাননামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—*—

অথাতস্ত্রিবিধং রোগবিশেষবিজ্ঞানীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রোগবিশেষবিজ্ঞানীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি তদ্‌যথা উপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি। তত্রোপদেশো নামাপ্তবচনম্। আপ্তাহ্যবিতর্কস্মৃতিবিভাগবিদো নিষ্প্রীত্যুপতাপদর্শিনঃ। তেষামেবং গুণযোগাদ্ যদ্‌বচনং তৎ প্রমাণম্। অপ্রমাণম্ পুনর্মত্তোন্মত্তমূর্খবক্তৃদৃষ্টাদৃষ্টবচনমিতি। প্রত্যক্ষন্তু নাম তদ্ যৎ স্বয়মিন্দ্রিয়ৈরাত্মনা চোপলভ্যতে। অনুমানং খলু তর্কো যুক্ত্যপেক্ষঃ।

রোগবিশেষবিজ্ঞান তিন প্রকার, যথা উপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। আপ্ত ব্যক্তি-

গণের বাক্যকে উপদেশ বলে। যাঁহারা বিনাতর্কে স্মৃতিদ্বারা সদসৎ বিভাগ করিতে পারেন, এবং যাঁহারা অনুরাগ বিরাগ শূন্য হইয়া সমুদায় বিষয় দর্শন করেন অর্থাৎ সকলের প্রতি সমদর্শী, তাঁহাদিগকেই আপ্ত বলা যায়। এইরূপ গুণবত্তার জন্য, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ। আর যাহারা মত্ত, উন্মত্ত বা মূর্খ, তাহারা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট বিষয়সম্বন্ধে যাহা বলে, তাহা অপ্রমাণ। যাহা ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। আর, যুক্তিপূর্ণ যে তর্ক, তাহাকে অনুমান কহে।

ত্রিবিধেন খল্বনেন জ্ঞানসমুদয়েন পূর্ব্বং পরীক্ষ্য রোগং সর্ব্বমেবোত্তরকালমধ্যবসানমদোষং ভবতি। নহি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ত্রিবিধে ত্বস্মিন্ জ্ঞানসমুদায়ে পূর্ব্বমাপ্তোপদেশাদ্বিজ্ঞানং, ততঃ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষ্যোপপদ্যতে, কিং হ্যনুপদিষ্টং পূর্ব্বং যত্তৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষমাণো বিদ্যাৎ? তস্মাদ্ দ্বিবিধা পরীক্ষা জ্ঞানবতাং প্রত্যক্ষমনুমানং চ, ত্রিবিধাং বা সহোপদেশেন ইচ্ছন্তি বুদ্ধিমন্তঃ।

এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানসমুদয়দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, সকল রোগেরই সর্ব্বপ্রকারে যে নিশ্চয় করা হয়, তাহাই পরিণামে নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। যেহেতু বিজ্ঞানাবয়বদ্বারা অর্থাৎ একটি বা দুইটি বিজ্ঞান দ্বারা সমুদায় জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে প্রথমতঃ আপ্তোপদেশ দ্বারা জ্ঞান হয়, তৎপরে প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে হয়। যেহেতু পূর্ব্বে যাহা উপদিষ্ট হয় নাই, সেই বিষয়ের পরীক্ষাকারী ব্যক্তি কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা তাহার কি বুঝিবেন? অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটি জ্ঞানবানদিগের পরীক্ষার উপায়। অথবা আপ্তোপদেশ সহ পরীক্ষা ত্রিবিধ বলিয়া বুদ্ধিমানেরা স্বীকার করেন।

রোগমেকৈকমেবং প্রকোপণমেবং যোনিমেবমাত্মানমেবমধিষ্ঠানমেবং বেদনমেবং সংস্থানমেবং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধমেবমুপদ্রবমেবং বৃদ্ধিস্থানক্ষয়ান্বিতমেবমুদর্কমেবং যোগং বিদ্যাৎ। তস্মিন্নিয়ং প্রতিকারার্থা প্রবৃত্তিরথবা নিবৃত্তিরিত্যুপদেশাজ্ জ্ঞায়তে।

প্রত্যেক রোগের প্রকোপকারণ এইরূপ, উৎপত্তিকারণ এইরূপ, স্বরূপ এই, স্থান এই, বেদনা এইরূপ, লক্ষণ এইরূপ; এইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ; এইরূপ উপদ্রব, বৃদ্ধি সাম্য ও ক্ষয়ের লক্ষণ এইরূপ, পরিণাম এইরূপ; নাম এই, ঔষধ এইরূপ এবং এই রোগে প্রতিকারের জন্য প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, এই সমস্ত বিষয় উপদেশ হইতে জানা যায়।

প্রত্যক্ষতস্তু খলু রোগতত্ত্বং বুভুৎসমানঃ সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বানিন্দ্রিয়ার্থানাতুরগতান্ পরীক্ষেতান্যত্র রসজ্ঞানাৎ। তদ্যথা—অন্ত্রকূজনং সন্ধিস্ফুটনমঙ্গুলিপর্ব্বণাং স্বরবিশেষাশ্চ যে চান্যেঽপি কেচিচ্ছরীরোপগতাঃ শব্দাঃ স্যুস্তান্ শ্রোত্রেণৈব পরীক্ষেত। বর্ণসংস্থানপ্রমাণচ্ছায়াঃ শরীরপ্রকৃতিবিকারো চক্ষুর্বৈষয়িকানি যানি চান্যানি কানি চ তানি চক্ষুষৈব

পরীক্ষেত। রসন্তু খল্বাতুরশরীরগতমিন্দ্রিয়বৈষয়িকমপ্যনুমানাদেবাবগচ্ছেৎ, নহ্যস্য প্রত্যক্ষেণ গ্রহণমুপপদ্যতে। তস্মাদাতুরপরিপ্রশ্নেনৈবাতুরমুখরসং বিদ্যাৎ, যূকোপসর্পণেন ত্বস্য শরীরবৈরস্যং, মক্ষিকোপসর্পণেন শরীরমাধুর্য্যং, লোহিতপিত্তসন্দেহে তু কিং ধারি লোহিতপিত্তং বেতি শ্বকাকভক্ষণাদ্ ধারিলোহিতমভক্ষণাল্লোহিতপিত্তমিত্যনুমাতব্যম্। এবমন্যানপ্যাতুরশরীরগতান্ রসাননুমিমীত। গন্ধাংস্তু খলু সর্ব্বশরীরোপগতানাতুরস্য প্রকৃতিবৈকারিকান্ ঘ্রাণেন পরীক্ষেত। স্পর্শঞ্চ পাণিনা প্রকৃতিবিকৃতিযুক্তমিতি প্রত্যক্ষতশ্চানুমানৈকদেশতশ্চ পরীক্ষণমুক্তম্।

রোগতত্ত্ব বুঝিবার জন্য আতুরশরীরগত রসভিন্ন সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ নিজের সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। যথা,—অন্নকূজন, সন্ধিস্থান ও অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহের স্ফুটন (মট্‌কান), স্বরবিশেষ, এবং শরীরগত অন্য যে কোন শব্দ, তৎসমস্ত শ্রবণদ্বারা পরীক্ষা করিবে। বর্ণ, আকৃতি, পরিমাণ, কান্তি, শরীরের প্রকৃতি ও বিকৃতি এবং অন্য যে কোন দ্রষ্টব্য বিষয়, তৎসমুদায় চক্ষুদ্বারা পরীক্ষা করিবে। আতুর-শরীরগত রস ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও, তাহা অনুমানদ্বারা অবগত হইবে। যেহেতু প্রত্যক্ষদ্বারা রসের পরীক্ষা সম্ভবপর নহে। অতএব রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার মুখরসের বিষয় জানিবে। শরীরে যূকাদির (উকুন) সঞ্চরণ দেখিয়া শরীরের বিরসতা এবং মক্ষিকার উপসর্পনদ্বারা শরীরের মধুরতা অনুমান করিবে। রক্তপিত্তরোগে জীবরক্ত কি রক্তপিত্তের রক্ত নির্গত হইতেছে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে দেখিবে—যদি ঐ রক্ত কাক-কুক্কুরে ভক্ষণ করে, তবে তাহা জীবরক্ত এবং যদি তাহারা ভক্ষণ না করে তবে তাহা রক্তপিত্ত-রক্ত বলিয়া অনুমান করিবে। এইরূপে আতুরশরীরগত অন্যান্য রসেরও অনুমান করিতে হইবে। রোগীর শরীরগত প্রাকৃত বিকৃত গন্ধ ঘ্রাণদ্বারা এবং প্রাকৃত-বিকৃত স্পর্শ হস্তদ্বারা পরীক্ষা করিবে। প্রত্যক্ষপরীক্ষা এবং অনুমানপরীক্ষার একদেশ কথিত হইল।

ইমে তু খল্বন্যেঽপ্যেবমেব ভূয়শ্চানুমানজ্ঞেয়া ভবন্তি ভাবাঃ। তদ্‌যথা—অগ্নিং জরণশক্ত্যা পরীক্ষেত, বলং ব্যায়ামশক্ত্যা, শ্রোত্রাদীনি চ শব্দাদ্যর্থগ্রহণেন, মনোঽর্থাব্যভিচারেণ, বিজ্ঞানং ব্যবসায়েন, রজঃ সঙ্গেন, মোহমবিজ্ঞানেন, ক্রোধমভিদ্রোহেণ, শোকং দৈন্যেন, হর্ষমামোদেন, প্রীতি স্তোষেণ, ভয়ং বিষাদেন, ধৈর্য্যমবিষাদেন, বীর্য্যমুৎসাহেন, অবস্থানমবিভ্রমেণ, শ্রদ্ধামভিপ্রায়েণ, মেধাং গ্রহণেন, সংজ্ঞাং নামগ্রহণেন, হ্রিয়মপতর্পণেন, শীলমনুশীলনেন, দ্বেষং প্রতিষেধেন, উপাধিমনুবন্ধেন, ধৃতিমলৌল্যেন, বশ্যতাং বিধেয়তয়া, বয়োভক্তিসাত্ম্যব্যাধিসমুত্থানানি কালদেশোপশয়বেদনাবিশেষেণ, গূঢ়লিঙ্গং ব্যাধিমুপশয়ানুশয়াভ্যাং দোষপ্রমাণবিশেষমপচারবিশেষেণ, আয়ুষঃ ক্ষয়মরিষ্টৈঃ, উপস্থিতশ্রেয়স্ত্বং কল্যাণাভিনিবেশেন, অমলং সত্ত্বমবিকারেণ, গ্রহণ্যাস্তু মৃদু-

দারুণত্বং স্বপ্নদর্শনমভিপ্রায়ং দ্বিষ্টেষ্টেষ্বসুখাসুখানি চাতুরপরিপ্রশ্নেনৈব বিদ্যাদিতি।

এই সমস্ত অন্যান্য বিষয়ও অনুমান দ্বারা জানা যায়। যথা,—পরিপাকশক্তিদ্বারা অগ্নি, পরিশ্রমশক্তিদ্বারা বল, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থের গ্রহণদ্বারা কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানের অব্যভিচারদ্বারা মন, কার্য্যপ্রবর্ত্তনদ্বারা বিজ্ঞান; আসক্তিদ্বারা রজোগুণ, অবিজ্ঞানদ্বারা মোহ, জিঘাংসাদ্বারা ক্রোধ, দীনতাদ্বারা শোক, আনন্দদ্বারা হর্ষ, সন্তুষ্টিদ্বারা প্রীতি, বিষাদ-দ্বারা ভয়, অবিষাদ দ্বারা ধৈর্য্য, উৎসাহদ্বারা বীর্য্য, অবিভ্রমদ্বারা অবস্থান, অভিপ্রায়দ্বারা শ্রদ্ধা, ধারণাশক্তিদ্বারা মেধা, নামগ্রহণদ্বারা সংজ্ঞা, স্মরণদ্বারা স্মৃতি, লজ্জাজনক ব্যাপারদ্বারা লজ্জা, অনুশীলনদ্বারা শীলতা, নিষেধদ্বারা দ্বেষ, অনুবন্ধ অর্থাৎ উত্তরকালানুবর্ত্তনদ্বারা উপাধি অর্থাৎ আধুনিক সঙ্কেত, অচাঞ্চল্য দ্বারা ধৃতি অর্থাৎ বুদ্ধির স্থিরতা, আজ্ঞাপালনদ্বারা বশ্যতা, কাল দেশ উপশয় ও বেদনাবিশেষদ্বারা বয়স ভুক্তি সাত্ম্য ও ব্যাধিসমুত্থান, উপশয় ও অনুপশয়দ্বারা গূঢ়লিঙ্গব্যাধি, অপচারবিশেষদ্বারা বাতাদিদোষের পরিমাণবিশেষ, অরিষ্টলক্ষণদ্বারা আয়ুঃক্ষয়, কল্যানাভিনিবেশদ্বারা উপস্থিত মঙ্গল এবং অবিকারদ্বারা মনের নির্ম্মলতা পরীক্ষা করিবে। গ্রহণীর মৃদুতা ও দারুণত্ব, স্বপ্নদর্শন, অভিপ্রায় এবং দ্বিষ্ট ও অভীষ্ট বিষয়ে সুখ ও অসুখ, এই সকল বিষয় রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইবে।

ভবন্তি চাত্র

আপ্ততশ্চোপদেশেন প্রত্যক্ষকরণেন চ।
অনুমানেন চ ব্যাধীন্ সম্যগ্বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
সর্ব্বথা সর্ব্বমালোচ্য যথাসম্ভবমর্থবিৎ।
অথাধ্যবস্যেত্তত্ত্বে চ কার্য্যে চ তদনন্তরম্॥
কার্য্যতত্ত্বাবিশেষজ্ঞঃ প্রতিপত্তৌ ন মুহ্যতি।
অমূঢ়ঃ ফলমাপ্নোতি যদমোহনিমিত্তজম্॥
জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপেন যো নাবিশতি যোগবিৎ।
আতুরস্যান্তরাত্মানং ন স রোগান্ চিকিৎসতি॥

অর্থবিদ্ বিচক্ষণ ব্যক্তি, যথাসম্ভব আপ্তোপদেশ প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা সকল বিষয় সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া, ব্যাধিসমূহ অবগত হইবেন। তৎপরে তত্ত্ব ও কার্য্যনিশ্চয় করিবেন, যেহেতু তত্ত্ব ও কার্য্যবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎসা বিষয়ে বিমোহিত হন না। অমুগ্ধ ব্যক্তিই অমোহজনিত অর্থাৎ জ্ঞানজন্য ফল লাভ করিতে পারেন। যে প্রয়োগজ্ঞ চিকিৎসক, জ্ঞানবুদ্ধিরূপ প্রদীপালোকে রোগীর অন্তরাত্মামধ্যে প্রবেশ না করেন, তিনি চিকিৎসা করিতে সমর্থ হন না।

তত্র শ্লোকৌ

সর্ব্বরোগবিশেষাণাং ত্রিবিধং জ্ঞানসংগ্রহম্।
যথা চোপদিশন্ত্যাপ্তাঃ প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে যথা॥

যে যথা চানুমানেন জ্ঞেয়াস্তাংশ্চাপ্যুদারধীঃ।
ভাবাংস্ত্রিরোগবিজ্ঞানে বিমানে মুনিরুক্তবান্ ॥

সমুদায় রোগবিশেষের ত্রিবিধ জ্ঞানসংগ্রহ, আপ্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ উপদেশ দেন, যেরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হয় এবং যেরূপে অনুমানদ্বারা অবগত হইতে হয়, সেই সমস্ত বিষয়, উদারবুদ্ধি আত্রেয় ঋষি, এই ত্রিবিধ রোগবিজ্ঞানবিমানে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে ত্রিবিধং রোগবিশেষবিজ্ঞানীয়-বিমানং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে ত্রিবিধ রোগবিশেষ-বিজ্ঞানীয় নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ স্রোতসাং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ ॥

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা স্রোতোবিমান ব্যাখ্যা করিব।

যাবন্তঃ পুরুষে মূর্ত্তিমন্তো ভাববিশেষাস্তাবন্ত এবাস্মিন্ স্রোতসাং প্রকারবিশেষাঃ। সর্ব্বে ভাবা হি পুরুষে নান্তরেণ স্রোতাংস্যভিনির্ব্বর্ত্তন্তে ক্ষয়ং বাপ্যধিগচ্ছন্তি। স্রোতাংসি খলু পরিণামমাপদ্যমানানাং ধাতূনামভিবাহীনি ভবন্ত্যয়নার্থে। অপিচৈকে মহর্ষয়ঃ স্রোতসামেব সমুদায়ং পুরুষমিচ্ছন্তি সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বসরত্বাচ্চ দোষপ্রকোপণপ্রশমনানাম্। নত্বেতদেবং, যস্য চ হি স্রোতাংসি যচ্চ বহন্তি যথা বহন্তি যত্র চাবস্থিতানি সর্ব্বং তদন্যত্তেভ্যঃ।

জীবদেহে রসরক্তাদি যতপ্রকার মূর্ত্তিমান্ পদার্থ আছে, সেই দেহে তত প্রকার স্রোতঃও আছে। যেহেতু জীবদেহে স্রোত ব্যতীত সেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় না, অথবা ক্ষয় পায় না। স্রোত সকল পরিণামপ্রাপ্ত ধাতুসমূহের চালনা জন্য তাহাদিগকে বহন করিয়া থাকে। কোন কোন মহর্ষি বলেন, স্রোতঃসমষ্টিই পুরুষ; যেহেতু দোষের প্রকোপ ও প্রশমকারক স্রোতঃসমূহ সর্ব্বগত ও সর্ব্বসর। অর্থাৎ মানবদেহে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন স্রোতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব স্রোতঃসমষ্টিই পুরুষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যেহেতু, যে মূর্ত্তিমান পদার্থের যে স্রোতঃ, যে পদার্থকে যে স্রোতঃ যেরূপে বহন করে, তৎসমস্তই স্রোতঃসমূহ হইতে বিভিন্ন। (সুতরাং পুরুষ স্রোতঃসমষ্টি হইতে পারে না।)

অতিবহুত্বাত্তু খলু কেচিদপরিসংখ্যেয়ান্যাচক্ষতে স্রোতাংসি পরিসংখ্যেয়ানাত্যন্যে। তেষান্তু খলু স্রোতসাং যথাস্থূলং কতিচিৎ প্রকা-

রান্ মূলতশ্চ, প্রকোপবিজ্ঞানতশ্চানুব্যাখ্যাস্যামঃ, যে ভবিষ্যন্ত্যলমনুক্তজ্ঞানায় জ্ঞানবতাং বিজ্ঞানায়চাজ্ঞানবতাম্। তদ্‌যথা প্রাণোদকান্নরসরুধির-মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রমূত্রপুরীষস্বেদবহানি। বাতপিত্তশ্লেষ্মণাম্ পুনঃ সর্ব্বশরীরচরাণাম্। সর্ব্বাণি স্রোতাংস্যয়নভূতানি। তদ্বদতীন্দ্রিয়াণি পুনঃ সত্ত্বাদীনাং কেবলং চেতনাবচ্ছরীরময়নভূতমধিষ্ঠানভূতঞ্চ। তদেতৎ স্রোতসাং প্রকৃতিভূতত্বান্ ন বিকারৈরুপসৃজ্যতে শরীরম্।

অতিবহুত্বজন্য স্রোতঃসমূহকে কেহ কেহ অপরিসংখ্যেয় বলেন, আবার কেহ কেহ পরিসংখ্যেয় বলিয়া থাকেন। সেইসকল স্রোতঃসমূহের মধ্যে যথাস্থূল (মোটা-টি) কতকগুলি স্রোতের প্রকারভেদ, মূল ও প্রকোপবিজ্ঞানের বিষয় আমরা ব্যাখ্যা করিব। সেইসকল বিষয় অবগত হইলে, বিজ্ঞব্যক্তিগণ অনুক্ত স্রোতোবিষয়ক এবং অজ্ঞগণ সেই সেই স্রোতঃসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। সেই সমস্ত স্রোতঃ যথা,—প্রাণবহ, উদকবহ, অন্নবহ, রসবহ, রক্তবহ, মাংসবহ, মেদোবহ, অস্থিবহ, মজ্জবহ, শুক্রবহ, মূত্রবহ, পুরীষবহ, স্বেদবহ, এবং সর্ব্বশরীরচর বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মবহ। সমুদায় স্রোতই প্রাণোদকাদি পদার্থসমূহের পথস্বরূপ। এইরূপ সচেতন সমস্ত শরীর, মন প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহের পথস্বরূপ ও আশ্রয়স্থান। এইসমস্ত স্রোতঃ অবিকৃত থাকিলে শরীর রোগাক্রান্ত হয় না।

তত্র প্রাণবহানাং স্রোতসাং হৃদয়ং মূলং মহাস্রোতশ্চ। প্রদুষ্টানান্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা—অতিসৃষ্টং প্রতিবদ্ধং প্রকুপিতমল্পাল্পমভীক্ষ্ণং বা সশব্দশূলমুচ্ছ্বসন্তং দৃষ্ট্বা প্রাণবহানি স্রোতাংস্যস্য প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ। উদকবহানাঞ্চ স্রোতসাং তালু মূলং ক্লোমচ। প্রদুষ্টানান্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা জিহ্বাতাল্বোষ্ঠকণ্ঠক্লোমশোষং পিপাসাং চাতিপ্রবৃদ্ধাং দৃষ্ট্বা ভিষগুদকবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ। অন্নবহানাং স্রোতসামামাশয়ো মূলং বামঞ্চ পার্শ্বং। প্রদুষ্টানান্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা অন্নাভিলষণমরোচকাবিপাকৌ ছর্দ্দিঞ্চ দৃষ্ট্বান্নবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ।

প্রাণবহ স্রোতঃসমূহের মূল হৃদয় ও মহাস্রোতঃ। সেইসকল স্রোতঃ দূষিত হইলে, এইসমস্ত লক্ষণদ্বারা জানিতে পারা যায়। যথা,—অতিদীর্ঘ, প্রতিবদ্ধ, প্রকুপিত, অল্প অল্প, ঘন ঘন, অথবা শব্দ ও বেদনার সহিত নিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিলে, সেই ব্যক্তির প্রাণবহ স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হইয়াছে জানিবে। উদকবহ স্রোতঃসমূহের মূল তালু ও ক্লোম। তাহারা দূষিত হইলে এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। যথা,—জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও ক্লোমের (পিপাসাস্থান) শোষ এবং অত্যন্ত পিপাসা; এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, চিকিৎসক তাহার উদকবহ স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। অন্নবহ স্রোতঃসমূহের মূল আমাশয় ও বামপার্শ্ব। তাহাদের প্রদুষ্ট লক্ষণ যথা,—আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অপরিপাক ও বমন; এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, তাহার অন্নবহ স্রোতঃ দূষিত হইয়াছে জানিবে।

রসবহানাং স্রোতসাং হৃদয়ং মূলং দশ ধমন্যশ্চ। শোণিতবহানাং স্রোতসাং যকৃন্মূলং প্লীহা চ। মাংসবহানাং স্রোতসাং স্নায়ু মূলং ত্বক্ চ। মেদোবহানাং স্রোতসাং বৃক্কৌ মূলং বপাবহঞ্চ। অস্থিবহানাং স্রোতসাং অস্থীনি মূলং সন্ধয়শ্চ। শুক্রবহানাং স্রোতসাং বৃষণৌ মূলং শেফশ্চ। প্রদুষ্টানান্তু খল্বেষাং রসাদিবহস্রোতসাং বিজ্ঞানান্যুক্তানি বিধিশোণিতীয়ে। যান্যেব হি ধাতূনাং প্রদোষবিজ্ঞানানি তান্যেব হি যথাস্বং ধাতুস্রোতসাম্।

রসবহ স্রোতঃসমূহের মূল দশটি ধমনী। রক্তবহ স্রোতঃসমূহের মূল যকৃৎ ও প্লীহা। মাংসবহ স্রোতঃসকলের মূল স্নায়ু ও ত্বক্। মেদোবহ স্রোতঃসমূহের মূল বৃক্কদ্বয় ও বসাবহ স্রোতঃ। অস্থিবহ স্রোতঃসকলের মূল মেদঃ ও জঘন। মজ্জবহ স্রোতঃসমূহের মূল অস্থি ও সন্ধিসকল। শুক্রবহ স্রোতঃসমূহের মূল অণ্ডদ্বয় ও লিঙ্গ। রসাদিবহ এই সমস্ত স্রোতের প্রদুষ্টি লক্ষণ বিধিশোণিতিক অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; অর্থাৎ রসরক্তাদি ধাতুসমূহ প্রদুষ্ট হইলে যেসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, রসরক্তাদিবহ স্রোতঃসমূহও দূষিত হইলে, সেই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

মূত্রবহানাং স্রোতসাং বস্তির্মূলং বঙ্ক্ষণৌ চ। প্রদুষ্টানান্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা অতিসৃষ্টং প্রতিবদ্ধং বা প্রকুপিতমল্পাল্পমভীক্ষ্ণং বা বহলং সশূলং মূত্রয়ন্তং দৃষ্ট্বা মূত্রবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ। পুরীষবহানাং স্রোতসাং পক্বাশয়ো মূলং স্থূলগুদঞ্চ। প্রদুষ্টানান্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা কৃচ্ছ্রেণাল্পাল্পং সশব্দশূলমতিদ্রবমতিবহুচোপবিশন্তং দৃষ্ট্বা পুরীষবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ। স্বেদবহানাং স্রোতসাং মেদোমূলং লোমকূপাশ্চ। প্রদুষ্টানান্তু খল্বেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্‌যথা,—অস্বেদনমতিস্বেদনং বা পারুষ্যমতিশ্লক্ষ্ণতামঙ্গস্য পরিদাহং লোমহর্ষঞ্চ দৃষ্ট্বা স্বেদবহান্যস্য স্রোতাংসি প্রদুষ্টানীতি বিদ্যাৎ।

মূত্রবহ স্রোতঃসমূহের মূল বস্তি ও বঙ্ক্ষণদ্বয়। সেইসমস্ত স্রোতঃ দূষিত হইলে, এইসকল লক্ষণদ্বারা জানিতে পারা যায়। যথা,—মূত্রের অতি প্রবৃত্তি বা বিবদ্ধতা, বারংবার অল্প অল্প করিয়া দূষিত মূত্রনির্গম, অথবা মূত্রত্যাগকালে বেদনা লক্ষিত হইলে, তাহার মূত্রবহ স্রোতঃ দূষিত হইয়াছে জানিবে। পুরীষবহ স্রোতঃসমূহের মূল পক্বাশয় ও স্থূলান্ত্র। সেইসকল স্রোতঃ দূষিত হইলে, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়; যথা,—অতিকষ্টে অল্প অল্প মল নির্গম, মলনির্গমকালে শব্দ ও বেদনা, অথবা অতিতরল বা অতিগ্রথিত (গুটুলে) কিংবা বহুপরিমিত মল নির্গত হইতে দেখিলে, তাহার পুরীষবহ স্রোতঃ দূষিত হইয়াছে জানিবে। স্বেদবহ স্রোতঃসমূহের মূল মেদঃ ও লোমকূপসকল। সেই সকল স্রোতের প্রদুষ্টি লক্ষণ যথা,—ঘর্ম্মের অভাব বা অতিঘর্ম্ম, দেহের কর্কশতা বা অত্যন্ত মসৃণতা, অঙ্গদাহ ও রোমহর্ষ; এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, তাহার স্বেদবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হইয়াছে জানিবে।

স্রোতাংসি শিরা ধমন্যো রসায়ন্যো রসবাহিন্যো নাড্যঃ পন্থানো মার্গাঃ শরীরচ্ছিদ্রাণি সংবৃতাসংবৃতানি স্থানান্যাশয়া আলয়া নিকেতাশ্চেতি শরীরধাত্ববকাশানাং লক্ষ্যালক্ষ্যাণাং নামানি ভবন্তি। তেষাং প্রকোপাৎ স্থানস্থাশ্চৈব মার্গগাশ্চ শরীরধাতবঃ প্রকোপমাপদ্যন্তে ইতরেষাং বা প্রকোপাদিতরাণি চ, স্রোতাংসি স্রোতাংস্যেব ধাতবশ্চ সর্ব্বধাতূনেব প্রদূষয়ন্তি প্রদুষ্টাঃ। তেষাং সর্ব্বেষামেব বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো দূষয়িতারো ভবন্তি দোষস্বভাবাদিতি।

শরীরস্থ ধাতুসমূহের যতপ্রকার লক্ষ্য ও অলক্ষ্য অবকাশ অর্থাৎ গমনপথ আছে; তাহাদের এইসমস্ত নাম যথা,—স্রোতঃ, শিরা, ধমনী, রসায়নী, রসবাহিনী, নাড়ী, পথ, মার্গ, শরীরছিদ্র, সংবৃতাসংবৃত, স্থান, আশয়, আলয় ও নিকেত। শরীরধাতুসমূহ স্বস্থানস্থ ও স্বমার্গগত থাকিলেও, স্রোতঃসমূহের প্রকোপে তাহারাও প্রকোপপ্রাপ্ত হয়। কোন একটি স্রোতঃ প্রকুপিত হইলেও অপর স্রোতঃ প্রকুপিত হয়। স্রোতঃ দূষিত হইয়া, অপর স্রোতঃ এবং ধাতু দূষিত হইয়া অন্য ধাতুকে প্রকুপিত করে। বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা, ইহারাই দোষস্বভাব বশতঃ, সমুদায় স্রোতঃ এবং সমস্ত ধাতুকে দূষিত করিয়া থাকে।

ভবন্তি চাত্র

ক্ষয়াৎ সন্ধারণাদ্রৌক্ষ্যাদ্ ব্যায়ামাৎ ক্ষুধিতস্য চ।
প্রাণবাহীণি দুষ্যন্তি স্রোতাংস্যন্যৈশ্চ দারুণৈঃ॥
ঔষ্ণ্যাদামাদ্ ভয়াৎ পানাদতিশুষ্কান্নসেবনাৎ।
অম্ববাহীনি দুষ্যন্তি তৃষ্ণায়াশ্চাতিপীড়নাৎ॥
অতিমাত্রস্য চাকালে চাহিতস্যচ ভোজনাৎ।
অন্নবাহীনি দুষ্যন্তি বৈগুণ্যাৎ পাবকস্য চ॥

ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রুক্ষতা, ব্যায়াম, ক্ষুধা এবং অন্যান্য দারুণ কার্য্য, এইসকল কারণে প্রাণবহ স্রোতঃসকল দূষিত হয়। আমদোষ, ভয়, অতিরিক্ত জলপান, শুষ্ক অন্ন ভোজন, এবং তৃষ্ণাদ্বারা অতিপীড়ন, এইসকল কারণে উদকবহ স্রোতঃসকল দূষিত হয়। অতিমাত্র ভোজন, অকালে ভোজন, অহিতকর দ্রব্য ভোজন এবং জঠরাগ্নির বিগুণতা, এইসকল কারণে অন্নবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়।

গুরু শীতমতিস্নিগ্ধমতিমাত্রং সমশ্নতাম্।
রসবাহীনি দুষ্যন্তি চিন্ত্যানাঞ্চাতিচিন্তনাৎ॥
বিহাহীন্যন্নপানানি স্নিগ্ধোষ্ণানি দ্রবাণি চ।
রক্তবাহীনি দুষ্যন্তি ভজতাঞ্চাতপানলৌ॥
অভিষ্যন্দীনি ভোজ্যানি স্থূলানি চ গুরূণিচ।
মাংসবাহীনি দুষ্যন্তি ভুক্ত্বা চ স্বপতাং দিবা॥

অবারামাদ্দিবাস্বপ্নাদ্মেধ্যানাঞ্চাতিসেবনাৎ।
মেদোবাহীনি দুষ্যন্তি বারুণ্যাশ্চাতিসেবনাৎ॥
ব্যায়ামাদতিসংক্ষোভাদস্থ্নামতিবিঘট্টনাৎ।
অস্থিবাহীনি দুষ্যন্তি বাতলানাঞ্চ সেবনাৎ॥
উৎপেষাদত্যভিষ্যন্দাদভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।
মজ্জবাহীনি দুষ্যন্তি বিরুদ্ধানাঞ্চ সেবনাৎ॥
অকালাযোনিগমনান্নিগ্রহাদতিমৈথুনাৎ।
শুক্রবাহীনি দুষ্যন্তি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভিস্তথা॥

গুরুপাক শীতল ও অতিস্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন, অতিমাত্রভোজন এবং চিন্তনীয় বিষয়ের অতিচিন্তা, এইসকল কারণে রসবহ স্রোতঃসকল দূষিত হয়। বিদাহী, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও তরল অন্নপানের অতিসেবা, এবং আতপ ও বায়ুর অতিরিক্ত সেবন, এই সকল কারণে রক্তবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়। অভিষ্যন্দী দ্রব্য, পিষ্টকাদি স্থূল দ্রব্য, ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, এবং ভোজনের পরে দিবানিদ্রা, এই সকল কারণে মাংসবাহী স্রোতঃ প্রদুষ্ট হয়। শ্রমশূন্যতা, দিবা-নিদ্রা, মেধ্য বস্তুর অতিভোজন, এবং বারুণীমদ্যের (তাড়ীর) অতি পান, এই সকল কারণে মেদোবাহী স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়। ব্যায়াম, অতিরিক্ত শরীরচালনা, অস্থির অতি বিঘট্টন, এবং বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যের অতিসেবা, এই সকল কারণে অস্থিবাহী স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হয়। উৎপেষণ, অভিষ্যন্দ, অভিঘাত, পীড়ন এবং বিরুদ্ধদ্রব্যের অতিসেবা, এই সকলকারণে মজ্জবাহী স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়। অকালে স্ত্রীসঙ্গম, অযোনিগমন, শুক্রবেগধারণ, অতিমৈথুন এবং শুক্রবহ স্রোতে শস্ত্র ক্ষার বা অগ্নিপ্রয়োগ, এই সকল কারণে শুক্রবহ স্রোতঃসকল দূষিত হয়।

মূত্রিতোদ্গকভক্ষ্যস্ত্রীসেবনান্মূত্রনিগ্রহাৎ।
মূত্রবাহীনি দুষ্যন্তি ক্ষীণস্যাতিকৃশস্য চ॥
বিধারণাদত্যশনাদজীর্ণাধ্যশনাত্তথা।
বর্চ্চোবাহীনি দুষ্যন্তি দুর্ব্বলাগ্নেঃ কৃশস্য চ॥
ব্যায়ামাদতিসংক্ষোভাচ্ছীতোষ্ণাক্রমসেবনাৎ।
স্বেদবাহীনি দুষ্যন্তি ক্রোধশোকভয়ৈস্তথা॥

মূত্রবেগাক্রান্ত হইয়া, জলপান, ভোজন বা স্ত্রীসঙ্গম করিলে, এবং মূত্রবেগ ধারণ করিলে, মূত্রবহ স্রোতঃ প্রদুষ্ট হয়। ক্ষীণ এবং অতিকৃশ ব্যক্তিরও মূত্রবহ স্রোতঃ দূষিত হইয়া থাকে। মলবেগধারণ, অতিভোজন, অজীর্ণভোজন ও পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন করিলে, এবং দুর্ব্বলাগ্নি ও কৃশ ব্যক্তির পুরীষবহ স্রোতঃসকল প্রদুষ্ট হয়। ব্যায়াম, শরীরের অতিচালনা, অযথাক্রমে শীত ও উষ্ণসেবা, এবং ক্রোধ, শোক ও ভয় এই সকল কারণে স্বেদবহ স্রোতঃসমূহ দূষিত হয়।

আহারশ্চ বিহারশ্চ যঃ স্যাদ্দোষগুণৈঃ সমঃ।
ধাতুভির্বিগুণশ্চাপি স্রোতসাং স প্রদূষকঃ॥

অতিপ্রবৃত্তিঃ সঙ্গো বা সিরাণাং গ্রন্থয়োঽথবা।
বিমার্গগমনঞ্চাপি স্রোতসাং দুষ্টিলক্ষণম্ ॥

যে সকল আহার-বিহার বাতাদিদোষের গুণের সহিত সমান গুণবিশিষ্ট, অথবা ধাতু-সমূহের বিপরীত গুণযুক্ত, সেইসকল আহার-বিহার স্রোতঃসমূহের দুষ্টিকারক। সিরাপথে বাতাদিদোষের অতিগমন বা বিবদ্ধতা, সিরাসমূহের গ্রন্থি, এবং সিরাপথে বাতাদির বিমার্গ-গমন, এইসমস্ত বাতাদিদোষবহ স্রোতঃসমূহের দুষ্টিলক্ষণ।

স্বধাতুসমবর্ণানি বৃত্তস্থূলাণ্বাণূনি চ।
স্রোতাংসি দীর্ঘাণ্যাকৃত্যা প্রতানসদৃশানি চ ॥

স্রোতঃসকল স্বকীয় ধাতুর তুল্যবর্ণ, গোলাকার, স্থূল বা সূক্ষ্ম, দীর্ঘ, এবং আকৃতিতে লতার ন্যায়।

প্রাণোদকান্নবাহীনাং দুষ্টানাং শ্বাসিকী ক্রিয়া।
কার্য্যা তৃষ্ণোপশমনী তথৈবামপ্রদোষিকী ॥
বিবিধাশিতপীতীয়ে রসাদীনাং যদৌষধম্।
রসাদিস্রোতসাং কুর্য্যাৎ তৎ যথাস্বমুপক্রমম্ ॥
মূত্রবিট্স্বেদবাহীনাং চিকিৎসা মৌত্রকৃচ্ছ্রিকী।
তথাতিসারিকী কার্য্যা তথা জ্বরচিকিৎসিকী ॥

প্রাণবহ স্রোতঃ দূষিত হইলে শ্বাসরোগোক্ত ক্রিয়া, উদকবহ স্রোতঃ দূষিত হইলে তৃষ্ণা রোগের প্রতীকার এবং অন্নবহ স্রোতোদুষ্টিতে আমদোষের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। রসাদি ধাতুবহ স্রোতঃ দূষিত হইলে, বিবিধাশিত-পীতীয় অধ্যায়ে রসাদি-ধাতুদুষ্টির যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, যথাক্রমে সেইসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মূত্রবহ স্রোতঃপ্রদুষ্ট হইলে মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা, পুরীষবহ স্রোতের দুষ্টিতে অতিসার রোগের চিকিৎসা, এবং স্বেদবহ স্রোতঃ দূষিত হইলে, জ্বররোগের চিকিৎসা করিতে হইবে।

তত্র শ্লোকাঃ

ত্রয়োদশানাং মূলানি স্রোতসাং দুষ্টিলক্ষণম্।
সামান্যং নাম পর্য্যায়াঃ কোপনানি পরস্পরম্ ॥
[illegible]ঃ পৃথক্ত্বেন ভেষজোদ্দেশ এব চ।
স্রোতোবিমানে নির্দ্দিষ্টস্তথা চাদৌ বিনিশ্চয়ঃ ॥
কেবলং বিদিতং যস্য শরীরং সর্ব্বভাবতঃ।
শারীরাঃ সর্ব্বরোগাশ্চ স কর্ম্মসু ন মুহ্যতি ॥

ত্রয়োদশপ্রকার স্রোতের মূল, তাহাদের দুষ্টিলক্ষণ, সাধারণতঃ নাম-পর্য্যায়, পরস্পর প্রকোপণ, দোষের কারণ, পৃথক্ পৃথক্ ঔষধনির্দ্দেশ, এবং স্রোতঃসমূহের বিনিশ্চয়, এই-সমস্ত বিষয়, এই স্রোতোবিমান অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকারে সমুদায় শরীরতত্ত্ব এবং শারীর রোগসমূহ যিনি অবগত থাকেন, তিনি চিকিৎসাকার্য্যে মুগ্ধ হন না।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে
স্রোতোবিমানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
স্রোতোবিমান নামক পঞ্চম অধ্যায়।

—— * ——

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

—— * ——

অথাতো রোগানীকং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রোগানীক বিমান ব্যাখ্যা করিব।

দ্বে রোগানীকে ভবতঃ প্রভাবভেদেন সাধ্যমসাধ্যঞ্চ, দ্বে রোগানীকে বলভেদেন মৃদু দারুণঞ্চ, দ্বে রোগানীকে অধিষ্ঠানভেদেন মনোঽধিষ্ঠানং শরীরাধিষ্ঠানঞ্চ, দ্বে রোগানীকে নিমিত্তভেদেন ধাতুবৈষম্যনিমিত্তঞ্চাগন্তুজঞ্চ, দ্বে রোগানীকে আশয়ভেদেন আমাশয়সমুত্থং পক্বাশয়সমুত্থঞ্চ।

রোগসমূহ প্রভাবভেদে দুইপ্রকার; যথা সাধ্য ও অসাধ্য। রোগসমূহ বলভেদে দুই প্রকার; যথা মৃদু ও দারুণ। অধিষ্ঠানভেদে রোগসমূহ দুই প্রকার; যথা মনোধিষ্ঠান ও শরীরাধিষ্ঠান। নিমিত্তভেদে রোগসমূহ দুইপ্রকার, যথা ধাতুবৈষম্যজন্য ও আগন্তুজন্য। আশয়ভেদে রোগসমূহ দুই প্রকার; যথা—আমাশয়জাত ও পক্বাশয়জাত।

এবমেতৎ প্রভাববলাধিষ্ঠাননিমিত্তাশয়ভেদাদ্ দ্বৈধং সদ্ ভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিদ্যমানং বা সন্ধীয়মানং স্যাদেকত্বং বহুত্বং বা। একত্বং তাবদেকমেব রোগানীকং রুক্‌সামান্যাৎ। বহুত্বন্তু দশ রোগানীকানি প্রভাবভেদাদিনা ভবন্তি। বহুত্বমপি সংখ্যেয়ং স্যাদসংখ্যেয়ং বা স্যাৎ। তত্র সংখ্যেয়ং তাবদ্ যথোক্তমষ্টৌদরীয়ে। অপরিসংখ্যেয়ং পুনর্যথা মহারোগাধ্যায়ে রুগ্বর্ণসমুত্থানাদীনামপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ। নচ সংখ্যেয়াগ্র্যেষু ভেদপ্রকৃত্যন্তরীয়েষু বিগীতিরিত্যতো দোষবতী স্যাদত্র প্রতিজ্ঞা কাচিৎ, নচাবিগীতিরিত্যতো দোষবতী স্যাৎ, ভেত্তা হি ভেদ্যমন্যথা ভিনত্তি। অন্যথা পুরস্তাদ্ ভিন্নং ভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিন্দন্ ভেদসংখ্যাবিশেষমাপাদয়ত্যনেকধা ন চ পূর্ব্বং ভেদাগ্র্যমুপহন্তি সমানায়ামপিতু ভেদপ্রকৃতৌ প্রকৃত্যনুপ্রয়োগান্তরমপেক্ষ্যম্।

এইরূপে প্রভাব, বল, অধিষ্ঠান, নিমিত্ত ও আশয়ভেদে ব্যাধিসমূহ বিবিধ হইলেও, অপর

ভেদক ধর্ম্মদ্বারা ভিন্ন অথবা কোনকারণে মিলিত হইয়া, তাহারা একত্ব বা বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রুক্‌সামান্য হেতু ব্যাধিসমূহের একত্ব, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রভাবাদি ভেদে রোগসমূহের দশবিধত্ব নির্দ্দেশ দ্বারা বহুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। বহুত্বও আবার সংখ্যেয় ও অপরিসংখ্যেয়-ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। সংখ্যেয় বহুত্বের বিষয় অষ্টৌদরীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; এবং অপরিসংখ্যেয়ত্বের বিষয় মহারোগাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; যথা—"বেদনা বর্ণ নিদানাদির অপরিসংখ্যেয়ত্ব জন্য রোগসমূহও অপরিসংখ্যেয় হইয়া থাকে।" সংখ্যেয় রোগসমূহে ভেদক ধর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে, অথবা তদ্রূপ কোন সংখ্যানির্দ্দেশ না করিলেও, তজ্জন্য কোন প্রতিজ্ঞা বাক্যই দোষের হইতে পারে না। যেহেতু ভেদকর্ত্তা ভেদ্য পদার্থ এক প্রকারে ভেদ করিয়া, আবার অন্য প্রকারেও ভেদ করিতে পারেন। প্রথমে একরূপ ভেদ করিয়া, পুনর্ব্বার অন্য ভেদক ধর্ম্মদ্বারা তাহা ভেদ করিলে, ভেদসংখ্যার নানাপ্রকার পার্থক্য হয়, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বভেদ সংখ্যার কোন হানি হয় না। ভেদ্যপ্রকৃতি সমান হইলে, অর্থাৎ একপ্রকার যাহার ভেদ করা হইয়াছে, তাহারই আবার অন্যরূপ ভেদ করিতে হইলে, অন্যপ্রকৃতির অনুপ্রয়োগ অপেক্ষা করে। (যেমন সাধ্য-অসাধ্যভেদে রোগসমূহ দ্বিবিধ, এবং নিজ আগন্তু ও মানসভেদে ত্রিবিধ ইত্যাদি।)

অস্তি হ্যর্থান্তরাণি সমানশব্দাভিহিতানি, সন্তি চানর্থান্তরাণি পর্য্যায়-শব্দাভিহিতানি। সমানো হি রোগশব্দো দোষেষুচ ব্যাধিষুচ। দোষাহপি রোগশব্দমাত শব্দং যক্ষ্মশব্দং দোষপ্রকৃতিশব্দং বিকারশব্দঞ্চ লভন্তে। ব্যাধয়শ্চ রোগশব্দমাতঙ্কশব্দং যক্ষ্মশব্দং দোষপ্রকৃতিশব্দং বিকারশব্দঞ্চ লভন্তে। তত্র দোষেষু চ ব্যাধিষু চ রোগশব্দঃ সমানঃ শেষেষু তু বিশেষবান্। তত্র ব্যাধয়োহপরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতিবহুত্বাদ্ দোষাস্তু খলু পরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যনতিবাহুল্যাৎ। তস্মাদ্ যথোচিতং বিকারানু-দাহরণার্থমনবশেষেণ চ দোষান্ যথাবদনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

সমান শব্দদ্বারা অভিহিত বিষয়েরও অর্থান্তর আছে; আবার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা অভি-হিত বিষয়েরও একরূপ অর্থ হইয়া থাকে। যেমন, এক রোগ শব্দ, দোষ ও ব্যাধি উভয় অর্থে প্রযুক্ত হয়। দোষসমূহও রোগশব্দ, আতঙ্কশব্দ, যক্ষ্মশব্দ, দোষপ্রকৃতিশব্দ ও বিকারশব্দ দ্বারা অভিহিত হয়। আবার ব্যাধিসমূহও রোগশব্দ, আতঙ্কশব্দ, যক্ষ্মশব্দ, দোষপ্রকৃতি শব্দ ও বিকারশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। দোষ এবং ব্যাধি উভয়ার্থে রোগ শব্দ সমান; কিন্তু শেষার্থে অর্থাৎ ব্যাধিবিষয়ে রোগশব্দ বিশেষার্থ বিশিষ্ট। অতি বহুত্বজন্য ব্যাধিসকল অপরিসংখ্যেয়, এবং অনতিবহুত্ব জন্য দোষসমূহ পরিসংখ্যেয়। ব্যাধিসমূহের অপরিসংখ্যে-য়ত্বজন্য, যে সকল ব্যাধি সর্ব্বদা উৎপন্ন হয়, উদাহরণার্থ কেবল সেই সমস্ত ব্যাধির, এবং পরিসংখ্যেয়ত্ব জন্য সমুদায় দোষেরই যথাযথ ব্যাখ্যা করিতেছি।

রজস্তমশ্চ মানসৌ দোষৌ, তয়োর্বিকারাঃ কামক্রোধলোভমোহে-র্ষ্যামানমদশোকচিন্তোদ্বেগভয়হর্ষাদয়ঃ। বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তু খলু শারীরা দোষাস্তেষামপি বিকারা জ্বরাতিসারশোথশোষশ্বাসমেহকুষ্ঠাদয় ইতি। দোষাঃ কেবলা ব্যাখ্যাতা বিকারৈকদেশশ্চ।

রজঃ ও তমঃ এই দুইটি মানসদোষ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, অভিমান, মদ, শোক, চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় ও হর্ষাদি, এই উভয়দোষের বিকার। বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিনটি শারীরদোষ। জ্বর, অতিসার, শোথ, শোষ, শ্বাস, মেহ ও কুষ্ঠাদি, ঐ সমস্ত শারীর-দোষের বিকার। সমস্ত দোষ এবং বিকারসমূহের একদেশ ব্যাখ্যাত হইল।

তত্র খলু এষাং দ্বয়ানামপি দোষাণাং ত্রিবিধং প্রকোপণম্, অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি। প্রকুপিতাস্তু খলু প্রকোপণবিশেষাদ্ দূষ্যবিশেষাচ্চ বিকারবিশেষানভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্ত্যপরিসংখ্যেয়ান্। তে খলু বিকারাঃ পরস্পরমনুবর্ত্তমানাঃ কদাচিদনুবধ্নন্তি কামাদয়ো জ্বরাদয়শ্চ। নিয়তস্ত্বনুবন্ধো রজস্তমসোঃ পরস্পরং নহ্যরজস্কং তমঃ। প্রায়ঃ শরীরদোষাণামেকাধিষ্ঠানীয়ানাং সন্নিপাতঃ সংসর্গো বা সমানগুণত্বাৎ দোষা হি দূষণৈঃ সমানাঃ। তত্রানুবন্ধ্যানুবন্ধকৃতো বিশেষঃ। স্বতন্ত্রো ব্যক্তলিঙ্গো যথোক্তসমুত্থানপ্রশমো ভবত্যনুবন্ধ্যস্তদ্বিপরীতলক্ষণশ্চানুবন্ধঃ। অনুবন্ধ্যানুবন্ধলক্ষণান্বিতা যদি তত্র দোষা ভবন্তি তত্র ত্রিকং সন্নিপাতমাচক্ষ্যতে দ্বয়ং বা সংসর্গম্। অনুবন্ধ্যানুবন্ধবিশেষকৃতস্তু বহুবিধো দোষভেদঃ। এবমেষঃ সংজ্ঞাপ্রকৃতো ভিষজাং দোষেষু চৈব ব্যাধিষু চ নানাপ্রকৃতিবিশেষাদ্ ব্যূহঃ।

এই দ্বিবিধ দোষেরই প্রকোপকারণ তিনপ্রকার; যথা—অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম। প্রকুপিত দোষসকল প্রকোপকারণের পার্থক্য এবং দূষ্যবিশেষানুসারে অপরিসংখ্যেয় বিকারবিশেষ উৎপাদন করে। সেইসকল কামাদি মানস বিকার এবং জ্বরাদি শারীর বিকার দীর্ঘকাল বর্ত্তমান থাকিলে, কদাচিৎ পরস্পরের অনুবন্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু রজঃ ও তমঃ এই উভয় দোষ নিয়তই অনুবন্ধবিশিষ্ট; যেহেতু রজঃশূন্য তমঃ থাকিতে পারে না। একস্থানস্থিত শারীর দোষসমূহের যে যে গুণের সমানতা থাকে, সেই সকল গুণদ্বারা তাহাদের সন্নিপাত বা সংসর্গ হয়, যেহেতু প্রকোপকারণানুসারে দোষসমূহ সমানগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রকোপণ-হেতুবিশেষদ্বারা বাতাদিদোষের সমান সমান গুণগুলি প্রকুপিত হয় এবং সেই প্রকুপিত গুণদ্বারাই তাহাদের সন্নিপাত বা সংসর্গ হইয়া থাকে। সেই সন্নিপাত বা সংসর্গে অনুবন্ধ্য ও অনুবন্ধকৃত বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে। যে দোষ প্রধান, যাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট, এবং যাহা যথোক্ত নিদানে উৎপন্ন ও যথোক্ত কারণে প্রশম প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনুবন্ধ্য; এবং যে দোষ তদ্বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট তাহাই অনুবন্ধ। যেখানে অনুবন্ধ্য ও অনুবন্ধ লক্ষণান্বিত হইয়া তিনদোষই মিলিত থাকে, তাহাকে ত্রিকসন্নিপাত কহে, এবং যেখানে ঐরূপ ভাবে দুইটি দোষ মিলিত থাকে, তাহাকে সংসর্গ কহে। অনুবন্ধ্য ও অনুবন্ধানুসারে দোষভেদও বহুবিধ হইয়া থাকে। ভিষক্‌গণ এইরূপে দোষবিষয়ে সংজ্ঞাভেদ করিয়া থাকেন, এবং ব্যাধিবিষয়েও নানাপ্রকৃতিভেদানুসারে সংজ্ঞাভেদ কর্ত্তব্য।

অগ্নিষু তু শারীরেষু চতুর্ব্বিধো বিশেষো বলভেদেন ভবতি। তদ্যথা তীক্ষ্ণো মন্দঃ সমো বিষমশ্চেতি। তত্র তীক্ষ্ণোঽগ্নিঃ সর্ব্বাপচারসহঃ,

তদ্বিপরীতলক্ষণস্তু মন্দঃ, সমস্তু খল্বপচারতো বিকৃতিমাপদ্যতে, অনপচারতস্তু প্রকৃতাবেবাবতিষ্ঠতে। সমলক্ষণবিপরীতলক্ষণস্তু বিষমঃ।

শারীর অগ্নি বলভেদানুসারে চারিভাগে বিভক্ত। যথা—তীক্ষ্ণ, মন্দ, সম ও বিষম। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণ অগ্নি সমুদায় অপচার সহ্য করিতে সমর্থ। মন্দ অগ্নি ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট। সম অগ্নি অপচারে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং অপচার না হইলে প্রকৃতিস্থ থাকে। বিষম অগ্নি, সম অগ্নির বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট।

ইত্যেতে চতুর্ব্বিধা ভবন্ত্যগ্নয়শ্চতুর্ব্বিধানামেব পুরুষাণাম। তত্র সমবাতপিত্তশ্লেষ্মণাম্ প্রকৃতিস্থানাং সমা ভবন্ত্যগ্নয়ো বাতলানান্তু বাতাভিভূতেঽগ্ন্যধিষ্ঠানে বিষমা ভবন্ত্যগ্নয়ঃ। পিত্তলানান্তু পিত্তাভিভূতে হ্যগ্ন্যধিষ্ঠানে তীক্ষ্ণা ভবন্ত্যগ্নয়ঃ। শ্লেষ্মলানান্তু শ্লেষ্মাভিভূতে হ্যগ্ন্যধিষ্ঠানে মন্দা ভবন্ত্যগ্নয়ঃ।

এই চতুর্ব্বিধ অগ্নি চতুর্ব্বিধ মানবের হইয়া থাকে। যেসকল ব্যক্তির বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সমান, সেইসকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অগ্নি সম হইয়া থাকে। যাহারা বাতপ্রধান ব্যক্তি, তাহাদের অগ্নিস্থান (গ্রহণী নাড়ী) বাতাভিভূত হওয়ায় অগ্নি বিষম হয়। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির অগ্নিস্থান পিত্তাভিভূত থাকায় অগ্নি তীক্ষ্ণ হয়। শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির অগ্নিস্থান শ্লেষ্মাভিভূত থাকায় অগ্নি মন্দ হইয়া থাকে।

তত্র কেচিদাহুর্ন সমবাতপিত্তশ্লেষ্মাণো জন্তবঃ সন্তি বিষমাহারোপযোগিত্বান্মনুষ্যাণাম্, তস্মাচ্চ বাতপ্রকৃতয়ঃ কেচিৎ, পিত্তপ্রকৃতয়ঃ কেচিৎ, পুনঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়শ্চ কেচিদ্ ভবন্তীতি। তচ্চানুপপন্নং, কস্মাৎ কারণাৎ? সমবাতপিত্তশ্লেষ্মাণং হ্যারোগমিচ্ছন্তি ভিষজঃ। যতঃ প্রকৃতিশ্চারোগ্যমারোগ্যার্থা চ ভেষজপ্রবৃত্তিঃ সা চেষ্টরূপা। তস্মাৎ সন্তি সমবাতপিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো ন খলু সন্তি বাতপ্রকৃতয়ঃ পিত্তপ্রকৃতয়ঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো বা। তস্য তস্য হি দোষস্যাধিকভাবাৎ সা সা দোষপ্রকৃতিরেবোচ্যতে মনুষ্যাণাম্। ন চ বিকৃতেষু দোষেষু প্রকৃতিস্থত্বমুপপদ্যতে তস্মান্নৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ সন্তি। সন্তি তু খলু বাতলাঃ পিত্তলাঃ শ্লেষ্মলাশ্চাপ্রকৃতিস্থাস্তু তে জ্ঞেয়াঃ।

এই ব্যবস্থায় কেহ কেহ বলেন, মনুষ্যগণ বিষমাহার করিয়া থাকে, সুতরাং কাহারও বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সমান হইতে পারে না। অতএব কেহ বাতপ্রকৃতি, কেহ পিত্তপ্রকৃতি, এবং কেহ বা শ্লেষ্মপ্রকৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, যাহাদের বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সমান, তাহাদিগকেই চিকিৎসকগণ নীরোগ বলিয়া থাকেন। যেহেতু প্রকৃতিই আরোগ্য, আরোগ্যের জন্যই ঔষধপ্রয়োগ, এবং প্রকৃতিই অভীষ্ট বিষয়। অতএব সমবাতপিত্তশ্লেষ্ম-প্রকৃতি মনুষ্য আছে। কিন্তু বস্তুতঃ বাতপ্রকৃতি পিত্তপ্রকৃতি ও শ্লেষ্মপ্রকৃতি

মনুষ্যই নাই। কারণ ইহাতে সেই সেই দোষের আধিক্য সত্ত্বেও, সেই সেই দোষকেই মনুষ্যগণের প্রকৃতি বলা হইতেছে। কিন্তু বাতাদি দোষ বিকৃত অর্থাৎ অধিক হইলে, মনুষ্য প্রকৃতিস্থ থাকা অসম্ভব। অতএব আধিক্যপ্রাপ্ত বাতাদিদোষ প্রকৃতি হইতে পারে না। তবে, বাতল, পিত্তল ও শ্লেষ্মল মনুষ্য আছে, তাহাদিগকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

তেষান্তু চতুর্ব্বিধানাং পুরুষাণাং চত্বার্য্যনুপ্রণিধানানি শ্রেয়স্করাণি ভবন্তি। তত্র সমসর্ব্বধাতূনাং সর্ব্বাকারসমধিকদোষাণান্তু ত্রয়াণাং যথাস্বং দোষাধিক্যমভিসমীক্ষ্য দোষপ্রতিকূলযোগীনি ত্রীণ্যনুপ্রণিধানানি শ্রেয়স্করাণি ভবন্তি, যাবদগ্নেঃ সমীভাবাৎ। সমেতু সমমেব কার্য্যমেবঞ্চেষ্টা ভেষজপ্রয়োগাশ্চাপরে। তানি বিস্তরেণানুব্যাখ্যাস্যামঃ।

উক্ত চতুর্ব্বিধ পুরুষের চারিপ্রকার অনুপ্রণিধান অর্থাৎ যেসকল আহারাদি দ্বারা ধাতুসাম্য হয়, সেই সমস্ত আহারাদির প্রয়োগ হিতকর। যাহারা সমসর্ব্বধাতু, অর্থাৎ যাহাদের বায়ু, পিত্ত ও কফ সমান, তাহাদের পক্ষে সম অনুপ্রণিধান অর্থাৎ যেসকল অন্ন-পানাদি, বাতপিত্তশ্লেষ্মার সাম্যসংস্থাপক, তাহাই শ্রেয়স্কর। আর যাহাদের কোন একটি দোষ সর্ব্বপ্রকারে অধিক, অর্থাৎ যাহারা বাতল, পিত্তল বা শ্লেষ্মল, তাহাদের দোষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, অগ্নির সমভাব না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই দোষের প্রতিকূলযোগী অনুপ্রণিধান অর্থাৎ যেরূপ অন্নপানাদি যে দোষের প্রতিকূল তাহারই উপযোগ হিতকর হইয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের অগ্নি সমভাবাপন্ন হইলে, সম অনুপ্রণিধান, এবং সমতারক্ষক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই বিষয় পুনর্ব্বার বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিতেছি।

ত্রয়স্তু পুরুষা ভবন্ত্যাতুরাস্তেত্বনাতুরাস্তন্ত্রান্তরীয়াণাম্ ভিষজাম্। তদ্যথা বাতলশ্চ পিত্তলশ্চ শ্লেষ্মলশ্চেতি। তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানম্। বাতলস্য বাতনিমিত্তাঃ পিত্তলস্য পিত্তনিমিত্তাঃ শ্লেষ্মলস্য শ্লেষ্মনিমিত্তা ব্যাধয়ঃ স্যুর্বলবন্তশ্চ। তত্র বাতলস্য বাতপ্রকোপণোক্তান্যাসেবমানস্য ক্ষিপ্রং বাতঃ প্রকোপমাপদ্যতে ন তথেতরৌ দোষৌ। স তস্য প্রকোপমাপন্নো যথোক্তৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতপতি বলবর্ণসুখায়ুষামুপঘাতায়। তস্যাবজয়নং স্নেহস্বেদৌ বিধিযুক্তৌ, মৃদূনি চ সংশোধনানি স্নেহোষ্ণমধুরাম্ললবণযুক্তানি, তদ্বদভ্যবহার্য্যাণ্যভ্যঙ্গ্যান্যুপনাহোদ্বেষ্টনোন্মর্দ্দনপরিষেকাবগাহ-সম্বাহনাবপীড়নবিত্রাসনবিস্মাপনবিস্মারণানি চ সুরাসবিধানং স্নেহাশ্চানেকযোনয়ো দীপনীয়পাচনীয়োপহিতাস্তথা শতপাকাঃ সহস্রপাকাঃ সর্ব্বশশ্চ প্রয়োগার্থা বস্তয়ো বস্তিনিয়মঃ সুখশীলতা চেতি।

বাতল, পিত্তল ও শ্লেষ্মল, এই ত্রিবিধ পুরুষ আতুর; কিন্তু তন্ত্রান্তরীয় চিকিৎসকগণের মতে ইহারা আতুর নহে। তাহাদের বিশেষ বিজ্ঞান এই,—বাতল ব্যক্তির বায়ুনিমিত্ত, পিত্তল ব্যক্তির পিত্তনিমিত্ত এবং শ্লেষ্মল ব্যক্তির শ্লেষ্মনিমিত্ত ব্যাধিসকল বলবান্ হয়। বাতল

ব্যক্তি রাতপ্রকোপক দ্রব্য সেবন করিলে, তাহার বায়ু যেরূপ শীঘ্রই প্রকুপিত হয়, পিত্তের ও শ্লেষ্মার প্রকোপক দ্রব্য সেবনে সে দোষ সেরূপ প্রকুপিত হয় না। বাতল ব্যক্তির বায়ু প্রকোপপ্রাপ্ত হইয়া, যথোক্ত বাতবিকার-সমূহদ্বারা তাহার শরীর উপতপ্ত করে এবং বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর হানি করে। সেই বায়ুর শান্তির উপায়, যথাবিধি স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং মধুর অম্ল ও লবণরস মিশ্রিত মৃদু বমন-বিরেচনাদি সংশোধন, ঐরূপ স্নেহোষ্ণাদি গুণযুক্ত আহার, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, উপনাহস্বেদ, উদ্বেষ্টন, উন্মর্দ্দন, পরিষেক, অবগাহন, সম্বাহন, অবপীড়ন, বিত্রাসন, বিস্মাপন, বিস্মারণ, সুরা ও আসববিধান, দীপনীয় ও পাচনীয় দ্রব্যসংস্কৃত শতপাক বা সহস্রপাক বিশিষ্ট নানাবিধ তৈল, সর্ব্বপ্রকারে প্রয়োগার্থ বস্তি ও বস্তিনিয়ম এবং সুখকর বিহারের অনুশীলন।

পিত্তলস্যাপি পিত্তপ্রকোপণোক্তান্যাসেবমানস্য পিত্তং ক্ষিপ্রং প্রকোপমাপদ্যতে ন তথেতরৌ দোষৌ। তদস্য প্রকোপমাপন্নং যথোক্তৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতপতি বলবর্ণসুখায়ুষামুপঘাতায়। তস্যাবজয়নং সর্পিঃপানং সর্পিষা চ স্নেহনমধশ্চ দোষহরণং, মধুরতিক্তকষায়শীতানামৌষধাভ্যবহার্য্যাণামুপযোগো, মৃদুমধুরসুরভিশীতহৃদ্যানাং গন্ধানাঞ্চোপসেবা, মুক্তামণিহারাবলীনাঞ্চ পবনশিশিরবারিসংস্থিতানাং ধারণমুরসা ক্ষণে ক্ষণে স্রক্‌চন্দনপ্রিয়ঙ্গুকালীয়মৃণালোৎপলকুমুদকোকনদসৌগন্ধিকপদ্মানুগতৈশ্চ বারিভিরভিপ্রোক্ষণং, শ্রুতিসুখমৃদুমধুরমনোহনুগানাঞ্চ গীতবাদিত্রাণাং শ্রবণং, শ্রবণঞ্চাভ্যুদয়ানাং, সুহৃদ্ভিশ্চ সংযোগশ্চেষ্টাভিঃ স্ত্রীভিঃ শীতোপহিতাংশুকস্রগ্দামহারধারিণীভিঃ, নিশাকরাংশুশীতলপ্রবাতহর্ম্ম্যবাসঃ, শৈলান্তরপুলিনশিশিরসদনবসনব্যজনপবনসেবা, রম্যাণাঞ্চোপবনানাং সুখশিশিরসুরভিমারুতোপগতানামুপসেবনং, সেবনঞ্চ পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রহস্তানাং সৌম্যানাং সর্ব্বভাবানামিতি।

পিত্তল ব্যক্তির পিত্তপ্রকোপক দ্রব্য ব্যবহারে পিত্ত যেরূপ শীঘ্র প্রকোপপ্রাপ্ত হয়, অন্য দোষবর্দ্ধক দ্রব্যসেবনে অন্য দোষ সেরূপ শীঘ্র প্রকুপিত হয় না। পিত্তল ব্যক্তির পিত্ত প্রকোপপ্রাপ্ত হইয়া যথোক্ত পিত্তবিকার-সমূহদ্বারা তাহার শরীর উপতপ্ত করে এবং বল বর্ণ সুখ ও আয়ুর হানি করে। সেই পিত্তের শান্তির উপায়,—ঘৃতপান, ঘৃতদ্বারা স্নেহন, অধোমার্গদ্বারা দোষনির্হরণ, মধুর তিক্ত কষায় ও শীতল ঔষধ এবং আহার সেবন, মৃদু মধুর সুরভি শীতল ও মনোরম গন্ধের আঘ্রাণ, বক্ষঃস্থলে শীতল বায়ু ও শীতল বারি সম্পৃক্ত মুক্তা-মণির হারধারণ, মাল্য, চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, কালীয়, মৃণাল, উৎপল, কুমুদ, কোকনদ, সৌগন্ধিক ও পদ্ম দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে গাত্রে শীতল জলের অভিপ্রোক্ষণ, শ্রুতিসুখকর মৃদু মধুর ও মনোরম গীত বাদ্যের শ্রবণ, মঙ্গলসংবাদ শ্রবণ, সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলন, শীতলসূক্ষ্মবস্ত্র এবং মাল্য ও হারভূষিত স্পৃহনীয় রমণীগণের সহিত অবস্থান, চন্দ্রকিরণযুক্ত শীতল ও প্রবাত হর্ম্ম্যগৃহে বাস; পর্ব্বত, নদীতীর, শীতল গৃহ, শীতল বস্ত্র, শীতল ব্যজন ও শীতল বায়ুর সেবা; সুখকর শীতল ও সুরভি বায়ু-

যুক্ত উপবনে অবস্থান; পদ্ম, উৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পুণ্ডরীক ও শতপত্রধারী ব্যক্তিগণের সহবাস এবং সুশীতল সমুদায় পদার্থের উপসেবা।

শ্লেষ্মলস্য শ্লেষ্মপ্রকোপণোক্তান্যাসেবমানস্য ক্ষিপ্রং শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে ন তথেতরৌ দোষৌ। স তু তস্য প্রকোপমাপন্নো যথোক্তৈর্বিকারৈঃ শরীরমুপতপতি বলবর্ণসুখায়ুষামুপঘাতায়। তস্যাবজয়নং বিধিযুক্তানি তীক্ষ্ণোষ্ণানি সংশোধনশমনানি রুক্ষপ্রায়াণি চাভ্যবহার্য্যাণি কটুতিক্তকষায়োপহিতানি, তথৈব ধাবনলঙ্ঘনপ্লবনপরিসরণজাগরণযুদ্ধব্যবায়ব্যায়ামোন্মর্দ্দনস্নানোৎসাদনানি বিশেষতস্তীক্ষ্ণানাঞ্চ দীর্ঘকালস্থিতানাং মদ্যানামুপযোগঃ, সধূমপানঃ সর্ব্বশশ্চোপবাসস্তথোষ্ণং বাসঃ সুখপ্রতিষেধশ্চ সুখার্থমেবেতি।

শ্লেষ্মল ব্যক্তির শ্লেষ্মপ্রকোপক দ্রব্য সেবন দ্বারা যেরূপ শীঘ্র শ্লেষ্মা প্রকোপ-প্রাপ্ত হয়, অন্য দোষবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে অন্য দোষ সেরূপ শীঘ্র প্রকুপিত হয় না। শ্লেষ্মল ব্যক্তির শ্লেষ্মা প্রকোপ-প্রাপ্ত হইয়া, যথোক্ত শ্লেষ্মবিকার-সমূহদ্বারা শরীর উপতপ্ত করে এবং বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর হানি করিয়া থাকে। সেই শ্লেষ্মার শান্তির উপায়,—যথাবিহিত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ সংশোধন এবং সংশমন ঔষধ; রুক্ষগুণবহুল এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত আহার, ধাবন, লঙ্ঘন, জলসন্তরণ, পর্য্যটন, রাত্রিজাগরণ, যুদ্ধ, মৈথুন, ব্যায়াম, উন্মর্দ্দন, স্নান, উৎসাদন, দীর্ঘকালের পুরাতন তীক্ষ্ণ মদ্য পান, ধূমপান, সর্ব্ববিধ উপবাস, উষ্ণ বস্ত্র এবং সুখের জন্য সুখের প্রতিষেধ অর্থাৎ শ্লেষ্মবিকৃতির কষ্টনিবারণ জন্য পরিশ্রমসেবা।

ভবতি চাত্র

সর্ব্বরোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বকার্য্যবিশেষবিৎ।
সর্ব্বভেষজতত্ত্বজ্ঞো রাজ্ঞঃ প্রাণপতির্ভবেৎ॥

যিনি সমুদায় রোগের বিশেষজ্ঞ, সর্ব্বকার্য্যের বিশেষবিৎ এবং সমস্ত ঔষধের তত্ত্বজ্ঞ, তিনিই রাজার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ।

তত্র শ্লোকাঃ

প্রকৃত্যন্তরভেদেন রোগানীকবিকল্পনম্।
পরস্পরাবিরোধশ্চ সামান্যং রোগদোষয়োঃ॥
দোষসংখ্যাবিকারাণামেকদেশঃ প্রকোপণম্।
জরণং প্রতিচিন্তা চ দেহাগ্নেরক্ষণানি চ॥
নরাণাং বাতলাদীনাং প্রকৃতিস্থাপনানি চ।
রোগানীকবিমানেঽস্মিন্ ব্যাহৃতানি মহর্ষিণা॥

ভেদক ধর্ম্মভেদে রোগসমূহের ভেদকল্পনা, ভেদকল্পনায় পরস্পর অবিরোধ, রোগের ও দোষের সামান্য, দোষের ও রোগের সংখ্যা, রোগের একদেশ কথন, দোষের প্রকোপণ,

জঠরাগ্নির আলোচনা, দেহাগ্নির রক্ষণ এবং বাতলাদি মনুষ্যের প্রকৃতিস্থাপন, এই সমস্ত বিষয়, এই রোগানীকবিমানে মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইত্যাগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে বিমানস্থানে
রোগানীকবিমানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
রোগানীকবিমান নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো ব্যাধিতরূপীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম-
ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা ব্যাধিতরূপীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

ইহ খলু দ্বৌ পুরুষৌ ব্যাধিতরূপৌ ভবতঃ, গুরুব্যাধিতো লঘুব্যাধিতশ্চ। তত্র গুরুব্যাধিত একঃ সত্ত্ববলশরীরসম্পদুপেতত্বাৎ লঘুব্যাধিত ইব দৃশ্যতে। লঘুব্যাধিতোঽপরঃ সত্ত্বাদীনামল্পত্বাদ্ গুরুব্যাধিত ইব দৃশ্যতে। তয়োরকুশলাঃ কেবলং চক্ষুষৈব রূপং দৃষ্ট্বাঽধ্যবস্যন্তো ব্যাধিগুরুলাঘবে বিপ্রতিপদ্যন্তে। নহি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে। বিপ্রতিপন্নাস্তু খলু রোগজ্ঞানে চাপি বিপ্রতিপদ্যন্তে। তে যদা গুরুব্যাধিতং লঘুব্যাধিতরূপমাসাদয়ন্তি তমল্পদোষং মত্বা সংশোধনকালেঽস্মৈ মৃদু সংশোধনং প্রযচ্ছন্তো ভূয় এবাস্য দোষানুদীরয়ন্তি। যদা তু লঘুব্যাধিতং গুরুব্যাধিতরূপমাসাদয়ন্তি তং মহাদোষং মত্বা সংশোধনকালেঽস্মৈ তীক্ষ্ণং সংশোধনং প্রযচ্ছন্তো দোষানতিনির্হৃত্যৈব শরীরমস্য ক্ষিণ্বন্তি। এবমবয়বেন জ্ঞানঞ্চ কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমভিমন্যমানাঃ পরিস্খলন্তি। বিদিতবেদিতব্যাস্তু ভিষজঃ সর্ব্বং সর্ব্বথা যথাসম্ভবং পরীক্ষ্যং পরীক্ষ্যাধ্যবস্যন্তো ন ক্বচিদপি বিপ্রতিপদ্যন্তে, যথেষ্টমর্থমভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি চ।

ব্যাধিত পুরুষ দুইপ্রকার হইয়া থাকে; যথা,—গুরুব্যাধিত ও লঘুব্যাধিত। তন্মধ্যে গুরুব্যাধিত ব্যক্তি, মনের বল ও শারীরিক বল-বীর্য্যাদি সম্পন্ন হইলে, তাহাকে লঘুব্যাধিতের ন্যায় বোধ হয়। আবার লঘুব্যাধিত ব্যক্তিরও মনের ও শরীরের বলাদি অল্প হইলে, তাহাকে গুরুব্যাধিতের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। যেসকল অনভিজ্ঞ বৈদ্য কেবল চক্ষুর্দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া এতদুভয়ের অবস্থা নিশ্চয় করে, তাহাদিগকে ইহাদের ব্যাধির গুরুত্ব ও লঘুত্ব

বিষয়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। যেহেতু আংশিক জ্ঞান দ্বারা সমুদায় জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। রোগজ্ঞানে বিমূঢ় বৈদ্যকে চিকিৎসাবিষয়ক যুক্তিজ্ঞানেও বিমূঢ় হইতে হয়। তাহারা যখন গুরুব্যাধিত ব্যক্তিকে লঘুব্যাধিত রূপে নিশ্চয় করে, তখন তাহাকে অল্পদোষ বিবেচনায় মৃদুসংশোধন প্রয়োগ করিয়া দোষের অধিকতর প্রকোপ সাধন করে। আবার যখন লঘুব্যাধিতকে গুরুব্যাধিতরূপে নিশ্চয় করে, তখন তাহাকে বিপুলদোষ বিবেচনায় তীক্ষ্ণ সংশোধন প্রয়োগ পূর্ব্বক, দোষের অতিনিহরণ করিয়া তাহার শরীর ক্ষীণ করিয়া দেয়। এইরূপে আংশিক জ্ঞানদ্বারা সমুদায় জ্ঞেয় বিষয়ে আপনাকে অভিজ্ঞ মনে করিলে, সকল বিষয়েই স্খলিত হইতে হয়। যে চিকিৎসক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া এবং সমুদায় পরীক্ষণীয় বিষয় যথাসম্ভব পরীক্ষা করিয়া নিশ্চয় করেন, কোন স্থলেই তাঁহাকে বিপ্রতিপন্ন হইতে হয় না এবং তিনিই অভীষ্ট প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন।

ভবন্তি চাত্র

সত্ত্বাদীনাং বিকল্পেন ব্যাধীনাং রূপমাতুরে।
দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপদ্যন্তে বালা ব্যাধিবলাবলে॥
তে ভেষজমযোগেন কুর্ব্বন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
ব্যাধিতানাং বিনাশায় ক্লেশায় মহতেঽপিবা॥
প্রাজ্ঞাস্তু সর্ব্বমাজ্ঞায় পরীক্ষ্যমিহ সর্ব্বথা।
ন স্খলন্তি প্রয়োগেষু ভেষজানাং কদাচন॥

অজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীর মনোবলাদির পার্থক্য বশতঃ রোগের রূপমাত্র দর্শনে ব্যাধির বলাবল বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া ঔষধের অবৈধ প্রয়োগদ্বারা রোগীর বিনাশ অথবা মহৎ ক্লেশ উৎপাদন করে। প্রাজ্ঞ চিকিৎসকগণ সমুদায় পরীক্ষণীয় বিষয় সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া, ঔষধপ্রয়োগ বিষয়ে কদাচ স্খলিত হন না।

ইতি ব্যাধিতরূপাধিকারে ব্যাধিতরূপসংখ্যাগ্রসম্ভবং ব্যাধিতরূপহেতুবিপ্রতিপত্তৌ কারণং সাপবাদং সম্প্রতিপত্তিকারণং চানপবাদং নিশম্য ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশস্তং সর্ব্বক্রিমীণাং পুরুষসংশ্রয়াণাং সমুত্থানস্থানসংস্থানবর্ণনামপ্রভাবচিকিৎসিতবিশেষান্ পপ্রচ্ছ উপসংগৃহ্য পাদৌ।

এই ব্যাধিত রূপাধিকারে ব্যাধিতরূপের সংখ্যানির্দ্দেশ, ব্যাধিতরূপ জন্য বিপ্রতিপত্তির কারণ অর্থাৎ যে কারণে গুরুব্যাধিতকে লঘুব্যাধিত ও লঘুব্যাধিতকে গুরুব্যাধিত বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেইরূপ ভ্রম হইতে যেরূপ দোষ ঘটে, এবং তদ্বিষয়ে নিঃশেষজ্ঞানের কারণ, এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, অগ্নিবেশ ভগবান্ আত্রেয়ের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক, পুরুষাশ্রিত সমুদায় ক্রিমির কারণ, স্থান, আকৃতি, বর্ণ, নাম, প্রভাব ও চিকিৎসাবিশেষ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অথৈনমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। ইহ খলু অগ্নিবেশ! বিংশতিবিধাঃ ক্রিময়ঃ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টা নানাবিধেন প্রবিভাগেনান্যত্র সহজেভ্যঃ। তে পুনঃ প্র[illegible]তিবিকল্পানাশ্চতুর্ব্বিধা ভবন্তি। তদ্যথা—পুরীষজাঃ

শ্লেষ্মজাঃ শোণিতজা মলজাশ্চেতি। তত্র মলো বাহ্যশ্চাভ্যন্তরশ্চ। তত্র বাহ্যমলজাতাংস্ত মলজান্ ব্যাচক্ষ্মহে। তেষাং সমুত্থানং মৃজাবর্জ্জনং। স্থানং কেশশ্মশ্রুলোমপক্ষ্মবাসাংসি। সংস্থানম্ অণবস্তিলাকৃতয়ো বহুপাদাশ্চ। বর্ণস্তু কৃষ্ণঃ শুক্লশ্চ। নামানি চৈষাং যূকাঃ পিপীলিকাশ্চ। প্রভাবঃ কণ্ডূজননং কোঠপিড়কাভিনির্ব্বর্ত্তনঞ্চ। চিকিৎসিতন্তু খল্বেষামপকর্ষণং মলোপঘাতো মলকরাণাঞ্চ ভাবানামনুপসেবনমিতি।

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে অগ্নিবেশ! কেবল সহজ ক্রিমির বিষয় ব্যতীত, নানাপ্রকারে বিভক্ত বিংশতিপ্রকার ক্রিমির বিবরণ পূর্ব্বে উপদেশ করিয়াছি, সেইসমস্ত ক্রিমি প্রকৃতিভেদে বিভক্ত করিলে, চতুর্ব্বিধ হয়; যথা পুরীষজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ ও মলজ। মল দুইপ্রকার বাহ্য মল ও আভ্যন্তর মল। যে সকল ক্রিমি বাহ্য মলে জন্মে, তাহাদিগকেই মলজ বলা যায়। তাহাদের উৎপত্তিকারণ গাত্রমার্জ্জনার বর্জ্জন। উৎপত্তিস্থান কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নেত্রপক্ষ্ম ও বস্ত্র। আকার—অতিসূক্ষ্ম, তিলাকৃতি ও বহুপাদবিশিষ্ট। বর্ণ—কৃষ্ণ ও শুক্ল। নাম—যূক ও পিপীলিকা। প্রভাব—কণ্ডূজনন এবং কোঠ ও পিড়কার উৎপাদন। চিকিৎসা—তাহাদের অপসারণ, মলের বিনাশসাধন এবং মলজনক বিষয়ের অনুপসেবা।

শোণিতজানান্তু কুষ্ঠৈঃ সমানং সমুত্থানং। স্থানং রক্তবাহিন্যো ধমন্যঃ। সংস্থানমণবো বৃত্তাশ্চাপাদাশ্চ। সূক্ষ্মত্বাচ্চ একে ভবন্ত্যদৃশ্যাঃ। বর্ণস্তেষাং তাম্রঃ। নামানি কেশাদা লোমাদা লোমদ্বীপাঃ সৌরসা ঔড়ুম্বরা জন্তুমাতরশ্চেতি। প্রভাবঃ কেশশ্মশ্রুলোমপক্ষ্মাপধ্বংসো ব্রণগতানাঞ্চ হর্ষকণ্ডূতোদসংসর্পণানি অতিপ্রবৃদ্ধানাঞ্চ ত্বক্সিরাস্নায়ুমাংসতরুণাস্থিভক্ষণমিতি। চিকিৎসিতমপ্যেষাং কুষ্ঠৈঃ সমানং তদুত্তরকালমুপদেক্ষ্যামঃ।

রক্তজ ক্রিমির নিদান কুষ্ঠনিদানের সমান। স্থান—রক্তবাহী ধমনী। আকৃতি অতি সূক্ষ্ম, গোলাকার ও পাদশূন্য। অনেকে এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুর অদৃশ্য। ইহাদের বর্ণ তাম্র। নাম,—কেশাদ, লোমাদ, লোমদ্বীপ, সৌরস, ঔড়ুম্বর ও জন্তুমাতা। প্রভাব—কেশ শ্মশ্রু লোম ও পক্ষ্মের উদ্ধংস; যে সকল রক্তজ ক্রিমি ব্রণস্থানে উৎপন্ন হয়, তাহারা সেইস্থানে হর্ষ, কণ্ডূ, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও সংসর্পণ উৎপাদন করে, এবং অতিবর্দ্ধিত হইলে, ত্বক্, সিরা, স্নায়ু, মাংস ও কোমলাস্থি ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের চিকিৎসা কুষ্ঠচিকিৎসার ন্যায়, তাহা পরে উপদেশ করিব।

শ্লেষ্মজাঃ ক্ষীরগুড়তিলমৎস্যানূপমাংসপিষ্টান্নপরমান্নকুসুম্ভস্নেহাজীর্ণপূতিান্ন-সংকীর্ণ-বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনসমুত্থানাঃ। তেষামামাশয়ঃ স্থানং। তে প্রবর্দ্ধমানাস্তূর্দ্ধমধোবা বিসর্পন্ত্যভয়তো বা। সংস্থানবর্ণশেষাস্তু শ্বেতাঃ পৃথুব্রীহিসংস্থানাঃ কোচিৎ, কোচিদ্বৃত্তপরিণাহা গণ্ডূপদাকৃতয়ঃ

শ্বেতাঃ। তেষাং ত্রিবিধানাং শ্লেষ্মনিমিত্তানাং ক্রিমীণাং নামানি, অন্ত্রাদা উদরাদা হৃদয়াদাশ্চুরবো দর্ভপুষ্পাঃ সৌগন্ধিকা মহাগুদাশ্চেতি। প্রভাবো হৃল্লাস আস্যসংস্রবণমরোচকাবিপাকৌ জ্বরো মূর্চ্ছা জৃম্ভা ক্ষবথুরানাহো-ঽঙ্গমর্দ্দশ্ছর্দ্দিঃ কার্শ্যং পারুষ্যমিতি।

শ্লেষ্মজক্রিমির উৎপত্তিকারণ,—দুগ্ধ, গুড়, তিল, মৎস্য, আনূপ মাংস, পিষ্টক, পরমান্ন, কুসুমবীজের তৈল, অপরিপক্ক পূতি ক্লেদযুক্ত একত্রমিলিতদ্রব্যবহুদ্রব্য সংযোগবিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য পদার্থের অতিভোজন। তাহাদের উৎপত্তি স্থান আমাশয়; কিন্তু প্রবর্দ্ধিত হইয়া তাহারা উর্দ্ধ অধঃ বা উভয়দিকেই বিচরণ করে। আকৃতি ও বর্ণবিশেষ,—কেহ শ্বেতবর্ণ, স্থূল ও চক্মলতা সদৃশ; কেহ গোলাকৃতি ও গণ্ডূপদের (কেঁচোর) ন্যায়, এবং শ্বেত বা ঈষত্তাম্রবর্ণ; কেহবা সূক্ষ্ম দীর্ঘ ও তন্তুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণ। এই ত্রিবিধ শ্লেষ্মজ ক্রিমির নাম—অন্ত্রাদ, উদরাদ, হৃদয়াদ, চুরু, দর্ভপুষ্প, সৌগন্ধিক ও মহাগুদ। প্রভাব,—বমনভাব, মুখস্রাব, অরুচি, অপরিপাক, জ্বর, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, হাঁচি, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, বমন, কৃশতা ও অঙ্গের পরুষতা।

পুরীষজাস্তুল্যসমুত্থানাঃ শ্লেষ্মজৈঃ। তেষাং পক্বাশয় এব স্থানম্। প্রবর্দ্ধমানাস্ত্বধো তে বিসর্পন্তি, যস্য পুনরামাশয়োন্মুখাশ্চ স্যুঃ, তদনন্তরং তস্যোদ্গারনিঃশ্বাসাঃ পুরীষগন্ধিনঃ স্যুঃ। সংস্থানবর্ণবিশেষাস্তু সূক্ষ্মবৃত্তপরীণাহাঃ শ্বেতা দীর্ঘোর্ণাংশুসঙ্কাশাঃ কেচিৎ, কেচিৎ পুনঃ স্থূলবৃত্তপরীণাহাঃ শ্যাবনীলহরিতপীতাঃ। তেষাং নামানি ককেরুকা মকেরুকা লেলিহাঃ সশূলকাঃ সৌসুরাদাশ্চেতি। প্রভাবঃ পুরীষভেদঃ কার্শ্যং পারুষ্যং রোমহর্ষাভিনির্ব্বর্ত্তনঞ্চ। ত এবচাস্য গুদমুখং পরিতুদন্তঃ কণ্ডূঞ্চোপজনয়ন্তো গুদমুখং পর্য্যাসতে, তে জাতহর্ষা গুদনিষ্ক্রমণমতিবেলং কুর্ব্বন্তি। ইত্যেবমেষ শ্লেষ্মজানাং পুরীষজানাঞ্চ সমুত্থানাদিবিশেষঃ।

পুরীষজ ক্রিমির নিদান শ্লেষ্মজ ক্রিমিনিদানের সমান। পক্বাশয় তাহাদের উৎপত্তিস্থান; কিন্তু প্রবর্দ্ধিত হইয়া তাহারা অধোদিকে বিচরণ করে। যদি কাহারও আমাশয়ের দিকে গমন করে, তবে তাহার উদ্গার ও নিঃশ্বাস পুরীষগন্ধযুক্ত হয়। ইহাদের আকৃতি ও বর্ণবিশেষ,—কেহ সূক্ষ্ম, গোলাকার, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘ, ও মেষলোমসদৃশ; কেহ বা স্থূল, গোলাকার, এবং শ্যাব নীল হরিৎ বা পীতবর্ণ। তাহাদের নাম, ককেরুক, মকেরুক, লেলিহ, সশূলক ও সৌসুরাদ। প্রভাব,—মলভেদ, কৃশতা, পরুষতা ও রোমহর্ষের উৎপাদন। তাহারা রোগীর গুহ্যদ্বারে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও কণ্ডূ উৎপাদন করিয়া গুহ্যদ্বারে উপস্থিত হয় এবং জাতহর্ষ হইয়া বারংবার গুদনাড়ী নিঃসারিত করে। ইহাই শ্লেষ্মজ ও পুরীষজ ক্রিমির নিদানাদিবিশেষ।

চিকিৎসিতন্তু খল্বেষাং সমাসেনোপদিশ্য পশ্চাদ্বিস্তরেণোপদেক্ষ্যামঃ। তত্র ক্রিমীণামপকর্ষণমেবাদিতঃ কর্ত্তব্যং ততঃ প্রকৃতিবিঘাতো-ঽনন্তরং নিদানোক্তানাং ভাবানামনুপসেবনমিতি। তত্রাপকর্ষণং হন্তে-

নাস্তিসংগৃহ্য বিমুখ্যোপকরণবতা বাপ্যপনয়নম্ অপকরণবতা বা। স্থান-গতানান্তু ক্রিমীণাং ভেষজেনাপকর্ষণং ন্যায়তস্তচ্চতুর্বিধং, তদ্যথা—শিরো-বিরেচনং বমনং বিরেচনমাস্থাপনমিত্যপকর্ষণবিধিঃ। প্রকৃতিবিঘাত-স্তেষাং কটুকাতিক্তকষা ক্ষারোষ্ণানাং দ্রব্যাণামুপযোগঃ, যচ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মপুরীষপ্রত্যনীকভূতং তৎ স্যাদিতি প্রকৃতিবিঘাতঃ। অনন্তরং নিদানোক্তানাং ভাবানামনুপসেবনং, যদুক্তং নিদানবিধৌ তস্য বর্জ্জনং তথাপ্রায়াণাঞ্চাপরেষাং দ্রব্যাণাম্। ইতি লক্ষণতশ্চিকিৎসিতমনু-ব্যাখ্যাতমেতদেব পুনর্বিস্তরেণোপদেক্ষ্যতে।

ইহাদের চিকিৎসা প্রথমতঃ সংক্ষেপে উপদেশ করিয়া, পরে বিস্তৃতরূপে উপদেশ করিব। সর্ব্বাগ্রে ক্রিমি নিঃসারণ কর্ত্তব্য। তৎপরে প্রকৃতির অর্থাৎ মল কফ ও রক্তের প্রতিকার আবশ্যক। অতঃপর নিদানোক্ত বিষয়সমূহের অনুপসেবা প্রয়োজন। কোন উপকরণ না থাকিলে কেবল হস্তদ্বারা, অথবা উপকরণ থাকিলে সেই উপকরণদ্বারা, বিবেচনাপূর্ব্বক (অল্প নিঃসৃত) ক্রিমির নিঃসারণ করিতে হয়। ক্রিমি যথাস্থানে অবস্থিত থাকিলে, যথা-নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা নিঃসারণ করিতে হইবে। সেই নিয়ম চারিপ্রকার; যথা শিরো-বিরেচন, বমন, বিরেচন ও আস্থাপন, এই চারিটি অপকর্ষণবিধি। ইহাদের প্রকৃতির প্রতীকার যথা, কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার ও উষ্ণদ্রব্য, এবং অন্যান্য যাহা কিছু শ্লেষ্মা ও পুরীষের দোষ-নাশক, তৎসমস্ত দ্রব্যের উপযোগ। অতঃপর নিদানোক্ত বিষয়ের অনুপসেবা, অর্থাৎ যেসকল পদার্থ ইহাদের নিদান বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহাদের বর্জ্জন, এবং তদ্‌গুণশালী অন্যান্য দ্রব্যেরও পরিত্যাগ। এইরূপে সাধারণ চিকিৎসার বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। পুনর্ব্বার ইহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিব।

অথৈনং ক্রিমিকোষ্ঠমগ্রে ষড়াত্রং সপ্তরাত্রং বা স্নেহস্বেদাভ্যামুপপাদ্য শোভৃতে এনং সংশোধনং পায়য়িতাস্মীতি ক্ষীরগুড়দধিতিল-মৎস্যানূপ-মাংস-পিষ্টান্নপরমান্ন-সুস্নিগ্ধস্নেহসংপ্লুতৈর্ভোজ্যৈঃ প্রাতশ্চোপপাদয়েৎ, সম্মুদীরণার্থঞ্চ ক্রিমীণাং [illegible]নার্থঞ্চ ভিষক্। অথ ব্যুষ্টায়াং রাত্র্যাং সুখোষিতং সুপ্রজীর্ণভুক্তঞ্চ বিজ্ঞায়, আস্থাপনবমনবিরেচনৈস্তদ-হরেবোপপাদয়েৎ, উপপাদনীয়শ্চেৎ স্যাৎ সর্ব্বান্ পরীক্ষ্যবিশেষান্ সমীক্ষ্য সম্যক্।

ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অগ্রে ছয় দিন বা সাতদিন পর্য্যন্ত স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, ক্রিমিগণের উদীরণ ও কোষ্ঠে আনয়ন জন্য, সংশোধন ঔষধ পান করাইবার পূর্ব্বদিনে, ক্ষীর, গুড়, দধি, তিল, মৎস্য, আনূপমাংস, পিষ্টান্ন, পরমান্ন ও কুসুমবাঁজের তৈলযুক্ত ভোজ্য, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভোজন করাইবে। তৎপরে রাত্রি প্রভাত হইলে, রোগীর সুনিদ্রা এবং আহার সম্যক্ পরিপাক পাইয়াছে কিনা বিবেচনা করিয়া, রোগীর সমুদায় অবস্থার পরীক্ষাপূর্ব্বক যদি তাহাকে সংশোধনীয় বোধ হয়, তবে সেইদিনই আস্থাপন, বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

অথাহরেতি ব্রূয়াৎ মূলকসর্ষপলশুনকরঞ্জশিগ্রুমধুশিগ্রুখরপুষ্পা-ভূস্তৃণসুমুখ-সুরসকুঠেরক-গণ্ডীর-কালমালপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝকানি সর্ব্বাণ্যথবা যথালাভং। তান্যাহৃতান্যভিসমীক্ষ্য খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েন, সুপ্রক্ষালিতায়াং স্থাল্যাং সমাবাপ্য গোমূত্রেণার্দ্ধোদকেনাভিষিচ্য সাধয়েৎ, সততমবঘট্টয়ন্ দর্ব্ব্যা। তমুপযুক্তভূয়িষ্ঠেঽম্ভসি গতরসেধৌষধেষু স্থালীমবতার্য্য সুপরিপূতং কষায়ং সুখোষ্ণং মদনফলপিপ্পলীবিড়ঙ্গকল্কতৈলোপহিতং স্বর্জ্জিকালবণিতমভ্যাসিচ্য বস্তৌ বিধিবদাস্থাপয়েদেনম্। তথার্কালর্কুটজাঢ়কীকুষ্ঠকৈটর্য্যকষায়েণ বা, তথা শিগ্রুপীলুকুস্তম্বুরুকটুকাসর্ষপকষায়েণ, তথামলকশৃঙ্গবেরদারুহরিদ্রাপিচুমর্দ্দকষায়েণ মদনফলাদিসংযোগসংভৃতেন ত্রিরাত্রং সপ্তরাত্রংবাস্থাপয়েৎ। প্রত্যাগতেচ পশ্চিমে বস্তৌ প্রত্যাশ্বস্তং তদহরেবোভয়তোভাগহরং সংশোধনং পায়য়েদ্ যুক্ত্যা। তস্য বিধিরুপদেক্ষ্যতে, মদনফলপিপ্পলীকষায়স্যার্দ্ধাঞ্জলিমাত্রেণ ত্রিবৃৎকল্কাক্ষমাত্রমালোড্যানুপাতুমস্মৈ প্রযচ্ছেৎ তদস্য দোষমুভয়তো নির্হরতি সাধু। এবমেব কল্পোক্তানি বমনবিরেচনানি প্রতিসংসৃজ্য পায়য়েদেনং বুদ্ধ্যা সর্ব্ববিশেষানবেক্ষমাণো ভিষক্।

আস্থাপনাদির প্রয়োগ স্থিরীকৃত হইলে, মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, শজিনা, রক্তশজিনা, যমানী, গন্ধতৃণ, সুমুখ তুলসী, সুরস তুলসী, কুঠেরক তুলসী, গণ্ডীর তুলসী, কালমাল তুলসী, পর্ণাশ তুলসী, হেঁচেতা ও ফণিঝ্যক তুলসী, এইগুলি সমস্ত অথবা ইহার মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তাহাই আহরণ করিতে বলিবে। ঐ সমস্ত দ্রব্য আহৃত হইলে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে এবং একটি সুধৌত হাঁড়ীতে রাখিয়া, অর্দ্ধজলমিশ্রিত (আটগুণ) গোমূত্রে তাহা সিদ্ধ করিবে। পাককালে বারংবার হাতাদ্বারা তাহা নাড়িতে হইবে। উপযুক্ত পরিমিত (চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ) জল অবশিষ্ট থাকিতে, দ্রব্যসকলের রস উত্তমরূপে নিঃসৃত হইয়াছে কি না বুঝিয়া, হাঁড়ীটি নামাইয়া লইবে এবং কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সেই ঈষদুষ্ণ কাথের সহিত মদনফলের বীজ ও বিড়ঙ্গের কল্ক এবং তৈল, সাচীক্ষার ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া, তাহা বস্তিতে (পিচকারিতে) পূরিয়া, যথাবিধি আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অথবা রক্ত আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, কুটজ, অড়হর, কুড় ও কট্‌ফলের কাথের সহিত; কিংবা শজিনা, পীলু, তুম্বুরু (তাম্বুল), কট্‌কী ও সর্ষপের কাথের সহিত; অথবা আমলকী, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা ও নিমের কাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত মদনফলাদি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, তিনদিন বা সাতদিন পর্য্যন্ত আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। শেষ বস্তি (পিচকারি) প্রত্যাগত হইলে, রোগীকে আশ্বস্ত করিয়া, সেই দিনেই বমন ও বিরেচন উভয়সংশোধক ঔষধ যথাযুক্তি পান করাইবে। তাহার বিধি উপদেশ করিতেছি। - মদনফলের বীজের কাথ অর্দ্ধসেরের সহিত তুবৃৎকল্ক দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া, (উপযুক্ত মাত্রায়) পান করিতে দিবে; তাহাতে ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয়মার্গ দ্বারা দোষ সুন্দররূপে নির্গত হইয়া যাইবে। এইরূপে চিকিৎসক কল্পস্থানোক্ত বমনবিরেচনকারক ঔষধসমূহও মিশ্রিত করিয়া, রোগীর সমুদায় অবস্থা বিশেষরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাও পান করাইবেন।

অথৈনং সম্যগ্বিরিক্তং বিজ্ঞায়াপরাহ্ণে শৈখরিককষায়েণ সুখোষ্ণেন পরিষেচয়েৎ। তেন চৈব কষায়েণ বাহ্যাভ্যন্তরান্ সর্ব্বোদকার্থান্ কারয়েচ্ছণৎ। তদভাবে কটুতিক্তকষায়াণামৌষধানাং কাথৈর্মূত্রক্ষারৈর্বা পরিষেচয়েৎ। পরিষিক্তঞ্চৈনং নির্ব্বাতমাগারমনুপ্রবেশ্য পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরৈঃ সহ সিদ্ধেন যবাগ্বাদিনা ক্রমেণোপচরেৎ। বিলেপীক্রমমাগতঞ্চৈনমনুবাসয়েদ্বিড়ঙ্গতৈলেনৈকান্তরং দ্বিস্ত্রির্ব্বা। যদি পুনরস্যাতিবৃদ্ধান্ শীর্ষাদান্ ক্রিমীন্ মন্যেত শিরস্যেবাভিসর্পতঃ কদাচিৎ, ততঃ স্নেহস্বেদাভ্যাং শির উপপাদ্য বিরেচয়েদপামার্গতণ্ডুলাদিনা শিরোবিরেচনেন।

অতঃপর রোগী সম্যক্‌রূপে বিরিক্ত হইয়াছে বুঝিলে, অপরাহ্ণ কালে অপামার্গ-কষায় দ্বারা তাহাকে পরিষেক করিবে। এবং সেই অপমার্গকাথদ্বারাই তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর সমুদায় উদককার্য্যই নিরন্তর সম্পাদন করিবে। অপামার্গের অভাবে কটু তিক্ত ও কষায় ঔষধসমূহের কাথদ্বারা বা যবক্ষারাদিমিশ্রিত গোমূত্রদ্বারা পরিষেক করিবে। পরিষিক্ত হইলে, রোগীকে নিবাত গৃহে প্রবেশ করাইয়া, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ যবাগূ প্রভৃতি যথাক্রমে পান করাইবে। বিলেপীক্রম পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ মণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বিলেপী পর্য্যন্ত ভোজন করান হইলে, একবার করিয়া বাদ দিয়া দুইবার বা তিনবার বিড়ঙ্গতৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। আর যদি মনে হয়, যে তাহার শিরোভক্ষক ক্রিমি সকল অতিবর্দ্ধিত হইয়া মস্তকমধ্যে বিচরণ করিতেছে, তবে তাহার মস্তকে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, অপামার্গ বীজাদি শিরোবিরেচন দ্রব্যদ্বারা শিরোবিরেচন (নস্য) প্রয়োগ করিবে।

যস্ত্বভ্যবহার্য্যো বিধিঃ প্রকৃতিবিঘাতায়োক্তঃ ক্রিমীণামথ তমনুব্যাখ্যাস্যামঃ। মূষিকপর্ণীং সমূলাগ্রপ্রতানামাহৃত্য খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বোদূখলে ক্ষোদয়িত্বা পাণিভ্যাং পীড়য়িত্বা রসং গৃহ্ণীয়াৎ, তেন রসেন লোহিতশালিতণ্ডুলপিষ্টমালোড্য পূপলিকাং কৃত্বা বিধূমেঽঙ্গারেষু বিপাচ্য বিড়ঙ্গতৈললবণোপহিতাং ক্রিমিকোষ্ঠায় ভক্ষিতুং প্রযচ্ছেৎ। তদনন্তরঞ্চাম্লকাঞ্জিকমুদশ্বিৎ পিপ্পল্যাদিপঞ্চবর্গসংসৃষ্টং সলবণমনুপায়য়েৎ। তাং খল্বেতেন কল্পেন মার্কবার্কসহচরনীপনির্গুণ্ডীসুমুখসুরসকুঠেরক-গণ্ডীরকালমাল-পর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝক-বকুলকুটজসুবর্ণক্ষীরীস্বরসানামন্যতমে কারয়েৎ। তথা কিণিহী[illegible]ক্তসুবহামলকহরীতকীবিভীতকস্বরসেষু কারয়েৎ পূপলিকাঃ। স্বরসাংশৈশ্চ[illegible]শো দ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশো বা মধুবিসুলিতান্ প্রাতরনন্নায় পাতুং প্রযচ্ছেৎ।

ক্রিমিসমূহের প্রকৃতিবিঘাত জন্য যেসকল আহারবিধি কথিত আছে, অতঃপর তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছি। মূল অগ্রভাগ ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট মূষিকপর্ণী সংগ্রহ করিবে, এবং

তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উদূখলে কুট্টিত করিবে ও হস্তদ্বারা পীড়ন করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে। সেই রসের সহিত রক্তশালি তণ্ডুলের চূর্ণ মর্দ্দিত করিয়া, তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। সেই পিষ্টক ধূমশূন্য অঙ্গারাগ্নিতে পাক করিয়া, বিড়ঙ্গতৈল ও সৈন্ধব লবণের সহিত তাহা ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে দিবে। তৎপরে অম্ল কাঁজি ও অর্দ্ধজলমিশ্রিত ঘোল, পঞ্চকোল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া অনুপান করাইবে। এই-রূপ কল্পনা অনুসারে ভৃঙ্গরাজ, আকন্দ, ঝাঁটী, কেলিকদম্ব, নিসিন্দা; সুমুখ, সুরস, কুঠেরক, গণ্ডীরক, কালমাল, পর্ণাস ও ফণিজ্ঝক তুলসী, হেঁচেতা, বকুল, কুটজ ও স্বর্ণক্ষীরী এই-সকল দ্রব্যের কোন একটির রসের সহিত, পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। অথবা অপামার্গ, চিরাতা, শেফালিকা, আমলকী, হরীতকী, ও বহেড়া ইহাদের স্বরসের সহিত পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই সমস্ত দ্রব্যের এক একটির দুইটির বা সকলগুলির স্বরসও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে অভুক্তাবস্থায় পান করিতে দিবে।

অথাশ্বশকৃদাহৃত্য মহতি কিলিঞ্জকে প্রস্তীর্য্যাতপে শোষয়িত্বোদূখলে ক্ষোদয়িত্বা দৃশদি পুনঃ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়েণ ত্রিফলা-কষায়েণ বা অষ্টকৃত্বো দশকৃত্বোবাতপে ভাবিতানি দৃশদি পুনঃ সূক্ষ্ম-চূর্ণানি কারয়িত্বা নবে কলশে সমাবাপ্যানুগুপ্তং নিধাপয়েৎ। তেষান্তু খলু চূর্ণানাং পাণিতলং চূর্ণং যাবদ্বা সাধু মন্যেত তৎ ক্ষৌদ্রেণ সংসৃজ্য ক্রিমিকোষ্ঠিনে লেঢ়ুং প্রযচ্ছেৎ।

অশ্বের পুরীষ সংগ্রহ করিয়া, তাহা একখানি বড় মাদুরে ছড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; এবং উদূখলে কুট্টিত করিয়া, পুনর্ব্বার শিলায় তাহার সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। বিড়ঙ্গের কাথ বা ত্রিফলার কাথ দ্বারা সেই চূর্ণে আটবার ভাবনা দিবে ও শুষ্ক করিবে। পরে তাহার সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া নূতন কলসে রাখিবে এবং কলসের মুখে আচ্ছাদন দিবে। সেই চূর্ণ দুই তোলা মাত্রায়, অথবা যেরূপ মাত্রায় যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় সেই পরিমাণে, উপযুক্ত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে লেহন করিতে দিবে।

তথা ভল্লাতকাস্থীন্যাহৃত্য কলসপ্রমাণেন চাপোথ্য স্নেহভাবিতে দৃঢ়ে কলসে সূক্ষ্মানেকছিদ্রব্রধ্নে মৃদাবলিপ্তে সমাবাপ্যোড়ুপেন পিধায় ভূমা-বাকণ্ঠং নিখাতস্য স্নেহভাবিতস্যৈবান্যস্য দৃঢ়স্য কুম্ভস্যোপরি সমারোপ্য সমন্তাদ্গোময়ৈরুপচিত্য দাহয়েৎ। স যদা জানীয়াৎ সাধু দগ্ধানি গোময়ানি, গলিতস্নেহানি ভল্লাতকাস্থীনি, ততস্তং কুম্ভমুদ্ধরেৎ। অথ তস্মাদ্দ্বিতীয়াদেব কুম্ভাত্তং স্নেহমাদায় বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণৈঃ স্নেহার্দ্ধমাত্রৈঃ প্রতিসংসৃজ্যাতপে সর্ব্বমহঃ স্থাপয়িত্বা ততোঽস্মৈ মাত্রাং প্রযচ্ছেৎ পানায়। তেন সাধু বিরিচ্যতে বিরিক্তস্য চানুপূর্ব্বী যথোক্তা। এবমেব ভদ্রদারুসরলকাষ্ঠস্নেহানুপকল্প্য পাতুং প্রযচ্ছেৎ।

একটী কলসে যতগুলি ভেলার মুটি থাকিতে পারে; ততগুলি ভেলার মুটি সংগ্রহ করিয়া কুট্টিত করিবে। একটী স্নেহভাবিত দৃঢ় কলসে অনেকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া এবং সেই

কলসের গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া, তাহাতে ঐ ভেলার মুটি রাখিবে। কলসের মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থলও মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে। আর একটি কলস মাটীতে আকণ্ঠ পুতিয়া, তাহার উপর ঐ কলসটি বসাইবে; এবং তাহার চারিদিকে ঘুঁটে সাজাইয়া সেই ঘুঁটে জ্বালাইয়া দিবে। যখন দেখিবে, ঘুঁটেগুলি দগ্ধ হইয়াছে এবং ভেলার মুটির স্নেহ-পদার্থ গলিত হইয়া নিম্নস্থ কলসে পতিত হইয়াছে, তখন সেই কলস উঠাইয়া লইবে। তৎপরে সেই দ্বিতীয় কলস হইতে ভেলার স্নেহ গ্রহণ করিয়া, স্নেহপদার্থের অর্দ্ধাংশ পরিমিত বিড়ঙ্গবীজের চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত দিন তাহা রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। তাহাতে উত্তমরূপে বিরেচন হইবে। বিরেচনের পরে বিরেচনাধিকারোক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিবে। এই-রূপ কল্পনায় দেবদারু ও সরলকাষ্ঠের স্নেহ সংগ্রহ করিয়া, সেই স্নেহও পান করিতে দিবে।

অনুবাসয়েচ্চৈনমনুবাসনকালে। অথাহরেতি ক্রয়াৎ শারদান্ নবাং-স্তিলান্ সম্পদুপেতান্। আহৃত্য সুনিষ্পূতান্ শোধয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়ে সুখোষ্ণে প্রক্ষিপ্য নির্ব্বাপয়েদাদোষগমনাৎ। গতদোষানভিসমীক্ষ্য সুপ্রলূনান্ প্রলূচ্য পুনরেব নিষ্পূতান্ শোধয়িত্বা বিড়ঙ্গকষায়েণ ত্রিঃসপ্ত-কৃত্বঃ সুভাবিতানাতপে শোষয়িত্বোদূখলে সংক্ষুণ্ণ দৃশদি পুনঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টান্ কারয়িত্বা দ্রোণ্যামভ্যবধায় বিড়ঙ্গকষায়েণ মুহুর্মুহুরবসিঞ্চন্ পাণিমর্দ্দ-মেব মর্দ্দয়েৎ। তস্মিংস্তু খলু প্রপীড্যমানে যত্তৈলমুদীয়াৎ তৎ পাণিভ্যাং পর্য্যাদায় শুচৌ দৃঢ়ে কলসে ন্যস্যানুগুপ্তং নিধাপয়েৎ। অথাহরেতি-ক্রয়াৎ তিল্বকোদ্দালকয়োর্দ্বৌ বিল্বমাত্রৌ পিণ্ডৌ শ্লক্ষ্ণপিষ্টৌ তদর্দ্ধ-মাত্রৌ শ্যামাত্রিবৃতয়োরতোঽর্দ্ধমাত্রৌ দন্তীদ্রবন্ত্যোরতোঽর্দ্ধমাত্রৌ চব্যচিত্রকয়োরিত্যেতৎ সম্ভারং বিড়ঙ্গকষায়স্যাঢ়কমাত্রেণ প্রতি-সংগৃহ্য, তত্তৈলপ্রস্থং সমাবাপ্য সর্ব্বমালোড্য মহতি পর্য্যোগে সমা-সিচ্যাগ্নাবধিশ্রিত্যাসনে সুখোপবিষ্টঃ সর্ব্বতঃ স্নেহমবলোকয়ন্নজস্রং মৃদ্ব-গ্নিনা সাধয়েদ্ দর্ব্ব্যা সততমবঘট্টয়ন্। স যদা জানীয়াদ্ বিরমতি শব্দঃ প্রশাম্যতি চ ফেনঃ প্রসাদমাপদ্যতে স্নেহো যথাস্বঞ্চ গন্ধবর্ণরসোৎপত্তিঃ সংবর্ত্ততে চ ভৈষজ্যমঙ্গুলীভ্যাং মৃদ্যমানমনতিমৃদ্বনতিদারুণমনঙ্গুলিগ্রাহি-চেতি স কালস্তস্যাবতারণায়। ততস্তমবহৃত্য শীতীভূতমহতেন বাসসা পরিপূয় শুচৌ দৃঢ়ে কলসে সমাসিচ্য পিধানেন পিধায় শুক্লেন বস্ত্র-পট্টেনাচ্ছাদ্য সূত্রেণ সুবদ্ধং সুনিগুপ্তং নিধাপয়েৎ। ততোঽস্মৈ মাত্রাং প্রযচ্ছেৎ পানায়, তেন সাধু বিরিচ্যতে। সম্যগপহৃতদোষস্য চানু-পূর্ব্বী যথোক্তা ততশ্চৈনমনুবাসয়েত্তু কালে।

ক্রিমিকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অনুবাসনযোগ্যকালে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। তজ্জন্য শরৎ-কালজাত উৎকৃষ্ট নূতন তিল সংগ্রহ করিতে বলিবে। তিল সংগ্রহ করিয়া তাহার খোসা

তুলিয়া ফেলিবে ও ধৌত করিবে, এবং যতক্ষণ নির্দ্দোষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ঈষদুষ্ণ বিড়ঙ্গকাথে ভিজাইয়া রাখিবে। যখন সেগুলি নির্দ্দোষ হইয়াছে বোধ হইবে এবং ভিজিয়া স্ফীত হইয়া উঠিবে, তখন ধৌত করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিবে, এবং বিড়ঙ্গের কাথদ্বারা একুশবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে তাহা উদূখলে কুট্টিত করিয়া পুনর্ব্বার শিলায় মসৃণরূপে পেষণ করিবে এবং একটি দ্রোণীতে (গামলায়) রাখিয়া, বারংবার বিড়ঙ্গ-কাথ সেচন করিবে ও হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে যে তৈল উত্থিত হইবে, তাহা হস্তদ্বারা সংগ্রহ করিয়া একটি পরিষ্কৃত দৃঢ় কলসে রাখিবে ও সেই কলসের মুখ আচ্ছাদিত করিবে। অনন্তর লোধছাল ও চালিতাছাল প্রত্যেক দুই পল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহার দুইটি পিণ্ড, তাহার অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ প্রত্যেক একপল পরিমিত শ্যাম-মূলা তেউড়ী ও অরুণমূলা তেউড়ী, তাহার অর্দ্ধ পরিমিত অর্থাৎ প্রত্যেক চারি তোলা দন্তীমূল ও দ্রবন্তী (বড়দন্তী) মূল, এবং তাহার অর্দ্ধ পরিমিত অর্থাৎ প্রত্যেক দুই তোলা মাত্রায় চই ও চিতামূল, এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিতে বলিবে। এই সকল দ্রব্য, আটসের বিড়ঙ্গ কাথের সহিত পেষণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত তিলতৈল চারিসেরের সহিত একখানি কটাহে আলোড়িত করিয়া মিশ্রিত করিবে; এবং মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। পাককালে একখানি আসনে মুখোপবিষ্ট থাকিয়া সেই তৈলের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিবে এবং হাতাদ্বারা বারংবার নাড়িবে। যখন দেখিবে ফেন বিরত হইয়াছে, ফেন প্রশান্ত হইয়াছে, তৈল নির্ম্মল হইয়াছে, যথাযথ গন্ধ বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হইয়াছে, তৈলস্থ ঔষধ দ্রব্যগুলি অঙ্গুলিদ্বারা মর্দ্দন করিলে গোলাকার হইতেছে এবং সেই দ্রব্যগুলি অনতি-কঠিনস্পর্শ হইয়া অঙ্গুলিতে লিপ্ত হইতেছেনা, তখনই তৈল নামাইবার সময় বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থায় তৈল নামাইয়া শীতল হইলে, তাহা অচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং একটি দৃঢ় কলসে রাখিয়া, আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, আচ্ছাদনের উপরে একখণ্ড বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়া সূত্রদ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। তৎপরে সেই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা উত্তমরূপে বিরেচন হইবে। দোষ সম্যকরূপে নির্হৃত হইলে, যথোক্ত নিয়মে তাহাকে আহারাদি করাইবে। তারপর উপযুক্ত সময়ে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে।

এতেনৈব চ পাকবিধিনা সর্ষপাতসীকরঞ্জকোষাতকীস্নেহানুপকল্প্য পায়য়েৎ সর্ব্ববিশেষানবেক্ষমাণস্তেনাগদো ভবতি। ইত্যেবং দ্বয়ানাং শ্লেষ্মপুরীষসম্ভবানাং ক্রিমীণাং সমুত্থানসংস্থানস্থানবর্ণনামপ্রভাবচিকিৎসা-বিশেষা ব্যাখ্যাতাঃ সামান্যতঃ। বিশেষতস্তু খল্বল্পমাত্রমাস্থাপনানুবাস-নানুলোমহরণভূয়িষ্ঠং তেষ্বৌষধেষু ক্রিমীণাং পুরীষজানাং চিকিৎসিতং কার্য্যম্। মাত্রাধিকং পুনঃ শিরোবিরেচনবমনোপশমনভূয়িষ্ঠং তেষ্বৌষ-ধেষু ক্রিমীণাং শ্লেষ্মজানাং চিকিৎসিতং কার্য্যম্। ইত্যেষ ক্রিমিঘ্নো ভেষজবিধিরনুব্যাখ্যাতো ভবতি, তমনুতিষ্ঠতা যথাস্বং হেতুবর্জ্জনে প্রযতিতব্যম্। যথোদ্দেশমেবমিদং ক্রিমিকোষ্ঠচিকিৎসিতং যথাবদনু-ব্যাখ্যাতং ভবতি।

এইরূপ পাক-বিধানানুসারে সর্ষপ, মসিনা, করঞ্জবীজ ও কোশাতকী (ঝিঙে) বীজের

তৈল পাক করিয়া, রোগীর অবস্থাবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পান করাইবে। তাহাতে ক্রিমি-রোগী নীরোগ হইয়া থাকে। এই প্রকারে শ্লেষ্মজ ও পুরীষজ এই দ্বিবিধ ক্রিমির নিদান, আকৃতি, স্থান, বর্ণ, নাম, প্রভাব ও সংক্ষিপ্ত চিকিৎসার বিশেষত্ব ব্যাখ্যাত হইল। ইহাদের বিশেষ চিকিৎসা এই যে, যেসকল ঔষধ আস্থাপন অনুবাসন ও অনুলোম হরণে অধিক ক্রিয়া-কারক, সেইসকল ঔষধ পুরীষজ ক্রিমিচিকিৎসায় অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। আর যেসকল ঔষধ শিরোবিরেচন বমন ও উপশমন কার্য্যে অধিক ফলপ্রদ, সেইসমস্ত ঔষধ শ্লেষ্মজ ক্রিমিচিকিৎসায় অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিনাশক ঔষধবিধি ব্যাখ্যাত হইল। এই ঔষধবিধির অনুষ্ঠানকারী রোগী ক্রিমিরোগের স্ব স্ব নিদান পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবেন। উদ্দেশানুসারে ক্রিমিকোষ্ঠের চিকিৎসা যথাযথ ব্যাখ্যাত হইল।

ভবন্তি চাত্র

অপকর্ষণমেবাদৌ ক্রিমীণাং ভেষজং ভবেৎ।
ততো বিঘাতঃ প্রকৃতের্নিদানস্য চ বর্জ্জনম্॥
এষ এব বিকারাণাং সর্ব্বেষামপি নিগ্রহে।
বিধির্দ্দৃষ্টস্ত্রিধা যোঽয়ং ক্রিমীনুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতঃ॥
সংশোধনং সংশমনং নিদানস্য চ বর্জ্জনম্।
এতাবত্তিষজা কার্য্যং রোগে রোগে যথাবিধি॥

প্রথমতঃ ক্রিমির নিষ্কর্ষণ, তৎপরে প্রকৃতিবিঘাত ও নিদানবর্জ্জন, ইহাই ক্রিমিরোগের চিকিৎসা। ক্রিমিরোগের উদ্দেশে এই যে তিনপ্রকার অর্থাৎ অপকর্ষণ (সংশোধন), প্রকৃতিবিঘাত ও নিদানবর্জ্জনের বিধি কীর্ত্তিত হইল, সকল রোগেরই নিগ্রহ কার্য্যে এই চিকিৎসাবিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক রোগেই যথাবিধি সংশোধন সংশমন ও নিদানবর্জ্জন, এই তিনটি মাত্র কার্য্যের চিকিৎসক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

তত্র শ্লোকৌ

ব্যাধিতৌ পুরুষৌ জ্ঞাজ্ঞৌ ভিষজৌ সপ্রযোক্তৃনৌ।
বিংশতিঃ [illegible] হেত্বাদিঃ সপ্তকোগণঃ॥
উক্তো ব্যাধিতরূপীয়ে বিমানে পরমর্ষিণা।
শিষ্যসম্বোধনার্থায় ব্যাধিপ্রশমনায় চ॥

দুইপ্রকার ব্যাধিত পুরুষ, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ চিকিৎসক, তাহাদের কার্য্যফল, বিংশতিপ্রকার ক্রিমি, এবং তাহাদের নিদানাদি সাতটি বিষয়, শিষ্যগণের সম্যগ্ বোধের নিমিত্ত ও ব্যাধি-প্রশমের জন্য, মহর্ষি আত্রেয় কর্ত্তৃক এই ব্যাধিতরূপীয় বিমানস্থানে কথিত হইয়াছে।

ইত্যগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে [illegible] বিমানে
ব্যাধিতরূপীয়ং বিমানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অগ্নিবেশকৃত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত তন্ত্রের বিমানস্থানে
ব্যাধিতরূপীয় নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো রোগভিষগ্‌জিতীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি
হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন, অতঃপর আমরা রোগভিষগ্‌জিতীয় বিমান ব্যাখ্যা করিব।

বুদ্ধিমানাত্মনঃ কার্য্যগুরুলাঘবে কর্ম্মফলমনুবন্ধং দেশকালৌ চ বিদিত্বা যুক্তিদর্শনাদ্ ভিষগ্‌বুভূষুঃ শাস্ত্রমেবাদিতঃ পরীক্ষেত। বিবিধানি হি শাস্ত্রাণি ভিষজাং প্রচরন্তি লোকেষু। তত্র যন্মন্যেত মহদ্যশস্বিধীরপুরুষাসেবিত-মর্থবহুলমাপ্তজনপূজিতং ত্রিবিধশিষ্যবুদ্ধিহিতমপগতপুনরুক্তদোষমার্ষং সুপ্রণীতসূত্রভাষ্যসংগ্রহক্রমং স্বাধারমনবপতিতশব্দমকষ্টশব্দং পুষ্কলা-ভিধানং ক্রমাগতার্থ-মর্থতত্ত্ববিনিশ্চয়প্রধানং সঙ্গতার্থ-মসঙ্কুলপ্রকরণমাশু-প্রবোধকং লক্ষণবচ্চোদাহরণবচ্চ তদভিপ্রপদ্যেত শাস্ত্রম্। শাস্ত্রং হ্যেবং-বিধমমল ইবাদিত্যস্তমো বিধূয় প্রকাশয়তি সর্ব্বম্।

বুদ্ধিমান পুরুষ, আত্মকার্য্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব, সেই কর্ম্মের ফলনিষ্পত্তি, সেই ফলের অনুবন্ধ অর্থাৎ উত্তর-কালস্থায়িত্ব, এবং দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া, যুক্তি অনুসারে যদি চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রথমেই শাস্ত্র পরীক্ষা করিবেন। কারণ চিকিৎ-সকগণের বহুবিধ শাস্ত্র জনসমাজে প্রচলিত আছে। সেইসকল শাস্ত্রের মধ্যে মহৎ যশস্বী ও ধীর পুরুষগণ যাহা অধ্যয়ন করেন, যাহা অর্থবহুল অর্থাৎ যাহা অধ্যয়ন করিলে বহুবিধ বিষয় অবগত হইতে পারা যায়, আপ্তজনগণ যাহার সম্মান করেন, অল্পবুদ্ধি মধ্যবুদ্ধি ও বিপুলবুদ্ধি এই ত্রিবিধ শিষ্যের যাহা বুদ্ধিগম্য, যাহাতে পুনরুক্তি দোষ নাই, যাহা ঋষিপ্রণীত, সূত্রের ভাষ্য ও সংগ্রহক্রম যাহাতে সুসংবদ্ধ, যাহার আধার অর্থাৎ অধ্যায়গুলি সুগ্রথিত, যাহাতে কোন শব্দ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই অর্থাৎ যাহাতে কোন আধুনিক লেখকের বিষয় সংযো-জিত হয় নাই, যাহার শব্দগুলি উচ্চারণে বা শ্রবণে কষ্টবোধ হয় না, যাহা পুষ্কলাভিধান অর্থাৎ অনায়াসে যাহা বোধগম্য হয়, যাহার বিষয়গুলি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, অর্থতত্ত্ব নিশ্চয়বিষয়ে যাহা প্রধান, যাহা সঙ্গতার্থ, যাহার প্রকরণগুলি অমিশ্রিত, যাহার আশু অর্থবোধ করা যায়, এবং যাহা লক্ষণযুক্ত ও উদাহরণবিশিষ্ট, সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। এইরূপ শাস্ত্রই নির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় তমোরাশি বিনষ্ট করিয়া সমুদায় প্রকাশ করিয়া থাকে।

ততোঽনন্তরমাচার্য্যং পরীক্ষেত; তদ্‌যথা—পর্য্যবদাতশ্রুতং পরি-দৃষ্টকর্ম্মাণং দক্ষং দক্ষিণং শুচিং জিতহস্তমুপকরণবন্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নং প্রকৃতিজ্ঞং প্রতিপাত্তজ্ঞমপস্কৃতাবদ্যমনৃতমসূয়কমকোপনং শ্লেষ্মকং শিষ্যবৎসলমধ্যাপকং জ্ঞাপনসমর্থঞ্চ। ইত্যেবংগুণো হ্যাচার্য্যঃ সুক্ষেত্র-মার্ত্তবো মেঘ ইব শস্যগুণৈঃ সুশিষ্যমাশু বৈদ্যগুণৈঃ সম্পাদয়তি।

তমুপসৃত্যাস্ত্রিরাধয়িষুরুপচরেদগ্নিবচ্চ দেববচ্চ রাজবচ্চ পিতৃবচ্চ ভর্ত্তৃবচ্চাপ্রমত্তঃ। ততস্তৎপ্রসাদাৎ কৃৎস্নং শাস্ত্রমবগম্য শাস্ত্রস্য দৃঢ়তায়ামভিধানস্য সৌষ্ঠবেঽর্থবিজ্ঞানে বচনশক্তৌ চ ভূয়োভূয়ঃ প্রযতেত সম্যক্। তত্রোপায়ানমুব্যাখ্যাস্যামঃ। অধ্যয়নমধ্যাপনং তদ্বিদ্যসম্ভাষেত্যুপায়াঃ।

শাস্ত্রপরীক্ষার পরে আচার্য্য পরীক্ষা করিবে। শাস্ত্রে সন্দেহশূন্য, দৃষ্টকর্ম্মা, কার্য্যদক্ষ, অনুকূলস্বভাব, শুদ্ধাচারী, সিদ্ধহস্ত, উপকরণবিশিষ্ট, সমুদায়-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, প্রকৃতিজ্ঞ, প্রতিপত্তিজ্ঞ, অবিকৃতবিত্ত, অনহঙ্কারী, অসূয়াশূন্য, অকোপন, কষ্টসহিষ্ণু, শিষ্যবৎসল, অধ্যাপনায় পটু, এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থ আচার্য্য পরীক্ষা করিয়া লইবে। যথাসময়ের মেঘ সুক্ষেত্রকে যেরূপ শস্যগুণসম্পন্ন করে, এইরূপ গুণশালী আচার্য্যও সেইরূপ সুশিষ্যকে বৈদ্যগুণসম্পন্ন করিয়া থাকেন। এইরূপ আচার্য্যের আশ্রয় লইয়া, অপ্রমত্তভাবে তাঁহাকে অগ্নির ন্যায় দেবতার ন্যায় রাজার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রভুর ন্যায় আরাধনা করিবে। তৎপরে আচার্য্যের অনুগ্রহে সমস্ত শাস্ত্র অবগত হইয়া, শাস্ত্রের দৃঢ়তাবিষয়ে, বচনসৌষ্ঠবে, অর্থতত্ত্ববিজ্ঞানে ও বাক্‌শক্তিবিষয়ে, পুনঃ পুনঃ সম্যক্‌রূপে যত্ন করিবে। এই সকল বিষয়ের উপায় ব্যাখ্যা করিতেছি। অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও তদ্বিদ্যসম্ভাষা এই তিনটি পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহে যত্ন করিবার উপায়।

তত্রায়মধ্যয়নবিধিঃ। কল্যকৃতক্ষণঃ প্রাতরুত্থায়োপব্যুষং বা কৃত্বাবশ্যকমুপস্পৃশ্যোদকং দেবর্ষিগোব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যেভ্যো নমস্কৃত্য সমে শুচৌ দেশে সুখোপবিষ্টো মনঃপুরঃসরাভির্ব্বাগ্‌ভিঃ সূত্রমনুক্রামন্ পুনঃপুনরুপসংহরন্ বুদ্ধ্যা সম্যগনুপ্রবিশ্যার্থতত্ত্বং সদোষপরিহারায় পরদোষপ্রমাণার্থমেবং মধ্যন্দিনেঽপরাহ্ণে রাত্রৌ চ শশ্বদপরিহাপয়ন্নধ্যয়নমভ্যস্যেদিত্যধ্যয়নবিধিঃ।

অধ্যয়নবিধি যথা—প্রত্যহ নিয়মিতরূপে অরুণোদয়কালে অথবা তৎসমীপবর্ত্তী প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মল-মূত্রাদিত্যাগ ও মুখপ্রক্ষালনাদি অবশ্যকরণীয় কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবে। তৎপরে আচমন, এবং দেবতা, ঋষি, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্যকে প্রণাম পূর্ব্বক, সমতল ও পবিত্রস্থানে সুখোপবেশন করিয়া, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বুদ্ধিদ্বারা অর্থতত্ত্বে সম্যক্ প্রবেশ করিয়া, স্বদোষপরিহার ও পরদোষ-প্রমাণার্থ সূত্রগুলি আনুপূর্ব্বিক ক্রমে বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবে। এইরূপ মধ্যদিনে অপরাহ্ণে এবং রাত্রিতেও অধ্যয়ন ত্যাগ না করিয়া নিত্য অভ্যাস করিবে। ইহাই অধ্যয়নের নিয়ম।

অথাধ্যাপনবিধিঃ। অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্যঃ শিষ্যমেবাদিতঃ পরীক্ষেত। তদ্যথা,—প্রশান্তমার্য্যপ্রকৃতিকমক্রূরকর্ম্মাণমৃজুচক্ষুর্মুখনাসাবঃশং কৃতজ্ঞমবশদজিহ্বমবিকৃতদন্তৌষ্ঠমমিশ্রিনং ধৃতিমন্তমনহঙ্কৃতং মেধাবিনং বিতর্কস্মৃতিসম্পন্নমুদারসত্ত্বং তদ্বিদ্যকুলজমথবা তদ্বিদ্যবৃত্তং তত্ত্বাভিনিবেশিনমব্যঙ্গমব্যাপন্নেন্দ্রিয়ং নিভৃতমনুদ্ধতমথতত্ত্বভা[illegible]মকোপনমব্যসনিনং শীল-শৌচাচারানুরাগ-দাক্ষ্য-প্রদক্ষিণ্যাপন্নমধ্য[illegible]

বিজ্ঞানে কর্ম্মদর্শনে চানন্যকার্য্যমলুব্ধমনলসং সর্ব্বভূতহিতৈষিণমাচার্য্য-সর্ব্বানুশিষ্টিপ্রতিপত্তিকরমনুরক্তমেবংগুণসমুদিতমধ্যাপ্যমাহুঃ।

অধ্যাপনবিধি যথা।—আচার্য্য অধ্যাপনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, প্রথমতঃ শিষ্য পরীক্ষা করিবেন। যে প্রশান্তস্বভাব, আর্য্যবংশীয়, অক্ষুদ্রকর্ম্মা; যাহার চক্ষু, মুখ ও নাসাবংশ সরল, জিহ্বা পাতলা রক্তবর্ণ ও নির্ম্মল, দন্ত ও ওষ্ঠ অবিকৃত, যে বিস্মিতভাবী নহে, যে ধৈর্য্যবান্, অনহঙ্কৃত, মেধাবী, তর্কশক্তি ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, উদারচেতা, আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌বংশজ অথবা আয়ুর্ব্বেদোপজীবী, তত্ত্বাভিনিবেশী, অবিকলাঙ্গ, অবিকৃতেন্দ্রিয়, শান্তিপ্রিয়, অক্ষুদ্ধত, অর্থ-তত্ত্বগ্রাহী, অক্রোধনস্বভাব, শীল-শৌচ-আচার-অনুরাগ-দক্ষতা ও অনুকূলশীলতাসম্পন্ন, অধ্যয়নাকাঙ্ক্ষী, অর্থবিজ্ঞানে ও কর্ম্মদর্শনে অনন্যকার্য্য, অলুব্ধ, অনলস, সর্ব্বভূতহিতৈষী, আচার্য্যের সমুদায় আজ্ঞাবহ ও অনুরক্ত, এইরূপগুণসম্পন্ন সেই শিষ্যই অধ্যাপনার উপযুক্ত।

এবংগুণসমুদিতমধ্যয়নার্থিনমুপস্থিতমারিরাধয়িষুমাচার্য্যশ্চানুভাষেত। উদগয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেঽহনি তিষ্যহস্তশ্রবণাশ্বযুজামন্যতমেন নক্ষত্রেণ যোগমুপগতে ভগবতি শশিনি কল্যাণে কল্যাণে চ করণে মৈত্রে মুহূর্ত্তে মুণ্ডঃ কৃতোপবাসঃ স্নাতঃ কষায়বস্ত্রসংবীতঃ সমিধোঽগ্নিমাজ্যমুপ-লেপনমুদকুম্ভাংশ্চ সুগন্ধি মাল্যদাম-দীপহিরণ্যরজত-মণিমুক্তাবিদ্রুম-ক্ষৌমপরিধীংশ্চ কুশলাজসর্ষপাক্ষতাংশ্চ শুক্লাংশ্চ সুমনসো গ্রথিতাগ্রথিতা মেধ্যাংশ্চ ভক্ষ্যান্ গন্ধাংশ্চ ঘৃষ্টানাদায়োপতিষ্ঠস্বেতি। অথ স তথা কুর্য্যাৎ।

এইরূপ গুণসমুদায়সম্পন্ন অধ্যায়নার্থী শিষ্য উপস্থিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ আরাধনা করিতে থাকিলে, আচার্য্য তাঁহাকে বলিবেন,—উত্তরায়ণকালে অর্থাৎ মাঘাদি ছয় মাসের মধ্যে, শুক্লপক্ষীয় প্রশস্ত দিবসে, পুষ্যা হস্তা শ্রবণা ও অশ্বিনী এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে কোন এক নক্ষত্রের সহিত যোগপ্রাপ্ত শুভচন্দ্রে, শুভকরণে, ও মৈত্র মুহূর্ত্তে, মুণ্ডিতমস্তক হইয়া, উপবাস ও স্নান করিয়া এবং কষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, যজ্ঞকাষ্ঠ, অগ্নি, ঘৃত, গোময়াদি উপলেপন, জলপূর্ণ কলস, সুগন্ধি দ্রব্য, মাল্য, দীপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল, ক্ষৌমবস্ত্র, কুশ, লাজ (খই), সর্ষপ, আতপতণ্ডুল, গ্রথিত ও অগ্রথিত শুক্ল পুষ্প, পবিত্র ভক্ষ্য দ্রব্য ও ঘৃষ্ট চন্দন সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত হও। শিষ্যও সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

তমুপস্থিতমাজ্ঞায় সমে শুচৌ দেশে প্রাক্‌প্রবণে উদক্‌প্রবণে বা চতুষ্কিষ্কুমাত্রং চতুরস্রং স্থণ্ডিলং গোময়োদকেনোপলিপ্তং কুশাস্তীর্ণং সূপবিহিতং পরিধিভিশ্চতুর্দ্দিশং যথোক্তচন্দনোদকুম্ভক্ষৌমহেমরজতমণি-মুক্তাবিদ্রুমালঙ্কৃতম্ মেধ্যভক্ষ্যগন্ধশুক্লপুষ্পলাজসর্ষপাক্ষতোপশোভিতং কৃত্বা তত্র পালাশীভিরৈঙ্গুদীভিরৌড়ুম্বরীভির্বা সমিদ্ভিরগ্নিমুপসমাধায় প্রাঙ্মুখঃ শুচিরধ্যয়নবিধিমনুবিধায় মধুসর্পির্ভ্যাং ত্রিস্ত্রির্জুহুয়াদগ্নিম্, আয়ীঃসংপ্রযুক্তৈর্মন্ত্রৈর্ব্রাহ্মণমগ্নিং ধন্বন্তরিং প্রজাপতিমশ্বিনৌ ইন্দ্রমৃষীংশ্চ সূত্রকারানভিমন্ত্রয়মানঃ পূর্ব্বং স্বাহেতি শিষ্যশ্চৈনমন্বারভেত। হুত্বা

চ প্রদক্ষিণমগ্নিমনুপরিক্রামেত। পরিক্রম্য ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ভিষজশ্চার্চ্চ্য পূজয়েৎ।

এইরূপে শিষ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে, পূর্ব্বদিকে নত বা উত্তরদিকে নত এমন একটি সমতল পবিত্রস্থানে, চতুর্হস্ত অর্থাৎ প্রত্যেক দিকে এক এক হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ একটি স্থণ্ডিল (যজ্ঞভূমি) করিয়া, তাহা গোময়জলদ্বারা উপলিপ্ত, কুশদ্বারা আস্তীর্ণ, চারিদিকে পরিধিবেষ্টিত, যথোক্ত চন্দন, জলকুম্ভ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও প্রবালদ্বারা অলঙ্কৃত, এবং পবিত্র ভক্ষ্য দ্রব্য, সুগন্ধ দ্রব্য, শুক্ল পুষ্প, লাজ, সর্ষপ ও আতপতণ্ডুলদ্বারা উপশোভিত করিবেন। সেইস্থানে পলাশ, ইঙ্গুদী, যজ্ঞডুমুর ও মৌল কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া পূর্ব্বমুখ ও শুচি হইয়া অধ্যয়নবিধির অনুবিধান পূর্ব্বক মধু ও ঘৃতদ্বারা তিন তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। আশীর্যুক্ত মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ, অগ্নি, ধন্বন্তরি, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, ঋষি, ও সূত্রকারদিগকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, "স্বাহা" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিতে হইবে। শিষ্যও তৎপরে হোম করিবেন। হোমের পরে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিবেন। প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে 'স্বস্তি' বলাইবেন, এবং চিকিৎসকগণের পূজা করিবেন।

অথৈনমগ্নিসকাশে ব্রাহ্মণসকাশে ভিষক্‌সকাশে চানুশিষ্যাৎ। ব্রহ্মচারিণা শ্মশ্রুধারিণা সত্যবাদিনা অমাংসাদেন মেধ্যসেবিনা নির্ম্মৎসরেণাশস্ত্রধারিণা ভবিতব্যম্। ন চ তে মদ্বচনাৎ কিঞ্চিদকার্য্যং স্যাদন্যত্র রাজদ্বিষ্টাৎ প্রাণহরাদ্বিপুলাদধর্ম্মাদনর্থসংপ্রযুক্তাদ্বাপ্যর্থাৎ। মদর্পণেন মৎপ্রধানেন মদধীনেন মৎপ্রিয়হিতানুবর্ত্তিনা চ ত্বয়া শশ্বদ্ভবিতব্যম্। পুত্রবদ্দাসবদর্থিবচ্চোপচরতাস্মুসর্ত্তব্যোঽহম্। অনুৎসুকেনাবহিতেনানন্যমনসা বিনীতেনাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য কারিণানসূয়কেন চাভ্যনুজ্ঞাতেন প্রবিচরিতব্যম্। অনুজ্ঞাতেন চানুজ্ঞাতেন চ প্রবিচরতা পূর্ব্বং গুর্ব্বর্থোপাহরণে যথাশক্তি প্রযতিতব্যম্।

অনন্তর অগ্নির নিকটে, ব্রাহ্মণের নিকটে এবং চিকিৎসকের নিকটে শিষ্যকে আদেশ করিবেন।—ব্রহ্মচারী, শ্মশ্রুধারী, সত্যবাদী, অমাংসভোজী, পবিত্রভোজী, মাৎসর্য্যশূন্য ও অশস্ত্রধারী হইবে। রাজবিদ্বেষজনক, প্রাণহানিকর, অত্যন্ত অধর্ম্মজনক এবং অনর্থকর বাক্য ভিন্ন, আমার সকল বাক্যই প্রতিপালন করিবে। তুমি সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে, আমাকে প্রধান বলিয়া জানিবে, আমার অধীন হইয়া থাকিবে এবং আমার হিতানুষ্ঠান করিবে। পুত্রের ন্যায় ও দাসের ন্যায় আচরণ করিয়া আমার অনুগত থাকিবে। অনুৎসুক, অবহিত, অনন্যমনা, বিনীত, সমীক্ষ্যকারী, অনিন্দুক ও অনুজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিবে। অনুজ্ঞাত হও বা না হও, গুরুর প্রয়োজন সাধনবিষয়ে প্রথমেই যথাসাধ্য যত্ন করিবে।

কর্ম্মসিদ্ধিমর্থসিদ্ধিং যশোলাভঞ্চ প্রেত্য চ স্বর্গমিচ্ছতা ভিষজা ত্বয়া গোব্রাহ্মণমাদৌ কৃত্বা সর্ব্বপ্রাণভৃতাং শর্ম্মাশাসিতব্যম্ অ রহরুত্তিতত্তা

চোপবিশতা চ, সর্ব্বাত্মনা চাতুরাণামারোগ্যে প্রযতিতব্যম্। জীবিত-হেতোরপি চাতুরেভ্যো নাভিদ্রোগ্ধব্যম্। মনসাপি চ পরস্ত্রিয়ো নাভি-গমনীয়াঃ, তথা সর্ব্বমেব পরস্বম্। নিভৃতবেশপরিচ্ছদেন ভাবিতব্য, অশৌণ্ডেনাপাপেনাপাপসহায়েন চ, শ্লক্ষ্ণশুক্লধর্ম্ম্যশর্ম্ম্যধন্যসত্যহিতমিত-বচসা দেশকালবিচারিণা স্মৃতিমতা জ্ঞানোত্থানোপকরণসম্পৎসু নিত্যং যত্নবতা। ন চ কদাচিদ্রাজদ্বিষ্টানাং রাজদ্বেষিণাং বা মহাজনদ্বিষ্টানাং মহাজনদ্বেষিণাং বা ঔষধমনুবিধাতব্যম্। এবং সর্ব্বেষামত্যর্থবিকৃতদুষ্ট-দুঃশীলাচারাপচারাণামনপবাদপ্রতিকারাদীনাং মুমূর্ষতাঞ্চ তথৈবাসন্নি-হিতেশ্বরাণাং স্ত্রীণামনধ্যক্ষাণাং বা। ন চ কদাচিৎ স্ত্রীদত্তমামিষমাদা-তব্যমননুজ্ঞাতং ভর্ত্রা তথাধ্যক্ষেণ।

তুমি চিকিৎসক হইয়া, কার্য্যসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধি, যশোলাভ ও পরকালে স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, উঠিতে বসিতে সর্ব্বদায় অগ্রে সর্ব্বাগ্রে গো-ব্রাহ্মণের তৎপরে সমুদায় প্রাণীর সুখ কামনা করিবে। রোগীর আরোগ্যসাধনে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন করিবে। নিজের জীবনরক্ষার জন্যও রোগীর অভিদ্রোহ করিবে না। মনেও পরস্ত্রী অভিগমন এবং পরধনে অভিলাষ করিবে না। বিনীত বেশ ও পরিচ্ছদ করিবে। মদ্যপায়ী হইবে না, পাপাচরণ করিবেনা ও পাপের সহায় হইবে না। মনোরম, নির্দ্দোষ, ধর্ম্মসঙ্গত, প্রশংসনীয়, সত্য, হিতকর ও পরিমিত কথা কহিবে। দেশ ও কাল বিচার করিয়া কার্য্য করিবে। স্মৃতিমান্ হইবে। যাহাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত উপকরণের উৎকর্ষবিষয়ে যত্নবান্ হইবে। রাজদ্বিষ্ট বা রাজদ্বেষী এবং মহাজনদ্বিষ্ট বা মহাজনদ্বেষী ব্যক্তিগণকে ঔষধ প্রয়োগ করিবেনা। যাহারা অত্যন্ত বিকৃতাচারী, দুষ্টস্বভাব, দুঃশীলাচারী, অপচারী, যাহারা অপবাদের প্রতিকার করে না, যাহারা মুমূর্ষু, এবং যে সকল স্ত্রীলোকের স্বামী বা অধ্যক্ষ উপস্থিত নাই, এইরূপ লোকসকলকেও ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। স্ত্রীলোকের স্বামী বা অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোকের নিকট কোনও আমিষ পদার্থ (ভোগ্য বস্তু) গ্রহণ করিবে না।

আতুরকুলঞ্চানুপ্রবিশতা বিদিতেনানুমতপ্রবেশিনা সার্দ্ধং পুরুষেণ সুসংবীতেনাবাক্‌শিরসা স্মৃতিমতা স্তিমিতেনাবেক্ষ্য মনসা সর্ব্বমাচরতা সম্যগনুপ্রবেষ্টব্যম্। অনুপ্রবিশ্য চ বাঙ্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ন কচিৎ প্রণি-ধাতব্যানি, অন্যত্রাতুরাদাতুরোপকারার্থাদ্ বাতুরগতেষ্বন্যেষু বা ভাবেষু। ন চাতুরকুলপ্রবৃত্তয়ো বহির্নিশ্চারয়িতব্যাঃ। হ্রসিতঞ্চায়ুষঃ প্রমাণমাতু-রস্য জানতাপি ন ত্বয়া খলু বর্ণয়িতব্যং যত্রোচ্যমানমাতুরস্যান্যস্য বাপ্যু-পঘাতায় সম্পদ্যতে। জ্ঞানবতাপি চ নাত্যর্থমাত্মনো জ্ঞানেন বিকত্থিত-ব্যম্। আপ্তাদপি হি বিকত্থমানাদত্যর্থমুদ্বিজন্ত্যনেকে। ন চৈব হি অন্ত্যং বেদস্য পারং, তস্মাদপ্রমত্তঃ শশ্বদভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ। এত-চ্চৈবং কার্য্যমেবং ভূয়ঃ প্রবৃত্তস্য সৌভবমনবতাপরেভ্যো বাপ্যাগম-

য়িতব্যম্। কৃৎস্নো হি লোকোবুদ্ধিমতামাচার্য্যঃ শত্রুশ্চাবুদ্ধিমতামতশ্চাভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পৌষ্টিকং লোকমভ্যুপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যমনুবিধাতব্যঞ্চেতি।

রোগীর অবস্থা যাহার বিদিত আছে, এবং রোগীর বাটীতে যে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছে, সেইরূপ লোকের সহিত রোগীর বাটীতে প্রবেশ করিবে। পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, স্মৃতি স্থির রাখিয়া, মৃদুভাবে, সমুদায় দেখিতে দেখিতে এবং সকল বিষয় মনে মনে বিচার করিতে করিতে, রোগীর বাটীতে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রবেশ করিয়া রোগী, রোগীর উপকারার্থ বিষয়সমূহ এবং আতুরগত ভাব সকল ব্যতীত, অন্য কোন বিষয়ে বাক্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিহিত করিবেনা। আতুরকুলসম্বন্ধীয় বিষয় সকল বাহিরে প্রকাশ করিবেনা। আতুরের আয়ুঃ হ্রাস হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলেও, যেখানে বলিলে রোগী বা রোগীর অন্য কোন ব্যক্তির প্রাণহানিকর হইবে, সেখানে তাহা প্রকাশ করিবেনা। জ্ঞানবান্ হইয়াও নিজের জ্ঞানবর্ত্তার শ্লাঘা করিবেনা। আপ্ত ব্যক্তিও আত্মশ্লাঘা করিলে, অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের পার নাই; অতএব অপ্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদা এই শাস্ত্রে অভিনিবেশ করিবে। এই সমস্ত উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এবং এইরূপ কার্য্যপ্রবৃত্ত অপর লোকের কার্য্যসৌষ্ঠবে অসূয়া না করিয়া, তাহাদের নিকট হইতেও তাহা শিক্ষা করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সমুদায় লোককেই আচার্য্য মনে করেন, নির্ব্বোধ লোকই তাহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ পুরুষ ইহা বিবেচনা করিয়া, যাহা প্রশংসনীয়, যশস্কর, আয়ুর হিতকর, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী এবং লোকহিতকর, সেইরূপ বাক্য শত্রুও উপদেশ করিলে, তাহা শ্রবণ করিবে ও প্রতিপালন করিবে।

অতঃপরমিদং ব্রূয়াৎ। দেবতাগ্নিদ্বিজগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যেষু তে নিত্যং সম্যগ্বর্ত্তিতব্যম্। তেষু তে সম্যগ্বর্ত্তমানস্যায়মগ্নিঃ সর্ব্বগন্ধরসরত্নবীজানি যথেরিতাশ্চ দেবতাঃ শিবায় স্যুরতোঽন্যথা বর্ত্তমানস্যাশিবায়েতি। ইত্যেবং ব্রুবতি চাচার্য্যে শিষ্যস্তথেতি ব্রূয়াৎ। যথোপদেশঞ্চ কুর্ব্বন্নধ্যাপ্যোঽতোঽন্যথা ত্বনধ্যাপ্যঃ। অধ্যাপ্যমধ্যাপয়ন্ হ্যাচার্য্যো যথোক্তৈশ্চাধ্যাপনফলৈর্যোগমবাপ্নোত্যন্যৈশ্চানুক্তৈঃ শ্রেয়স্করৈর্গুণৈঃ শিষ্যমাত্মানঞ্চ যুনক্তি। ইত্যধ্যাপনবিধিরুক্তঃ।

অতঃপর এইরূপ উপদেশ করিবে। দেবতা, অগ্নি, দ্বিজ, গুরু, বৃদ্ধ সিদ্ধ ও আচার্য্যগণের সর্ব্বদা তুমি সম্বর্দ্ধনা করিবে। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলে, এই অগ্নি, এই সমস্ত গন্ধ রস রত্ন ও বীজ, এবং সমস্ত দেবতা তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার অন্যথাচরণ করিলে অমঙ্গল হইবে। আচার্য্য এইসমস্ত উপদেশ করিলে, শিষ্য তাহা প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিবেন। যে শিষ্য এইসকল উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে, তাহাকেই অধ্যয়ন করাইবেন, উপদেশ পালন না করিলে, তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেন না। অধ্যাপনার উপযুক্ত শিষ্যকে অধ্যাপনা করিলে, আচার্য্য যথোক্ত অধ্যাপনফল লাভ করেন এবং আপনাকে ও শিষ্যকে অনুক্ত বহুবিধ শ্রেয়স্কর গুণসম্পন্ন করিতে পারেন। অধ্যাপন-বিধি কথিত হইল।

সম্ভাষাবিধিমত ঊর্দ্ধং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ভিষগ্ ভিষজা সহ সংভাষেত। তদ্বিদ্যসম্ভাষা হি জ্ঞানোপলব্ধিসংহর্ষকরী ভবতি, মেধাঞ্চাপি চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, বচনশক্তিমপি চাধত্তে, যশশ্চাভিদীপয়তি পূর্ব্বশ্রুতে চ সন্দেহবতঃ পুনঃ শ্রবণাৎ শ্রুতসংশয়মপকর্ষতি, শ্রুতে চাসন্দেহবতো ভূয়োঽধ্যবসায়মভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, অশ্রুতমপি চ কিঞ্চিদর্থং শ্রোত্রবিষয়মাপাদয়তি, যচ্চাচার্য্যঃ শিষ্যায় শুশ্রূষবে প্রসন্নঃ ক্রমেণোপদিশতি গুহ্যাভিমতমর্থজাতম্, তৎ পরস্পরেণ সহ জল্পন্ পণ্ডেন বিজিগীষুরাহ সংহর্ষাৎ। তস্মাৎ তদ্বিদ্যসম্ভাষামভিপ্রশংসন্তি কুশলাঃ।

অতঃপর সম্ভাষাবিধি ব্যাখ্যা করিব। চিকিৎসক চিকিৎসকের সহিত শাস্ত্রালাপ করিবেন। কারণ, শাস্ত্রালাপ দ্বারা জ্ঞানযোগ ও হর্ষলাভ হয়, শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে, বচনশক্তি বর্দ্ধিত হয়, যশঃ বিস্তৃত হয়, পূর্ব্বশ্রুত বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে সেই সন্দেহ দূরীভূত হয়, শ্রুতবিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও অধিকতর আলোচনা হয়, কোন বিষয় অশ্রুত থাকিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, আচার্য্য শুশ্রূষাপরায়ণ শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, যে সকল গুহ্য বিষয়ের অভিমত ক্রমে ক্রমে উপদেশ করেন, পরস্পর বাদ প্রতিবাদ দ্বারা বিজিগীষু হইয়া সেইসকল বিষয়ও সোৎসাহে কহিতে থাকে, এইসমস্ত কারণে পণ্ডিতগণ তদ্বিদ্যসম্ভাষার অর্থাৎ সমশাস্ত্রব্যবসায়ীর সহিত শাস্ত্রালাপের অতিশয় প্রশংসা করেন।

দ্বিবিধা তু খলু তদ্বিদ্যসম্ভাষা ভবতি। সন্ধায় সম্ভাষা বিগৃহ্য সম্ভাষা চ। তত্র জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনশক্তিসম্পন্নেনাকোপনেনানুপস্কৃতবিদ্যেনানসূয়কেনানুনেয়েনানুনয়কোবিদেন ক্লেশক্ষমেণ প্রিয়সম্ভাষণেন চ সহ সন্ধায় সম্ভাষা বিধীয়তে। তথাবিধেন সহ সংকথয়ন্ বিশ্রব্ধঃ কথয়েৎ পৃচ্ছেদপি চ বিশ্রব্ধঃ পৃচ্ছংশ্চাস্মৈ বিশ্রব্ধায় বিশদমর্থজাতং ব্রূয়াৎ। ন চ বিগ্রহভয়াদুদ্বিজেৎ। নিগৃহ্য চৈনং ন হৃষ্যেৎ, ন চ পরেষু বিকত্থেত। ন চ মোহাদেকান্তগ্রাহী স্যাৎ, ন চানুবিদিতমর্থমনুবর্ণয়েৎ। সম্যক্ চানুনয়েনানুনীয়েত, অনুনয়াচ্চ পরং তত্র চাবহিতঃ স্যাদিত্যনুলোমসম্ভাষাবিধিঃ।

তদ্বিদ্যসম্ভাষা দুইপ্রকার; সন্ধায় সম্ভাষা অর্থাৎ পরস্পর সন্ধি করিয়া শাস্ত্রালাপ, এবং বিগৃহ্য সম্ভাষা অর্থাৎ পরস্পর বিগ্রহ করিয়া শাস্ত্রালাপ। যিনি জ্ঞান বিজ্ঞান বচন ও প্রতিবচন বিষয়ে শক্তিসম্পন্ন, অকোপনস্বভাব, মার্জ্জিতবিদ্য, অসূয়াশূন্য, অনুনেয় অর্থাৎ অনুনয়ের উপযুক্ত, অনুনয়বিৎ, ক্লেশসহিষ্ণু, ও প্রিয়সম্ভাষী, সেই ব্যক্তির সহিত সন্ধায় সম্ভাষা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যক্তির সহিত আলাপকালে বিশ্বস্ত হইয়া কথা কহিবে, বিশ্বস্তভাবে প্রশ্ন করিবে, এবং প্রশ্ন করিয়া সেই বিশ্বস্ত প্রতিপক্ষকে অর্থসমূহ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবে তাঁহার নিকট পরাজয়ভয়ে উদ্বিগ্ন হইবে না, তাঁহাকে পরাজিত করিয়াও হর্ষপ্রকাশ করিবে না, অপরের নিকট শ্লাঘা করিবে না, মোহবশতঃ একান্ত গ্রাহী হইবে না, অর্থাৎ কোন

ভ্রান্ত মত স্থাপনের জন্য অন্যায় তর্ক করিবে না, অনুবিদিত অর্থের অর্থাৎ তর্কের সময়ে যাহা অবগত হইবে সেই বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিবে না। সম্যক্ অনুনয় বিনয় করিবে, এবং অনুনয়ের পরে শাস্ত্রালাপ বিষয়ে সাবধান হইবে। ইহাকে অনুলোমসম্ভাষাবিধিও কহে।

অত ঊর্দ্ধমিতরেণ সহ বিগৃহ্য সম্ভাষেত শ্রেয়সা যোগমাত্মনঃ পশ্যন্। প্রাগেব চ জল্পাজ্জল্পান্তরং পরাবরান্তরং পরিষদ্বিশেষাংশ্চ পরীক্ষেত সম্যক্। সম্যক্ পরীক্ষা হি বুদ্ধিমতাং কার্য্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিকালৌ শংসতি। তস্মাৎ পরীক্ষামভিপ্রশংসন্তি কুশলাঃ। পরীক্ষ্যমাণস্তু খলু পরাবরান্তরমিমান্ জল্পকগুণান্ শ্রেয়স্করান্ দোষবতশ্চ পরীক্ষেত সম্যক্। তদ্যথা,—শ্রুতং বিজ্ঞানং ধারণং প্রতিভানং বচনশক্তিরিত্যেতান্ গুণান্ শ্রেয়স্করানাহুঃ। ইমান্ পুনর্দোষবতঃ, তদ্যথা—কোপনত্বমবৈশারদ্যং ভীরুত্বমধারণত্বমনবহিতত্বমিতি। এতান্ দ্বয়ানপি গুণান্ গুরুলাঘবতঃ পরস্য চৈবাত্মনশ্চ তুলয়েৎ।

ইতর ব্যক্তির সহিত অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন নহে তাহাদের সহিত, নিজের গুণোৎকর্ষ আছে কিনা বিবেচনা করিয়া বিগৃহ্য সম্ভাষা করিবে। বিগৃহ্য সম্ভাষার পূর্ব্বেই অপরের সহিত তাহার জল্পান্তর শ্রবণদ্বারা তাহার অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতা, এবং সভার অবস্থা সম্যগ্‌রূপে পরীক্ষা করিবে। যেহেতু বুদ্ধিমান্ জনগণ এই সমস্ত বিষয়ের সম্যক্ পরীক্ষা করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষার বিশেষ প্রশংসা করেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতা পরীক্ষাকালে, বাদ-প্রতিবাদকারীর এইসমস্ত শ্রেয়স্কর গুণ ও দোষের বিষয় পরীক্ষা করিবে। যথা,—শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রজ্ঞান, ধারণাশক্তি, প্রতিভা ও বাক্‌শক্তি, এই কয়েকটিকে জল্পকের শ্রেয়স্কর গুণ কহে। আর এই কয়েকটিকে দোষ কহে; যথা—কোপনস্বভাব, অনিপুণতা, ভীরুতা, ধারণাশক্তির অভাব ও অমনোযোগ। নিজেরও অপরের এই সকল গুণ ও দোষ উভয়বিষয়েরই তুলনা করিবে।

তত্র ত্রিবিধঃ পরঃ সম্পদ্যতে, প্রবরঃ প্রত্যবরঃ সমো বা গুণবিনিক্ষেপতো নত্বেবং কাৎস্ন্যেন।

পরিষত্তু খলু দ্বিবিধা, জ্ঞানবতী মূঢ়া পরিষচ্চ। সৈব দ্বিবিধা সতী ত্রিবিধা পুনরনেন কারণবিভাগেন সুহৃৎপরিষৎ, উদাসীনপরিষৎ, প্রতিনিবিষ্টপরিষচ্চেতি।

পর অর্থাৎ প্রতিপক্ষ তিন প্রকার, প্রবর (শ্রেষ্ঠ), প্রত্যবর (নিকৃষ্ট) ও সম। কিন্তু এই ত্রিবিধত্ব কতকগুলি গুণ ও দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ঘটিয়া থাকে, সমুদায় দোষ ও গুণের অভাব-অস্তিত্ব লইয়া নহে। পরিষৎ অর্থাৎ বিচারসভা দুই প্রকার; জ্ঞানবতী সভা (জ্ঞানবানের সভা) ও মূঢ়সভা (মূর্খের সভা)। এই দুইপ্রকার সভা, আবার কারণবিভাগানুসারে ত্রিবিধ হইয়া থাকে; যথা—সুহৃৎসভা (যেখানে নিজের সুহৃৎগণ উপস্থিত থাকেন), উদাসীন সভা (যেখানে নিরপেক্ষ সভ্য উপস্থিত থাকেন), এবং প্রতিনিবিষ্ট সভা (যেখানে কাহারও সহিত সদ্ভাব না থাকে)।

তত্র প্রতিনিবিষ্টায়াং পরিষদি জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনশক্তিসম্পন্নায়াং মূঢ়ায়াং বা ন কথঞ্চিৎ কেনচিৎ সহ জল্পোবিধীয়তে। মূঢ়ায়াস্তু সুহৃৎ পরিষদি উদাসীনায়াং বা জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচনশক্তীরন্তরেণাপি দীপ্তযশোমহাজনবিদ্বিষ্টেনাপি সহ জল্পো বিধীয়তে। তদ্বিধেন চ সহ কথয়তা ত্বাবিদ্ধদীর্ঘসূত্রসঙ্কুলৈর্বাক্যদণ্ডকৈঃ কথয়িতব্যম্। অতিহৃষ্টং মুহুর্ম্মুহুরুপহসতা পরং নিরূপয়তা চ পরিষদমাকারৈর্ব্রুবতশ্চাস্য বাক্যাবকাশো ন দেয়ঃ। কষ্টং শব্দঞ্চ ব্রুবতা বক্তব্যো নোচ্যতে। অথবা পুনর্হীনা তে প্রতিজ্ঞেতি পুনশ্চাহ্বয়মানঃ প্রতিবক্তব্যঃ। পরিসংবৎসরো ভবান্ শিক্ষতাং তাবদ্ গুরুমুপাসিতো নূনং। অথবা পর্য্যাপ্তমেতাবৎ তে। সকৃদেব হি পরিক্ষেপিকং নিহতং নিহতমাহুরিতি ন্যাসযোগঃ কর্ত্তব্যঃ কথঞ্চিৎ। অপ্যেবং শ্রেয়স সহ বিগৃহ্য বক্তব্যমিত্যাহুরেকে। ন ত্বেবং জ্যায়সা সহ বিগ্রহং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।

এই সকল সভার মধ্যে প্রতিনিবিষ্ট সভা জ্ঞান-বিজ্ঞান-বচনশক্তি-সম্পন্নই হউক বা মূঢ়ই হউক, সেখানে কাহারও সহিত কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদ কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় সুহৃৎসভায় বা মূঢ় উদাসীনসভায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বচনশক্তি না থাকিলেও অতিযশস্বী মহাজনবিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সহিতও বাদপ্রতিবাদ করা অবিহিত নহে। সেইরূপ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে হইলে, জটিল ও দীর্ঘসূত্রসঙ্কুল বাক্যদণ্ড দ্বারা বাদানুবাদ করিবে। সভ্যগণের নিকট প্রতিপক্ষকে আকার-ইঙ্গিতদ্বারা সঙ্কেতিত করিয়া, অতিহর্ষে বারংবার উপহাস করিবে। তাহাকে বলিবার অবসর দিবেনা। দুর্ব্বোধ বাক্য প্রয়োগ করিবে। তাহাকে বলিবে,—"তুমি আর কিছু বলিওনা, অথবা পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বলিবে ওহে! তোমার প্রতিজ্ঞা [বিচার্য্য বিষয়] হীন হইয়াছে, এখনও এক বৎসর গুরুর উপাসনা করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে, অথবা ইহাই তোমার যথেষ্ট হইয়াছে।" একবার কোন বাক্য পরিক্ষিপ্ত হইলেই "পরাজিত হইয়াছে, পরাজিত হইয়াছে" বলিয়া, কোনরূপে ন্যাসযোগ অবলম্বন করিবে অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকিবে।

কেহ কেহ বলেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিতও বিগৃহ্য সম্ভাষা করিবে। কিন্তু পণ্ডিতগণ বিদ্যাজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহিত বিগৃহ্য সম্ভাষা প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করেন না।

প্রত্যবরেণ তু সহ সমানাভিমতেন বা বিগৃহ্য জল্পতা সুহৃৎপরিষদি কথয়িতব্যম্। অথবাপ্যুদাসীনপরিষদি অবধানশ্রবণজ্ঞানবিজ্ঞানোপধারণবচনপ্রতিবচন-শক্তিসম্পন্নায়াং কথয়তা চাবহিতেন পরস্পরসাদ্গুণ্যদোষবলমবেক্ষিতব্যম্। সমবেক্ষ্য চ যত্রৈনং শ্রেষ্ঠং মন্যেত,নাস্য তত্র জল্পং যোজয়েদনাবিষ্কৃতমযোগং কুর্ব্বন্। যত্র ত্বেনমবরং মন্যেত তত্রৈবৈনমাশু নিগৃহ্ণীয়াৎ।

নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অথবা সমান প্রতিপক্ষের সহিত সুহৃৎসভায় বাদ-প্রতিবাদ করিবে। অবধান শ্রবণ জ্ঞান বিজ্ঞান উপধারণ বচন ও প্রতিবচনের শক্তিসম্পন্ন উদাসীন

সভায় বাদ-প্রতিবাদ করিতে হইলে, সাবধান হইয়া পরস্পরের গুণ ও দোষের বল বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবে। লক্ষ্য করিয়া যেখানে প্রতিপক্ষকে শ্রেষ্ঠ মনে হইবে, সেখানে কোনরূপ অপ্রকাশিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বাদ-প্রতিবাদ করিবেনা। কিন্তু যেখানে প্রতিপক্ষকে নিকৃষ্ট মনে হইবে, সেখানে তাহাকে আশু পরাজিত করিবে।

তত্র খল্বিমে প্রত্যবরাণামাশুনিগ্রহে ভবন্ত্যুপায়াঃ। তদ্‌যথা—শ্রুতহীনং মহতা সূত্রপাঠেনাভিভবেৎ, বিজ্ঞানহীনং পুনঃ কষ্টশব্দেন বাক্যেন, বাক্যধারণাহীনমাবিদ্ধদীর্ঘসূত্রসঙ্কুলৈর্বাক্যদণ্ডকৈঃ, প্রতিভাহীনং পুনর্বচনেনানেকবিধেনানেকার্থবাচিনা, বচনশক্তিহীনমর্দ্ধোক্তস্য বাক্যস্য ক্ষেপণেন, অবিশারদমপত্রপণেন, কোপনমায়াসেন, ভীরুং বিত্রাসনেন, অনবহিতং নিয়মনেনেতি। এবমেতৈরুপায়ৈরবরমভিভবেৎ।

নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে শীঘ্র পরাজিত করিবার উপায় এই গুলি; যথা—যে শ্রুতহীন অর্থাৎ সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, তাহাকে মহৎসূত্রপাঠদ্বারা পরাজিত করিবে, যে শাস্ত্রতত্ত্বে জ্ঞানহীন, তাহাকে দুর্ব্বোধ বাক্য প্রয়োগদ্বারা; যে বাক্য ধারণা করিতে পারেনা, তাহাকে জটিল-দীর্ঘ-সূত্রসঙ্কুল বাক্যদণ্ডদ্বারা, প্রতিভাহীনকে অনেকপ্রকার অনেকার্থবাচী বাক্যদ্বারা, বচনশক্তিহীনকে অর্দ্ধোক্ত বাক্যে বাধাপ্রদানদ্বারা, অপ্রতিভকে লজ্জাজনক বাক্যদ্বারা, কোপনস্বভাব ব্যক্তিকে ক্লেশজনক বাক্যদ্বারা, এবং অনবহিতকে নিয়ত বচনদ্বারা পরাজিত করিবে। এইসকল উপায়দ্বারা নিকৃষ্ট প্রতিপক্ষকে পরাভব করিতে হয়।

তত্র শ্লোকৌ

বিগৃহ্য কথয়েদ্ যুক্ত্যা যুক্তঞ্চ ন নিবারয়েৎ।
বিগৃহ্য ভাষা তীব্রং হি কেষাঞ্চিদ্‌দ্রোহমাবহেৎ॥
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যমপি বিদ্যতে।
কুশলা নাভিনন্দন্তি কলহং সমিতৌ সতাম্।

বিগৃহ্য সম্ভাষায় যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিবে। প্রতিপক্ষের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বাধা দিবেনা। যেহেতু বিগৃহ্য সম্ভাষায় কাহারও কাহারও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ হইলে কিছুই অকার্য্য বা অবাচ্য থাকেনা, সেইজন্য পণ্ডিতগণ সজ্জনসমাজে কলহ অনুমোদন করেন না।

এবং প্রবৃত্তে তু বাদে প্রাগেব কার্য্যাদ্ বাদাৎ তাবদিদং কর্ত্তুং যতেত। সন্ধায় পরিষদাঽয়নভূতমাত্মনঃ প্রকরণমাদেশয়িতব্যম্। যদ্বা পরস্য দুশ্চদুর্গং স্যাৎ পক্ষম্ পরস্য বা দুশ্চং বিমুখমানয়েৎ। পরিষদি চোপসংহিতায়ামশক্যমস্মাভির্বক্তুম্, এষৈব তে পরিষদ্ যথেষ্টং যথাযোগং যথাভিপ্রায়ং বাদং বাদমর্য্যাদাঞ্চ স্থাপয়িষ্যতীত্যুক্ত্বা তূষ্ণীমাসীত।

বাদ-প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বেই এইরূপ করিতে যত্ন করিবে। যথা—সভার সহিত সন্ধি করিয়া, যাহাতে নিজের জয়লাভের উপায় হয়, সেইরূপ প্রকরণ উপস্থিত করিবে। অথবা যেরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রতিপক্ষের অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, কিংবা যাহা প্রতিপক্ষের বিমুখজনক, সেই

প্রশ্ন উত্থাপন করিবে। তৎপরে বলিবে, এই সভা উপস্থিত থাকিতে আমি নিজে কিছু বলিতে পারিনা, এই সভাই তোমার যথেষ্ট যথাযোগ্য ও যথাভিপ্রায় বাদ এবং বাদমর্য্যাদা স্থাপন করিবেন। এই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে।

তত্রেদং বাদমর্য্যাদালক্ষণং ভবতি। ইদং বাচ্যমিদমবাচ্যমেবং সতি পরাজিতো ভবতীতি ইমানি খলু পদানি ভিষগ্‌ভির্বাদমার্গজ্ঞানার্থমধিগম্যানি ভবন্তি। তদ্‌যথা—বাদো, দ্রব্যং, গুণাঃ কর্ম্ম, সামান্যং, বিশেষঃ, সমবায়ঃ, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতুঃ, দৃষ্টান্তঃ, উপনয়ঃ, নিগমনম্, উত্তরম্, সিদ্ধান্তঃ, শব্দঃ, প্রত্যক্ষম্, অনুমানম্, ঐতিহ্যম্, ঔপম্যম্, সংশয়ঃ, প্রয়োজনং, সব্যভিচারম্, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়ঃ, অর্থপ্রাপ্তিঃ, সম্ভবঃ, অনুযোজ্যম্, অননুযোজ্যম্, অনুযোগঃ, প্রত্যনুযোগঃ, বাক্যদোষঃ, বাক্যপ্রশংসা, ছলম্, হেতুঃ, অতীতকালম্, উপালম্ভঃ, পরিহারঃ, প্রতিজ্ঞাহানিঃ, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তরম্, অর্থান্তরং, নিগ্রহস্থানমিতি।

বাদবিষয় কতকগুলি সীমালক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা বলিতে পারিবে, ইহা বলিতে পারিবেনা, এইরূপ হইলে পরাজিত হইবে, ইত্যাদি নিয়মকে বাদমর্য্যাদা লক্ষণ কহে। বাদবিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্য এই কয়েকটি বিষয় চিকিৎসকের অবগত থাকা আবশ্যক। যথা—বাদ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন, উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থপ্রাপ্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যনুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্যপ্রশংসা, ছল, হেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ও নিগ্রহস্থান।

তত্র তু বাদো নাম স যৎ পরঃ পরেণ সহ শাস্ত্রপূর্ব্বকম্ বিগৃহ্য কথয়তি। স চ দ্বিবিধঃ সংগ্রহেণ জল্পো বিতণ্ডা চ। তত্র পক্ষাশ্রিতয়োর্বচনং জল্পঃ। জল্পবিপর্য্যয়ো বিতণ্ডা। যথৈকস্য পক্ষঃ পুনর্ভবোঽস্তীতি নাস্তীত্যপরস্য। তৌ চ স্বস্বপক্ষহেতুভিঃ স্বস্বপক্ষং স্থাপয়তঃ পরপক্ষমুদ্ভাবয়তঃ, এষ জল্পো; জল্পবিপর্য্যয়ো বিতণ্ডা। বিতণ্ডা নাম পরপক্ষদোষবচনমাত্রমেব।

পরস্পর বিগ্রহ করিয়া শাস্ত্রপূর্ব্বক যে কথা কহা যায়, তাহার নাম বাদ। বাদ সাধারণতঃ দুই প্রকার; জল্প ও বিতণ্ডা। বাদী ও প্রতিবাদী এক একটি পক্ষ আশ্রয় করিয়া যে বাদ-প্রতিবাদ করে, তাহার নাম জল্প। জল্পের বিপরীতই বিতণ্ডা। যথা এক পক্ষের কথা পুনর্জন্ম আছে, অপরপক্ষের কথা পুনর্জন্ম নাই; উভয়ে স্ব স্ব পক্ষের হেতুপ্রদর্শন দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপনা করিবে এবং পর পক্ষকে নিরস্ত করিবে; ইহারই নাম জল্প। জল্পের বিপর্য্যয় বিতণ্ডা, অর্থাৎ পরপক্ষের বাক্যে কেবল দোষপ্রদর্শন করাকে বিতণ্ডা কহে।

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ স্বলক্ষণৈঃ শ্লোকস্থানে পূর্ব্বমুক্তাঃ। অথ প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা নাম সাধ্যবচনং, যথা নিত্যঃ পুরুষ ইতি।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই সকলের স্ব স্ব লক্ষণ পূর্ব্বে সূত্রস্থানে কথিত হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা।—সাধ্যনির্দ্দেশ অর্থাৎ যে বিষয়ের স্থাপনা করিতে হইবে সেই বিষয়নির্দ্দেশের নাম প্রতিজ্ঞা। যথা পুরুষ নিত্য।

অথ স্থাপনা। স্থাপনা নাম তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াহেতুদৃষ্টান্তোপনয়-নিগমনৈঃ স্থাপনা, পূর্ব্বং হি প্রতিজ্ঞা, পশ্চাৎ স্থাপনা, কিং হ্যপ্রতিজ্ঞাতং স্থাপয়িষ্যতি? যথানিত্যঃ পুরুষইতি প্রতিজ্ঞা, হেতুরকৃতকত্বাদিতি, দৃষ্টান্তো যথাকাশমিতি, উপনয়ো যথা চাকৃতকমাকাশং তথা পুরুষ ইতি, নিগমনং তস্মান্নিত্য ইতি।

স্থাপনা—হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞার স্থাপনাকে স্থাপনা কহে। প্রথমে প্রতিজ্ঞা, তারপর স্থাপনা যেহেতু প্রতিজ্ঞানির্দ্দেশ না করিয়া কিসের স্থাপনা করিবে? যথা—পুরুষ নিত্য এই বাক্য প্রতিজ্ঞা। তাহার হেতু অকৃতকত্ব অর্থাৎ পুরুষ কাহারও কৃত নহে এই কারণে নিত্য। দৃষ্টান্ত যথা আকাশ। উপনয়-যথা আকাশ অকৃতক অর্থাৎ কাহারও কৃত নহে, পুরুষও সেইরূপ অকৃতক। নিগমন—অতএব পুরুষ নিত্য।

অথ প্রতিষ্ঠাপনা। প্রতিষ্ঠাপনা নাম যা তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রতি বিপরীতার্থস্থাপনা। যথা অনিত্যঃ পুরুষ ইতি বিপরীতার্থপ্রতিজ্ঞা হেতুরৈন্দ্রিয়কত্বাদিতি, দৃষ্টান্তো যথা ঘট ইতি, উপনয়ো যথা ঘট ঐন্দ্রিয়কঃ স চানিত্যস্তথা চায়মিতি, নিগমনং তস্মাদনিত্য ইতি।

প্রতিষ্ঠাপনা।—সেই প্রতিজ্ঞার বিপরীতার্থ স্থাপনার নাম প্রতিষ্ঠাপনা। যথা পুরুষ অনিত্য, ইহা বিপরীতার্থ প্রতিজ্ঞা। হেতুঐন্দ্রিয়কত্ব অর্থাৎ পুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এই জন্য অনিত্য। দৃষ্টান্ত যথা ঘট। উপনয়-যেমন ঘট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুতরাং অনিত্য, পুরুষও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুতরাং অনিত্য। নিগমন - অতএব পুরুষ অনিত্য।

অথ হেতুঃ। হেতুর্নামোপলব্ধিকারণং তৎ প্রত্যক্ষমনুমানমৈতিহ্যমুপমানমিত্যেভির্হেতুভির্যদুপলভ্যতে তৎ তত্ত্বম্।

অথ দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টান্তো নাম স যত্র মূর্খবিদুষাং বুদ্ধিসাম্যং, তেনৈব যদ্ বর্ণ্যং বর্ণয়তীতি, যথাগ্নিরুষ্ণো দ্রবমুদকং স্থিরা পৃথিবী আদিত্যঃ প্রকাশক ইতি যথা আদিত্যঃ প্রকাশকস্তথা সাঙ্খ্যজ্ঞানং প্রকাশকমিতি।

উপনয়ো নিগমনঞ্চোক্তং স্থাপনাপ্রতিষ্ঠাপনাব্যাখ্যায়াম্।

হেতু।—উপলব্ধিকারণের নাম হেতু, অর্থাৎ যাহাদ্বারা প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি হয়, তাহাকে হেতু কহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও উপমান, এই চতুর্ব্বিধ হেতুদ্বারা যাহা উপলব্ধ হয় তাহাই তত্ত্ব; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও উপমান এই চারিপ্রকার হেতুদ্বারা তত্ত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত।—যে বিষয়ে মূর্খ ও পণ্ডিতের বুদ্ধিসাম্য থাকে, অর্থাৎ মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই সমানভাবে যাহা বুঝিতে পারে, এবং যে সেই সাম্যদ্বারা বর্ণনীয় বিষয় বর্ণন করে, তাহার

নাম দৃষ্টান্ত। যেমন অগ্নি উষ্ণ, জল দ্রব, পৃথিবী স্থিরা, ও সূর্য্য প্রকাশক। অর্থাৎ সূর্য্য যেমন প্রকাশক, সাংখ্যজ্ঞানও সেইরূপ প্রকাশক। উপনয় ও নিগমন স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠাপনা ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

অথ উত্তরম্। উত্তরং নাম সাধর্ম্ম্যোপদিষ্টে হেতৌ বৈধর্ম্ম্যরচনং বৈধর্ম্ম্যোপদিষ্টে বা হেতৌ সাধর্ম্ম্যবচনং। যথা হেতুসধর্ম্মাণো বিকারাঃ, শীতকস্য হি ব্যাধের্হেতুভিঃ সাধর্ম্ম্যং হিমশিশিরবাতসংস্পর্শা ইতি ব্রুবতঃ পরো ব্রূয়াদ্ হেতুবিধর্ম্মাণো বিকারাঃ যথা শরীরাবয়বানাং দাহৌষ্ণ্য-কোথপ্রপচনে হেতুভির্বৈধর্ম্ম্যং হিমশিশিরবাতসংস্পর্শা ইতি। এতৎ সবিপর্য্যয়মুত্তরম্।

উত্তর।—সাধর্ম্ম্যদ্বারা হেতু প্রদর্শিত হইলে বৈধর্ম্ম্যপ্রদর্শন, অথবা বৈধর্ম্ম্যদ্বারা হেতু প্রদর্শিত হইলে সাধর্ম্ম্যপ্রদর্শনের নাম উত্তর। যথা,—বিকারসমূহ হেতুর সমানধর্ম্মী; যেহেতু শীতজনিত ব্যাধির শীতলহেতুর সহিত সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট যে হিম-শিশির-বাতসংস্পর্শ, তাহা শীতজনিত ব্যাধির বৃদ্ধির কারণ। এক পক্ষ এই কথা বলিলে, অপর ব্যক্তি বলিবে, বিকারসকল হেতুর বিপরীতধর্ম্মী; যেমন শরীরাবয়বসমূহের দাহ উষ্ণতা কোথ ও পচন বিষয়ে, তাহাদের হেতুর বিপরীতধর্ম্মী যে হিম-শিশিরবাতসংস্পর্শ, তাহাদের দ্বারা ঐ সকল ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে। ইহাকে সবিপর্য্যয় উত্তর কহে।

অথ সিদ্ধান্তঃ। সিদ্ধান্তো নাম স যঃ পরীক্ষকৈর্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিঃ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ। স চতুর্ব্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তোঽধিকরণসিদ্ধান্তোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি। তত্র সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তো নাম তস্মিংস্তস্মিন্ সর্ব্বস্মিংস্তন্ত্রে তৎ প্রসিদ্ধং, সন্তি নিদানানি, সন্তি সিদ্ধ্যুপায়াঃ সাধ্যানাং ব্যাধীনামিতি। প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তো নাম তস্মিংস্তস্মিন্নেকৈকস্মিংস্তন্ত্রে তত্তৎ প্রসিদ্ধং, যথান্যত্রাষ্টৌ রসাঃ ষড়ত্ররসাঃ, পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যত্র ষড়িন্দ্রিয়াণ্যন্যত্র তন্ত্রে, বাতাদিকৃতাঃ সর্ব্বে বিকারা যথান্যত্র, অত্র বাতাদিকৃতা ভূতকৃতাশ্চ প্রসিদ্ধাঃ। অধিকরণসিদ্ধান্তো নাম যস্মিন্নধিকরণে প্রস্তূয়মানে সিদ্ধান্যন্যান্যপি অধিকরণানি ভবন্তি, যথা ন মুক্তঃ কর্ম্মানুবন্ধিকং কুরুতে নিস্পৃহত্বাদিতি প্রস্তুতে সিদ্ধাঃ কর্ম্মফলমোক্ষপুরুষপ্রেত্যভাবাঃ স্যুঃ। অভ্যুপগমসিদ্ধান্তো নাম স যমর্থমসিদ্ধমপরীক্ষিতমনুপদিষ্টমহেতুকং বা বাদকালেঽভ্যুপগচ্ছন্তি ভিষজঃ। তদ্যথা দ্রব্যং প্রধানমিতি কৃত্বা বক্ষ্যামঃ, গুণঃ প্রধানমিতি কৃত্বা বক্ষ্যাম ইত্যেবমাদিশ্চতুর্ব্বিধঃ সিদ্ধান্তঃ।

সিদ্ধান্ত।—পরীক্ষকগণ বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া, এবং হেতুসমূহদ্বারা সাধন করিয়া, যে নির্ণয় স্থাপন করেন, তাহাই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার; সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। প্রধান প্রধান সমুদায় তন্ত্রে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহার নাম

সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন, রোগ সমূহের নিদান আছে, রোগ আছে, এবং সাধ্য রোগ সমূহের চিকিৎসার উপায়ও আছে; ইহা সমস্ত আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ। প্রধান প্রধান এক এক তন্ত্রে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন অন্য তন্ত্রের মতে রস আট প্রকার, এই তন্ত্রের মতে রস ছয়প্রকার। এই তন্ত্রের মতে ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার, অন্য-তন্ত্রের মতে ইন্দ্রিয় ছয়প্রকার। অন্য তন্ত্রের মতে রোগসকল বাতাদি কৃত, এই তন্ত্রের মতে রোগসকল বাতাদিকৃত ও ভূতকৃত। যে অধিকরণ প্রস্তুত করিতে অর্থাৎ যে বিষয় সিদ্ধ করিতে অন্যান্য অধিকরণ (বিষয়) সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে অধিকরণসিদ্ধান্ত কহে। নিস্পৃহত্ব হেতু মুক্ত পুরুষ আনুবন্ধিক অর্থাৎ পরজন্মে ফলপ্রদ কর্ম্ম করেন না; এই বিষয় বলাতেই কর্ম্মফল, মুক্তি ও পুরুষের পরজন্ম, এই কয়েকটি বিষয় সিদ্ধ হইল। চিকিৎসক বাদকালে যে সকল অসিদ্ধ, অপরীক্ষিত, অনুপদিষ্ট ও অহেতুক বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাকেই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। যথা—আমি দ্রব্যকে প্রধান করিয়া ব্যাখ্যা করিব, গুণকে প্রধান করিয়া ব্যাখ্যা করিব, অথবা কর্ম্মকে প্রধান করিয়া ব্যাখ্যা করিব, ইত্যাদি। চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তের বিষয় কথিত হইল।

অথ শব্দঃ। শব্দো নাম বর্ণসমাম্নায়ঃ। স চতুর্ব্বিধো দৃষ্টার্থশ্চাদৃষ্টার্থশ্চ সত্যশ্চানৃতশ্চেতি। তত্র দৃষ্টার্থো নাম ত্রিভির্হেতুভি র্দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি ষড়্ভিরুপক্রমৈশ্চ প্রশাম্যন্তি, সতি শ্রোত্রাদিসদ্ভাবে শব্দাদিগ্রহণমিতি। অদৃষ্টার্থঃ পুনরস্তি প্রেত্যভাবোঽস্তি মোক্ষ ইতি। সত্যো নাম যথার্থভূতঃ, সন্ত্যায়ুষো বেদোপদেশাঃ সন্তি সিদ্ধ্যুপায়াঃ সাধ্যানাম্ ব্যাধীনাম্ সন্ত্যারম্ভফলানীতি। সত্যবিপর্য্যয়াচ্চানৃতঃ।

শব্দ।—বর্ণের সমাম্নায় অর্থাৎ সঙ্গতির নাম শব্দ। শব্দ চতুর্ব্বিধ, দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ, সত্য, ও অনৃত। দৃষ্টার্থ যথা—তিনপ্রকার হেতু দ্বারা বাতাদি দোষসমূহ প্রকুপিত হয়, ছয়প্রকার চিকিৎসা দ্বারা তাহারা প্রশমিত হয়, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় থাকিলে শব্দাদি বিষয়ের গ্রহণ হইয়া থাকে। অদৃষ্টার্থ যথা পুনর্জন্ম আছে, মোক্ষ আছে। যথার্থভূতের নাম সত্য, যথা—আয়ুর্ব্বেদোপদেশ আছে, সাধ্য রোগসমূহের সিদ্ধির উপায় আছে, আরব্ধ কার্য্যের ফল আছে। সত্যের বিপরীতকে অনিত্য বা অসত্য কহে।

অথ প্রত্যক্ষম্। প্রত্যক্ষং নাম তদযদাত্মনা চেন্দ্রিয়ৈশ্চ স্বয়মুপলভ্যতে। তত্রাত্মপ্রত্যক্ষাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদয়ঃ, শব্দাদয়স্ত্বিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাঃ।

প্রত্যক্ষ। যাহা আত্মাদ্বারা বা ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। তন্মধ্যে সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষাদি বিষয় আত্ম প্রত্যক্ষ, এবং শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ।

অথানুমানং। অনুমানং নাম তর্কো যুক্ত্যপেক্ষঃ, যথা—অগ্নিং জরণশক্ত্যা বলং ব্যায়ামশক্ত্যা শ্রোত্রাদীনি শব্দাদিগ্রহণেনেত্যেবমাদিঃ।

অনুমান।—যুক্তিসঙ্গত তর্কের নাম অনুমান। যেমন পরিপাক—শক্তিদ্বারা জঠরাগ্নি, পরিশ্রম—শক্তিদ্বারা বল, শব্দাদিগ্রহণ দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ইত্যাদি বিষয় অনুমিত হইয়া থাকে।

ঐতিহ্যম্। ঐতিহ্যং নাম আপ্তোপদেশো বেদাদিঃ।

অথ ঔপম্যম্। ঔপম্যং নাম তদ্‌যদন্যেনান্যস্য সাদৃশ্যেনার্থস্য প্রকাশনং, যথা দণ্ডেন দণ্ডকস্য ধনুষা ধনুস্তম্ভস্যেষুণা চিকিৎসকস্যেতি।

ঐতিহ্য। বেদাদি আপ্তোপদেশকে ঐতিহ্য কহে। ঔপম্য। অন্যের সাদৃশ্যদ্বারা অন্যের বিষয় প্রকাশকে ঔপম্য কহে। যথা দণ্ডের সহিত দণ্ডকাপতনকের, ধনুর সহিত ধনুস্তম্ভের এবং বাণক্ষেপীর সহিত চিকিৎসকের উপম্য।

অথ সংশয়ঃ। সংশয়ো নাম সন্দিগ্ধেষ্বর্থেষ্বনিশ্চয়ঃ। যথা কিমকালমৃত্যুরস্তি নাস্তীতি। দৃষ্টাশ্চায়ুষ্মল্লক্ষণৈরুপেতাশ্চানুপেতাশ্চ তথাঽক্রিয়াঃ সক্রিয়াশ্চ পুরুষাঃ শীঘ্রভঙ্গাশ্চিরজীবিনশ্চ, তদুভয়দৃষ্টত্বাৎ সংশয়ঃ কিমস্তি খল্বকালমৃত্যুরুত নাস্তীতি।

সংশয়।—সন্দিগ্ধ বিষয়ে অনিশ্চয়ের নাম সংশয়। যেমন অকালমৃত্যু আছে কি নাই? কেহ দীর্ঘজীবীর লক্ষণযুক্ত ও যথাযথ চিকিৎসাকারী হইয়াও ক্ষণধ্বংসী, আবার কেহবা দীর্ঘজীবীর লক্ষণহীন ও যথাকালে চিকিৎসা কার্য্যে উদাসীন হইয়াও দীর্ঘজীবী হয়। এইরূপ উভয়ই দেখিতে পাওয়ার জন্য সংশয় হয় অকালমৃত্যু আছে কি নাই।

অথ প্রয়োজনম্। প্রয়োজনং নাম যদর্থমারভ্যন্তে আরম্ভাঃ, তদযথা যদ্যকালমৃত্যুরস্তি ততোঽহমাত্মানমায়ুষ্যৈরুপচরিষ্যাম্যনায়ুষ্যানি চ পরিহরিষ্যামি কথং মামকালমৃত্যুঃ প্রসহেতেতি প্রয়োজনম্।

প্রয়োজন।—যে ফলের জন্য কার্য্য আরম্ভ করা যায়, তাহাই প্রয়োজন। যথা যদি অকালমৃত্যু থাকে, তাহা হইলে আমি আয়ুষ্কর বিষয়সকলের সেবন করিব, এবং আয়ুর অহিতকর বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিব, সুতরাং আমার অকালমৃত্যু হইবে কেন? এখানে অকালমৃত্যুর নিবারণই প্রয়োজন।

অথ সব্যভিচারম্। সব্যভিচারং নাম যদ্ব্যভিচরণং, যথা ভবেদিদমৌষধং তস্মিন্ ব্যাধৌ যৌগিকমথবা নেতি।

অথ জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা নাম পরীক্ষা, যথা ভেষজপরীক্ষোত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে।

অথ ব্যবসায়ঃ। ব্যবসায়ো নাম নিশ্চয়ঃ, যথা বাতিকএবায়ং ব্যাধিরিদমেবাত্র ভেষজঞ্চ।

সব্যভিচার। যে ব্যভিচরণ করে অর্থাৎ যাহা কোথাও সিদ্ধ হয় কোথাও হয় না, তাহাকেই সব্যভিচার কহে। যথা—এই ঔষধ সেই রোগে উপযুক্ত হইবে কি না?

জিজ্ঞাসা—পরীক্ষার নাম জিজ্ঞাসা। (জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ জানিবার ইচ্ছা, প্রমাণাদিদ্বারা পরীক্ষা করিয়াই জানিবার ইচ্ছা তৃপ্ত করিতে হয়; সুতরাং পরীক্ষাই জিজ্ঞাসা।) যথা উত্তরকালে ঔষধপরীক্ষার উপদেশ করিব।

ব্যবসায়। নিশ্চয়কে ব্যবসায় কহে। যথা—এই রোগ বায়ুজন্য, এবং ইহাই ইহাতে ঔষধ।

অথার্থপ্রাপ্তিঃ। অর্থপ্রাপ্তির্নাম যত্রৈকেনাপ্যর্থেনোক্তেনাপরস্যার্থস্য-

ক্তস্য চ সিদ্ধিঃ। যথা নায়ং সন্তর্পণসাধ্যো ব্যাধিরিত্যুক্তে ভবত্যর্থপ্রাপ্তি-রপতর্পণসাধ্যোঽয়মিতি। নানেন দিবাভোক্তব্যমিত্যুক্তে ভবত্যর্থপ্রাপ্তি-র্নিশি ভোক্তব্যমিতি।

অথ সম্ভবঃ। সম্ভবো নাম যো যতঃ সম্ভবতি স তস্য সম্ভবঃ। যথা ষড়্ধাতবো গর্ভস্য, ব্যাধেরহিতং, হিতমারোগ্যস্যেতি।

অর্থপ্রাপ্তী এক বিষয়ের উক্তিদ্বারা অপর অনুক্ত বিষয়ের সিদ্ধি হইলে, তাহাকে অর্থ প্রাপ্তি কহে। যথা এই রোগ সন্তর্পণসাধ্য নহে, ইহা বলিলে এই ব্যাধি অপতর্পণসাধ্য এই অর্থপ্রাপ্তি হয়; এবং এই ব্যক্তির দিবাভোজন কর্ত্তব্য নহে, ইহা বলিলে ইহার রাত্রিভোজন কর্ত্তব্য, এই অর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সম্ভব।—যাহা সম্ভূত হয়, তাহাই তাহার সম্ভব। যথা—ষড়ধাতু গর্ভের, অহিতাচরণ ব্যাধির, হিতাচার আরোগ্যের সম্ভব।

অথানুযোজ্যম্। অনুযোজ্যং নাম যদ্বাক্যং বাক্যদোষযুক্তং তদনু-যোজ্যমুচ্যতে। সামান্যব্যাহৃতেষ্বর্থেষু বা বিশেষগ্রহণার্থং তদ্বাক্যমনু-যোজ্যম্। যথা সংশোধনসাধ্যোঽয়ং ব্যাধিরিত্যুক্তে কিং বমনসাধ্যো-ঽয়ং কিং বিরেচনসাধ্য ইত্যনুযুজ্যতে।

অথাননুযোজ্যম্। অননুযোজ্যং নামাতো বিপর্য্যয়েণ যথায়মসাধ্যঃ।

অনুযোজ্য। যে বাক্য বাক্যদোষযুক্ত, তাহাকে অনুযোজ্য কহে —অথবা সাধারণভাবে কোন বিষয় উক্ত হইলে, তাহাতে বিশেষ গ্রহণার্থ যে বাক্য কথিত হয়, তাহাও অনুযোজ্য। যথা—এই ব্যাধি সংশোধনসাধ্য এই কথা বলিলে, যদি প্রশ্ন করা যায় ইহা কি বমন সাধ্য? তাহা হইলে এই বাক্য অনুযোজ্য হইবে। অর্থাৎ সংশোধনসাধ্য বাক্য দ্বারা বমন-বিরে-চনাদি পঞ্চকর্ম্মসাধ্য ইহাই বুঝা উচিত, সেস্থলে কেবল বমনসাধ্য বা বিরেচনসাধ্য, এরূপ অর্থ করিলে, অবশ্যই তাহা অনুযোগযোগ্য হইয়া থাকে

অননুযোজ্য।- অনুযোজ্য বাক্যের বিপরীত বাক্যকে অননুযোজ্য কহে। যথা এই ব্যাধি অসাধ্য।

অথানুযোগঃ। অনুযোগো নাম স যৎ তদ্বিদ্যানাং তদ্বিদ্যৈরেব সার্দ্ধং তন্ত্রে তন্ত্রৈকদেশে বা প্রশ্নঃ প্রশ্নৈকদেশো বা জ্ঞানবিজ্ঞানবচনপ্রতিবচন-পরীক্ষার্থমাদিশ্যতে। অথবা নিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞাতে যৎ পরঃ কো হেতুরিত্যাহ সোঽনুযোগঃ।

অথ প্রত্যনুযোগঃ। প্রত্যনুযোগো নাম অনুযোগস্যানুযোগঃ। যথা অস্যানুযোগস্য পুনঃ কো হেতুরিতি।

অনুযোগ।—সমশাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ পরস্পর জ্ঞানার্থ বিজ্ঞানার্থ বচন-প্রতিবচনার্থ বা পরীক্ষার্থ তন্ত্র বা তন্ত্রের একদেশ বিষয়ে যে প্রশ্ন বা প্রশ্নাংশ করেন, তাহাকেই অনুযোগ কহে। অথবা এক ব্যক্তি "পুরুষ নিত্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে, অপর ব্যক্তি যদি "কি হেতু পুরুষ নিত্য" এইরূপ প্রশ্ন করেন, তবে তাহাকেও অনুযোগ বলা যায়।

প্রত্যনুযোগ -অনুযোগের অনুযোগকে প্রত্যনুযোগ কহে। যথা—"কি হেতু পুরুষ নিত্য" এইরূপ অনুযোগের পরে যদি আবার প্রশ্ন করা যায় "তোমার এই অনুযোগের হেতু কি?" তবে তাহাই প্রত্যনুযোগ।

অথ বাক্যদোষঃ। বাক্যদোষো নাম যথা খল্বস্মিন্নর্থে ন্যূনমধিকমনর্থকমপার্থকং বিরুদ্ধঞ্চেতি। নৈতানি বিনা প্রকৃতোঽর্থঃ প্রণশ্যেৎ।

তত্র ন্যূনম্। প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানামন্যতমেনাপি ন্যূনং ন্যূনং ভবতি, যদ্বা বহূপদিষ্টহেতুকমেকেন হেতুনা সাধ্যতে তচ্চ ন্যূনম্।

অথাধিকম্। অধিকং নাম ন্যূনবিপরীতং, যদ্বায়ুর্ব্বেদে ভাষ্যমাণে বার্হস্পত্যমৌশনসমন্যদ্বা যৎকিঞ্চিদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমুচ্যতে, যদ্বা সম্বদ্ধার্থমপি দ্বিরভিধীয়তে, তৎ পুনরুক্তত্বাদধিকং। তচ্চ পুনরুক্তং দ্বিবিধম্ অর্থপুনরুক্তং শব্দপুনরুক্তঞ্চ। তত্রার্থপুনরুক্তং যথা ভেষজমৌষধং সাধনমিতি, শব্দপুনরুক্তঞ্চ ভেষজং ভেষজমিতি।

বাক্যদোষ—এইবিষয়ে এই বাক্য ন্যূন বা অধিক, অনর্থক বা অপার্থক, কিংবা বিরুদ্ধ, এইরূপ সপ্রমাণ হইলে, তাহাকে বাক্যদোষ বলে। এইসকল বাক্যদোষ ব্যতীত প্রকৃত অর্থ প্রণষ্ট হয় না, অর্থাৎ এই সকল বাক্যদোষদ্বারা প্রকৃত অর্থ প্রণষ্ট হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে ন্যূন বাক্য যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, ইহাদের কোন একটি দ্বারা ন্যূন হইলে, সেই বাক্য ন্যূন হইয়া থাকে। অথবা যে বাক্য বহু হেতু দ্বারা প্রতিপাদনীয়, একটি হেতু দ্বারা তাহার প্রতিপাদন করিলেও ন্যূন দোষ হয়।

অধিক।—ন্যূন বাক্যের বিপরীত বাক্যকে অধিকবাক্য বলা যায়। অথবা আয়ুর্ব্বেদ বলিতে বলিতে যদি বার্হস্পত্য ঔশনস বা অপর কোন অপ্রাসঙ্গিক বাক্য বলা যায়, কিংবা কোন প্রাসঙ্গিক বাক্যও যদি দুইবার বলা যায়, তবে সেই অপ্রাসঙ্গিক বা পুনরুক্ত উভয় বাক্যই অধিক। পুনরুক্ত বাক্য দুইপ্রকার, অর্থপুনরুক্ত ও শব্দপুনরুক্ত। অর্থপুনরুক্ত যথা—ভেষজ ঔষধ সাধন ইত্যাদি। শব্দপুনরুক্ত যথা ভেষজ ভেষজ ইত্যাদি।

অথানর্থকম্। অনর্থকং নাম যদ্বচনমক্ষরগ্রামমাত্রমেব স্যাৎ পঞ্চবর্গবন্নচার্থতো গৃহ্যতে।

অথাপার্থকম্। অপার্থকং নাম যদর্থবচ্চ পরস্পরেণাসংযুজ্যমানার্থকং, যথা তক্রচক্রবংশবজ্রনিশাকরা ইতি।

অথ বিরুদ্ধং। বিরুদ্ধং নাম যদ্দৃষ্টান্তসময়ৈর্বিরুদ্ধং। তত্র পূর্ব্বং দৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবুক্তৌ। সময়ঃ পুনস্ত্রিধা ভবতি যথায়ুর্ব্বৈদিকসময়ো যাজ্ঞিকসময়ো মোক্ষশাস্ত্রিকসময় ইতি। তত্রায়ুর্ব্বৈদিকসময়শ্চতুষ্পাদং ভেষজমিতি। যাজ্ঞিকসময়ঃ আলভ্যা যজমানৈঃ পশব ইতি। মোক্ষশাস্ত্রিকসময়ঃ সর্ব্বভূতেষ্বহিংসেতি। তত্র স্বসময়বিপরীতমুচ্যমানং বিরুদ্ধমিতি বাক্যদোষাঃ

অনর্থক।—যে বাক্যের কোন অর্থগ্রহ হয় না, পঞ্চবর্গের ন্যায় কেবল অক্ষরসমষ্টিমাত্র, তাহাকে অনর্থক কহে।

অপার্থক।—অর্থবিশিষ্ট বাক্য পরস্পর-অসম্বদ্ধ হইলে, তাহাকে অপার্থক কহে। যথা তক্র শুক্ল বংশ বজ্র নিশাকর (এখানে প্রত্যেক শব্দের অর্থ থাকিলেও, একত্র সংযোগদ্বারা ইহাদের কোনই অর্থ প্রকাশ পায় নাই।)

বিরুদ্ধ।—যে বাক্য দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত ও সময়দ্বারা বিরুদ্ধ, তাহাকে বিরুদ্ধ বাক্য বলে। দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সময় তিন প্রকার, আয়ুর্ব্বৈদিক সময়, যাজ্ঞিক সময় ও মোক্ষশাস্ত্রিক সময়। আয়ুর্ব্বৈদিক সময় যথা—চতুষ্পাদ ভেষজ। যাজ্ঞিক সময় যথা—যজমান কর্ত্তৃক পশু মারণীয়। মোক্ষশাস্ত্রিক সময় যথা—সর্ব্বজীবে অহিংসা। স্ব সময়ের বিপরীত বাক্য বলিলে, তাহা বিরুদ্ধ হয়। বাক্যদোষ ব্যাখ্যাত হইল।

অথ বাক্যপ্রশংসা। বাক্যপ্রশংসা নাম যথা খল্বস্মিন্নর্থে ত্বন্যূনমনধিকমর্থবদনপার্থকমবিরুদ্ধমধিগতপদার্থঞ্চ, ইতি যৎ তদ্বাক্যমননুযোজ্যমিতি প্রশস্যতে।

অথচ্ছলং। ছলং নাম পরিশঠমর্থাভাসমনর্থকং বাগ্বস্তুমাত্রমেব। তদ্দ্বিবিধং বাক্ছলং সামান্যচ্ছলঞ্চ। তত্র বাক্ছলং নাম যথা কশ্চিদ্ ব্রূয়াৎ নবতন্ত্রোঽয়ং ভিষগিতি, অথ তিষগ্ ব্রূয়াৎ নাহং নবতন্ত্র একতন্ত্রোঽহমিতি। পরো ব্রূয়াৎ নাহং ব্রবীমি নবতন্ত্রাণি তবেতি, অপিতু নবাভ্যস্তং তে তন্ত্রমিতি, ভিষগ্ ব্রূয়াৎ ন ময়া নবাভ্যস্তং তন্ত্রম্, অনেকধাভ্যস্তং ময়া তন্ত্রমিতি বাক্ছলম্। সামান্যচ্ছলং নাম যথা ব্যাধিপ্রশমনায়ৌষধমিত্যুক্তে পরো ব্রূয়াৎ সৎসংপ্রশমনায়েতি কিন্নু ভবানাহ? সদ্রোগঃ সদৌষধং, যদি চ সৎ সৎপ্রশমনায় ভবতি তত্র সৎকাসঃ সৎক্ষয়ঃ সৎসামান্যাৎ কাসঃ ক্ষয়প্রশমনায় ভবিষ্যতীতি, এতৎ সামান্যচ্ছলম্।

বাক্যপ্রশংসা—বক্তব্যবিষয়ে অন্যূন, অনধিক, অর্থবিশিষ্ট, অনপার্থক, অবিরুদ্ধ ও অধিগতপদার্থ বাক্যকে বাক্যপ্রশংসা কহে। এইরূপ বাক্য অনুযোজ্য নহে, সুতরাং প্রশস্ত।

ছল।—পরিশঠ অর্থাৎ চাতুরীপূর্ণ, অর্থাভাস অর্থাৎ অর্থবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান ও অনর্থক বাক্যমাত্রকে ছল কহে। ছল দুইপ্রকার; বাক্ছল ও সামান্য ছল। বাক্ছল যথা—কেহ বলিলেন, এই ভিষক্ নবতন্ত্র (নবাভ্যস্ত তন্ত্র), প্রতিবাদী উত্তর করিলেন, আমি নবতন্ত্র নহি একতন্ত্র, অর্থাৎ আমি নয়খানি তন্ত্র অধ্যয়ন করি নাই, একমাত্র তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। বাদী আবার বলিলেন, আমি তোমার নয়খানি তন্ত্র অধ্যয়নের কথা বলি নাই, আমি বলিতেছি তোমার তন্ত্র নবাভ্যস্ত। প্রতিবাদী উত্তর করিলেন আমার তন্ত্র নবাভ্যস্ত (নয়বার অভ্যস্ত) নহে, আমি অনেকবার তন্ত্র অভ্যাস করিয়াছি। ইহাই বাক্ছল। সামান্য ছল যথা—ব্যাধি প্রশমনের জন্য ঔষধ, বাদী এই কথা বলিলে, প্রতিবাদী বলিলেন,—আপনি কি বলিতেছেন সৎপদার্থদ্বারা সদ্বস্তু প্রশমিত হয়? রোগ সৎপদার্থ অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ, এবং ঔষধও সৎপদার্থ। সৎপদার্থ যদি সৎপদার্থের প্রশমনে সমর্থ হয়, তবে কাসরোগও সৎপদার্থ, এবং ক্ষয়রোগও সৎপদার্থ, এই সত্তার সমানতা জন্য কাসও ক্ষয়রোগপ্রশমনে সমর্থ হইতে পারে। ইহাই সামান্য ছল।

অথাহেতুঃ। অহেতুর্নাম প্রকরণসমঃ সংশয়সমো বর্ণ্যসমইতি। তত্র প্রকরণসমো নামাহেতুর্যথান্যঃ শরীরাদাত্মা নিত্য ইতি, পরো ব্রূয়াদ্ যস্মাদন্যঃ শরীরাদাত্মা তস্মান্নিত্যঃ, শরীরং হ্যনিত্যমতো বিধর্ম্মিণানেন চ ভবিতব্যমিত্যেষ চাহেতুর্ন হি য এব পক্ষঃ স এব হেতুরিতি। সংশয়সমো নামাহেতুর্য এব সংশয়হেতুঃ স এব সংশয়চ্ছেদহেতুর্যথা অয়মায়ুর্ব্বেদৈকদেশমাহ কিংন্বয়ং চিকিৎসকঃ স্যান্নবেতি সংশয়ে পরো ব্রূয়াদ্ যস্মাদয়মায়ুর্ব্বেদৈকদেশমাহ তস্মাচ্চিকিৎসকোঽয়মিতি। ন চ সংশয়চ্ছেদহেতুং বিশেষয়ত্যেষ চাহেতুঃ। ন হি য এব সংশয়হেতুঃ স এব সংশয়চ্ছেদহেতুর্ভবতি। বর্ণ্যসমো নামাহেতুর্যো হেতুর্বর্ণ্যাবিশিষ্টঃ, যথা কশ্চিদ্ ব্রূয়াদস্পর্শত্বাদ্ বুদ্ধিরনিত্যা শব্দবদিতি, তত্র বর্ণ্যঃ শব্দো বুদ্ধিরপি বর্ণ্যা, তদুভয়বর্ণ্যাবিশিষ্টত্বাদ্বর্ণ্যসমোঽহেতুঃ।

অহেতু।—অহেতু ত্রিনপ্রকার, প্রকরণসম, সংশয়সম, ও বর্ণ্যসম প্রকরণসম অহেতু যথা আত্মা শরীর হইতে বিভিন্ন, তাহা নিত্য পদার্থ; বাদী এইরূপ বলিলে, প্রতিবাদী বলিলেন,যেহেতু আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন, অতএব নিত্য। কারণ শরীর অনিত্য পদার্থ, আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন সুতরাং তাহা শরীর হইতে ভিন্নধর্ম্মী হইবে। কিন্তু ইহা অহেতু, কারণ যাহা পক্ষ, তাহাই হেতু হইতে পারে না। যাহা সংশয়ের হেতু, তাহাই সংশয়চ্ছেদের হেতুরূপে প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে সংশয়সম অহেতু কহে। যথা এই ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদের একদেশ বলিতেছেন, অতএব ইনি চিকিৎসক কি না? এইরূপ কাহারও সংশয় হইলে, অপর ব্যক্তি যদি বলেন, যখন ইনি আয়ুর্ব্বেদের একদেশ বলিতেছেন, তখন ইনি চিকিৎসক। ইহাতে সংশয়হেতুর সহিত সংশয়চ্ছেদহেতুর কোন বিশেষত্ব রহিল না, অতএব ইহাও অহেতু। কারণ, যাহা সংশয়ের হেতু, তাহাই আবার সংশয়চ্ছেদের হেতু হইতে পারে না। বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত যে হেতুর বিশেষত্ব নাই, তাহাকে বর্ণ্যসম অহেতু কহে। যথা— কেহ বলিলেন, অস্পর্শত্ব হেতু বুদ্ধি অনিত্য, যেমন শব্দ; অর্থাৎ শব্দ যেমন স্পর্শ করা যায় না বলিয়া অনিত্য, বুদ্ধিও সেইরূপ স্পর্শ করা যায় না বলিয়া অনিত্য। এখানে শব্দ ও বুদ্ধি উভয়েরই অনিত্যত্ব বর্ণনীয়; অতএব উভয় বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষত্ব না থাকায়, ইহা বর্ণ্যসম অহেতু হইল।

অথাতীতকালম্। অতীতকালং নাম যৎ পূর্ব্বং বাচ্যং তৎ পশ্চাদুচ্যতে তৎ কালাতীতত্বাদগ্রাহ্যং ভবতীতি, পরং বা নিগ্রহপ্রাপ্তমনিগৃহ্য পরিগৃহ্য পক্ষান্তরিতং পশ্চান্নিগৃহীতে তৎ তস্যাতীতকালত্বান্নিগ্রহবচনমসমর্থং ভবতীতি।

অথোপালম্ভঃ। উপালম্ভো নাম হেতোর্দোষবচনং যথা পূর্ব্বমহেতবো হেত্বাভাসা ব্যাখ্যাতাঃ।

অথ পরিহারঃ। পরিহারো নাম তস্যৈব দোষবচনস্য পরিহরণং,

যথা নিত্যমাত্মনি শরীরস্থে জীবলিঙ্গান্যুপলভ্যন্তে তস্য চাপগমান্নোপলভ্যন্তে তস্মাদন্যঃ শরীরাদাত্মা নিত্যশ্চেতি।

অথ প্রতিজ্ঞাহানিঃ। প্রতিজ্ঞাহানির্নাম সা পূর্ব্বপরিগৃহীতাং প্রতিজ্ঞাং পর্য্যনুযুক্তো যৎ পরিত্যজতি, যথা প্রাক্ প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা নিত্যঃ পুরুষ ইতি পর্য্যনুযুক্তস্ত্বাহানিত্য ইতি।

অতীতকাল। যাহা পূর্ব্বে বলা উচিত, তাহা পরে বলিলে, তাহাকে অতীতকাল কহে। কালাতীতত্ব হেতু সেই বাক্য অগ্রাহ্য হয়। অথবা বাদী বা প্রতিবাদী কেহ নিগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, তখন তাহাকে নিগ্রহ না করিয়া যদি পক্ষান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক পরে নিগ্রহ করা যায়, তবে কালাতীতত্ব হেতু সেই নিগ্রহবচন নিগ্রহবিষয়ে অসমর্থ হয়।

উপালম্ভ।—হেতুর দোষ প্রদর্শনের নাম উপালম্ভ। যথা অহেতু ও হেত্বাভাস; ইহার বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পরিহার।—সেই দোষবচনের পরিহরণকে পরিহার কহে। যথা—আত্মা শরীরস্থ থাকিলে, জীবলক্ষণসমূহের নিত্য উপলব্ধি হয়, এবং শরীর হইতে আত্মা অপগত হইলেই সেই সকল লক্ষণ উপলব্ধ হয় না। অতএব আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন ও নিত্য পদার্থ।

প্রতিজ্ঞাহানি। বাদী অনুযুক্ত হইয়া অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাস্থাপনে অসমর্থ হইয়া যদি পূর্ব্বপরিগৃহীত প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে প্রতিজ্ঞাহানি বলা যায়। যথা—পুরুষ নিত্য, প্রথমে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই নিত্যত্বস্থাপনে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, পুরুষ অনিত্য।

অথাভ্যনুজ্ঞা। অভ্যনুজ্ঞা নাম সা য ইষ্টানিষ্টাভ্যুপগমঃ।

অথ হেত্বন্তরং। হেত্বন্তরং নাম প্রকৃতহেতৌ বাচ্যে যদ্ বিকৃতহেতুমাহ।

অথার্থান্তরম্। অর্থান্তরং নাম একস্মিন্ বক্তব্যেঽপরং যদাহ। যথা জ্বরলক্ষণে বাচ্যে প্রমেহলক্ষণমাহ।

অথ নিগ্রহস্থানম্। নিগ্রহস্থানং নাম পরাজয়প্রাপ্তিস্তচ্চ ত্রিরুক্তস্য বাক্যস্যাবিজ্ঞানং পরিষদি বিজ্ঞানবত্যাম্। যদ্বা অননুযোজ্যস্যানুযোগোঽনুযোজ্যস্য চাননুযোগঃ। প্রতিজ্ঞাহানিরভ্যনুজ্ঞা কালাতীতবচনমহেতুর্ন্যূনমধিকং ব্যর্থমনর্থকং পুনরুক্তং বিরুদ্ধং হেত্বন্তরমর্থান্তরম্ নিগ্রহস্থানমিতি বাদমর্য্যাদাপদানি যথোদ্দেশমভিনির্দ্দিষ্টানি ভবন্তি।

অভ্যনুজ্ঞা। ইষ্ট স্বপক্ষে (পর কর্ত্তৃক দোষ প্রদর্শিত হইলে) অনিষ্ট জ্ঞানকে অভ্যনুজ্ঞা কহে।

হেত্বন্তর। প্রকৃত হেতু বক্তব্যস্থলে বিকৃত হেতু প্রদর্শন করিলে, তাহাকে হেত্বন্তর কহে।

অর্থান্তর। এক বিষয় বক্তব্যস্থলে অপর বিষয় বলাকে অর্থান্তর কহে। যথা জ্বরলক্ষণ বলিতে প্রমেহলক্ষণ কথন।

নিগ্রহস্থান।—পরাজয় প্রাপ্তির নাম নিগ্রহস্থান। বিজ্ঞানবতী সভায় কোন কথা ত্রিরু-

বার বলিলেও যদি তাহা বুঝিতে না পারে, তবে তাহাও নিগ্রহস্থান। অথবা অনুযোগের অনুপযুক্ত বিষয়েও অনুযোগ, কিংবা অনুযোজ্য বিষয়েও অননুযোগকে নিগ্রহস্থান কহে।

প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, কালাতীত বাক্য অহেতু, ন্যূন, অধিক, ব্যর্থ, অনর্থক, পুনরুক্ত, বিরুদ্ধ, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ও নিগ্রহস্থান, এই সমস্ত বাদমর্য্যাদা যথোদ্দেশ নির্দ্দিষ্ট হইল।

বাদস্তু খলু ভিষজা বর্ত্তমানো বর্ত্ততায়ুর্ব্বেদ এব নত্বন্যত্র। তত্র হি বাক্যপ্রতিবাক্যবিস্তারাঃ কেবলাশ্চোপপত্তয়শ্চ সর্ব্বাধিকরণেষু তাঃ সর্ব্বাঃ সম্যগবেক্ষ্যাবেক্ষ্য সর্ব্বং বাক্যং ব্রূয়াৎ, নাপ্রকৃতিকমশাস্ত্রমপরীক্ষিতমসাধকমাকুলমজ্ঞাপকং বা। সর্ব্বঞ্চ হেতুমদ্ ব্রূয়াদ্ হেতুমন্তো হ্যকলুষাঃ সর্ব্ব এব বাদবিগ্রহাশ্চিকিৎসিতে কারণভূতাঃ। প্রশস্তবুদ্ধিবর্দ্ধকত্বাৎ সর্ব্বারম্ভসিদ্ধিং হ্যাবহত্যনুপহতা বুদ্ধিঃ।

চিকিৎসকগণ কেবল আয়ুর্ব্বেদ বিষয়েই বাদ (বিচার) করিবেন, অন্য শাস্ত্রীয় বিষয়ে তাঁহারের বাদ কর্ত্তব্য নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যেসকল বাক্য-প্রতিবাক্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, এবং সেইসকল বিষয়ে যেসমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত আছে, তৎসমুদায় সম্যগ্‌রূপে বিবেচনা করিয়া সকল কথা কহিবেন; অপ্রাকৃতিক, অশাস্ত্রীয়, অপরীক্ষিত, অসাধক, আকুল ও অজ্ঞাপক বাক্য বলিবেন না। হেতুপূর্ণ সমুদায় বাক্য বলিবেন। কারণ হেতুপূর্ণ নির্দ্দোষ বাদবিগ্রহসমূহই চিকিৎসাবিষয়ে কারণস্বরূপ। ইহাদ্বারা বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, এবং নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারাই সমুদায় কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ইমানি খলু তাবদিহ কানিচিৎ প্রকরণানি ভিষজাং জ্ঞানার্থমুপদেক্ষ্যামঃ। জ্ঞানপূর্ব্বকং কর্ম্মণাং সমারম্ভং প্রশংসন্তি কুশলাঃ। জ্ঞাত্বা হি কারণ করণকার্য্যযোনিকার্য্যকার্য্যফলানুবন্ধদেশকালপ্রবৃত্ত্যুপায়ান্ সম্যগভিনির্ব্বর্ত্তমানঃ কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তাবিষ্টফলানুবন্ধং কার্য্যমভিনির্ব্বর্ত্তয়ত্যনতিমহতা প্রযত্নেন কর্ত্তা।

ভিষক্‌গণের জ্ঞানের জন্য এইস্থলে আমরা আরও কতকগুলি প্রকরণের উপদেশ করিব। পণ্ডিতগণ জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মারম্ভেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ, করণ, কার্য্যযোনি, কার্য্য, কার্য্যফল, অনুবন্ধ, দেশ, কাল, প্রবৃত্তি ও উপায়, এইসমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, কার্য্যসম্পাদনে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে, কর্ত্তা অনতিযত্নে অভীষ্ট ফলপ্রদ কার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারেন।

তত্র কারণং নাম তদ্ যঃ করোতি স এব হেতুঃ স কর্ত্তা। করণং পুনস্তদ্ যদুপকরণায়োপকল্পতে কর্ত্তুঃ কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তৌ প্রযতমানস্য। কার্য্যযোনিস্তু সা যা বিক্রিয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে। কার্য্যন্তু তদ্ যস্যাভিনির্ব্বৃত্তিমভিসন্ধায় কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে। কার্য্যফলং পুনস্তদ্ যৎ প্রয়োজনা কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তিরিষ্যতে। অনুবন্ধঃ খলু সযঃ কর্ত্তারমবশ্যমনুবধ্নাতি কার্য্যাদুত্তরকালং কার্য্যনিমিত্তঃ শুভো বাপ্যশুভো বা ভাবঃ। দেশস্ত্বধিষ্ঠানম্। কালঃ পুনঃ পরিণামঃ। প্রবৃত্তিস্তু খলু চেষ্টা কার্য্যার্থা সৈব ক্রিয়া কর্ম্ম

যত্নঃ [illegible]। উপায়ঃ পুনস্ত্রয়াণাং কারণাদীনাং সৌষ্ঠবমভিসন্ধানঞ্চ সম্যক্ কার্য্যকার্য্যফলানুবন্ধবর্জ্জ্যানাং তেষাং, তদ্ধি কার্য্যাণামভিনির্ব্বর্ত্তকমিত্যতস্তূপায়ঃ। কৃতে নোপায়ার্থোঽস্তি ন চ বিদ্যতে তদাত্বে কৃতাচ্চোত্তরকালং ফলং ফলাচ্চানুবন্ধ ইতি। এতদ্ দশবিধমগ্রে পরীক্ষ্যম্, ততোঽনন্তরং কার্য্যার্থা প্রবৃত্তিরিষ্টা, তস্মাদ্ভিষক্ কার্য্যং চিকীর্ষুঃ প্রাক্ কার্য্যসমারম্ভাৎ পরীক্ষয়া কেবলং পরীক্ষ্যং পরীক্ষ্য কর্ম্ম সমারভেত কর্ত্তুম্।

যে করে, সেই কারণ, তাহাকেই হেতু এবং কর্ত্তাও বলা যায়। কার্য্যসম্পাদনে যত্নশীল কর্ত্তার যাহা উপকরণরূপে কল্পিত হয়, তাহাই করণ। যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই কার্য্যযোনি। যাহার উৎপত্তি উদ্দেশ করিয়া, কর্ত্তা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই কার্য্য। কার্য্যসম্পাদনের যাহা প্রয়োজন, তাহাই কার্য্যফল। কার্য্যসম্পাদনের পরে সেই কার্য্যজনিত যে শুভ বা অশুভ বিষয় কর্ত্তার অনুগত হয়, তাহাই অনুবন্ধ। আশ্রয় স্থানের নাম দেশ। কাল শব্দের অর্থ পরিণাম। কার্য্যনিষ্পাদনের জন্য যে চেষ্টা, তাহাই প্রবৃত্তি; সেই প্রবৃত্তিই ক্রিয়া কর্ম্ম যত্ন ও কার্য্যসমারম্ভ নামে অভিহিত হয়। কারণ করণ ও কার্য্যযোনি এই তিনের উৎকর্ষ, এবং কার্য্য কার্য্যফল ও অনুবন্ধ ব্যতীত অপর সকলের সম্যক্ অভিসন্ধানের নাম উপায়; ঐ সমুদায় দ্বারা কার্য্যসম্পাদন হয়, এইজন্যই তাহাদিগকে উপায় কহে। যে কার্য্য কৃত হইয়াছে, তাহা আর সেই কার্য্যের উপায় হইতে পারে না। কার্য্য কৃত হওয়ার পরে ফল উৎপন্ন হয়, এবং ফলোৎপত্তির পরে অনুবন্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং এই উভয়েরও উপায়তা নাই, অর্থাৎ ইহারাও কার্য্যের উপায় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই দশটি বিষয় অগ্রেই পরীক্ষা করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব কার্য্যাভিলাষী চিকিৎসক, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি পরীক্ষাদ্বারা সমুদায় পরীক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন।

তত্র চেদ্ভিষগভিষগ্বা ভিষজং কঞ্চিদেবং পৃচ্ছেদ্ বমনবিরেচনাস্থাপনানুবাসনশিরোবিরেচনানি প্রযোক্তুকামেন ভিষজা কতিবিধয়া পরীক্ষয়া কতিবিধমেব পরীক্ষ্যং, কশ্চাত্র পরীক্ষ্যবিশেষঃ, কথঞ্চ পরীক্ষিতব্যং, কিং প্রয়োজনা চ পরীক্ষা, ক চ বমনাদীনাং প্রবৃত্তিঃ, ক চ নিবৃত্তিঃ, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসংযোগে চ কিং নৈষ্ঠিকং, কানি চ বমনাদীনাং ভেষজদ্রব্যাণি উপযোগং গচ্ছন্তীতি। স এবং পৃষ্টো যদি মোহয়িতুমিচ্ছেদ্ ক্রয়াদেনং বহুবিধা হি পরীক্ষা তথা পরীক্ষ্যবিধিভেদঃ। কতমেন বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিন্নয়া পরীক্ষ্য কেন বা বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষ্যস্য ভিন্নস্য ভেদাগ্রং বা পৃচ্ছতি ভবান্? আখ্যায়মানং বেদানীং ভবতোঽন্যেন বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ ভিন্নয়া পরীক্ষয়া অন্যেন বা বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষ্যস্য ভিন্নস্যাভিলষিতমর্থং শ্রোতুমর্হসন্যেন পরীক্ষাবিধিভেদেনান্যেন বা বিধিভেদপ্রকৃত্যন্তরেণ পরীক্ষ্যং ভিত্ত্বার্থমাচক্ষাণ-

ইচ্ছাং পূরয়েয়মিতি। স যদুত্তরং ব্রূয়াৎ তৎ পরীক্ষ্যোত্তরং বাচ্যং স্যাদ্, যথোক্তঞ্চ প্রতিবচনবিধিমবেক্ষ্যসম্যক্। যদি তু ন চৈনং মোহয়িতুমিচ্ছেৎ প্রাপ্তন্তু বচনকালং মন্যেত কামমস্মৈ ব্রূয়াদাপ্তবেব নিখিলেন।

যদি কোন চিকিৎসককে কোন চিকিৎসক বা অপর কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, যে বমন, বিরেচন আস্থাপন, অনুবাসন ও শিরোবিরেচন কর্ম্ম প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে, চিকিৎসককে কতপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা কতপ্রকার বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হইবে? পরীক্ষণীয় বিষয়-সমূহের প্রভেদ কি? কিরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে? পরীক্ষার প্রয়োজন কি? কোন্ স্থলে বমনাদি কর্ত্তব্য? কোন্ স্থলেই বা কর্ত্তব্য নহে? বমনাদির কর্ত্তব্যতা ও অকর্ত্তব্যতা উভয়ের সংযোগ হইলে কর্ত্তব্য কি? এবং কোন্ কোন্ ঔষধ-দ্রব্য বমনাদির উপযোগী? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, যদি প্রশ্নকারীকে মুগ্ধ করিবার আবশ্যক হয়, তবে তাঁহাকে বলিবে, যে পরীক্ষা ও পরীক্ষণীয় বিষয়ের বিধিভেদ বহুবিধ; আপনি কোন্প্রকার বিধিভেদবিভিন্ন পরীক্ষাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া, কোন্প্রকার বিধিভেদবিভিন্ন পরীক্ষণীয় বিষয়ের ভেদাগ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি হয়ত অন্য-প্রকার ভেদকধর্ম্মানুসারে ভেদপ্রাপ্ত পরীক্ষাদ্বারা, অন্যপ্রকার ভেদকধর্ম্মানুসারে ভেদ-প্রাপ্ত পরীক্ষণীয় বিষয়, আমার নিকট শুনিতে চাহিতেছেন; আমি হয়ত অন্যপ্রকার পরীক্ষাবিধিভেদ দ্বারা, অন্যপ্রকার বিধিভেদানুসারে পরীক্ষণীয় বিষয় বিভেদ পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আপনার ইচ্ছা পূরণ করিব। ইহাতে তিনি যাহা উত্তর করিবেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদবিধানানুসারে সম্যগ্ বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে। আর যদি প্রশ্নকারীকে মুগ্ধ করিতে ইচ্ছা না কর, এবং উত্তর দিবার উপযুক্ত অবসর হইয়াছে বিবেচনা কর তবে সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিবে

দ্বিবিধা খলু পরীক্ষা জ্ঞানবতাং প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ। এতৎ তু দ্বয়-মুপদেশশ্চ পরীক্ষা স্যাৎ। এবমেষা দ্বিবিধা পরীক্ষা ত্রিবিধা বা সহোপ-দেশেন। দশবিধন্তু পরীক্ষ্যং কারণাদি যদুক্তমগ্রে, তদিহ ভিষগাদিষু সংসার্য্য সন্দর্শয়িষ্যামঃ। ইহ কার্য্যপ্রাপ্তৌ কারণং ভিষক্, করণং পুন-র্ভেষজং, কার্য্যযোনির্ধাতুবৈষম্যং, কার্য্যং ধাতুসাম্যং, কার্য্যফলং সুখা-বাপ্তিঃ, অনুবন্ধ আয়ুঃ, দেশো ভূমিরাতুরশ্চ, কালঃ সংবৎসরশ্চাতুরাবস্থা চ। প্রবৃত্তিঃ প্রতিকর্ম্মসমারম্ভঃ, উপায়ো ভিষগাদীনাং সৌষ্ঠবং অভি-সন্ধানঞ্চ সম্যক্। ইহাপ্যস্যোপায়স্য বিষয়ঃ পূর্ব্বৈণৈবোপায়বিশেষেণ ব্যাখ্যাত ইতি কারণাদীনি দশ ভিষগাদিষু সংসার্য্য সন্দর্শিতানি, তথৈ-বানুপূর্ব্ব্যা এতদ্দশবিধং পরীক্ষ্যমুক্তঞ্চ।

জ্ঞানবান্‌গণের সম্বন্ধে পরীক্ষা দুইপ্রকার; প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই দুইটিকে এবং উপদেশকেও পরীক্ষা বলা হয়। এইরূপে পরীক্ষা দুইপ্রকার, অথবা উপদেশ লইয়া তিন-প্রকার। পূর্ব্বে যে দশপ্রকার বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাই পরীক্ষণীয়। সেইসমস্ত পরীক্ষ্য বিষয় ভিষক্ প্রভৃতিতে আরোপ করিয়া প্রদর্শন করিব। এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চিকিৎসা-কার্য্যপ্রাপ্তি বিষয়ে কারণ ভিষক্, করণ ভেষজ (ঔষধ), কার্য্যযোনি ধাতুবৈষম্য,

কার্য্য ধাতুসাম্য, কার্য্যফল সুখপ্রাপ্তি, অনুবন্ধ আয়ুঃ, দেশ ভূমি ও রোগী, কাল সম্বৎসর ও রোগীর অবস্থা, প্রবৃত্তি প্রতিকারারম্ভ, এবং উপায় ভিষক্‌প্রভৃতির উৎকর্ষ ও সম্যক্ সংযোগ। পূর্ব্বোক্ত উপায়বিশেষের দ্বারাই এই উপায়ের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে কারণাদি দশটি বিষয় ভিষক্‌প্রভৃতিতে আরোপ করিয়া প্রদর্শিত হইল; এবং দশবিধ পরীক্ষণীয় বিষয়ও আনুপূর্ব্বিক কথিত হইয়াছে।

তস্য যো যঃ পরীক্ষ্যবিশেষো যথা যথা চ পরীক্ষিতব্যঃ স স তথা তথা চ ব্যাখ্যাস্যতে। কারণং ভিষগিত্যুক্তমগ্রে তস্য পরীক্ষা, ভিষগ্ নাম স যো ভেষতি যঃ সূত্রার্থপ্রয়োগকুশলো যস্য চায়ুঃ সর্ব্বথা বিদিতম্। যথাবৎ স চ সর্ব্বধাতুসাম্যং চিকীর্ষন্নাত্মানমেবাদিতঃ পরীক্ষেত, তদ্‌যথা—গুণিষু গুণতঃ কার্য্যাভিনির্ব্বৃত্তিং পশ্যন্ কচ্চিদহমস্য কার্য্যস্যাভিনির্ব্বর্ত্তনে সমর্থোঽস্মি ন বেতি। তত্রেমে ভিষগ্‌গুণা যৈরুপপন্নো ভিষগ্ ধাতুসাম্যাভিনির্ব্বর্ত্তনে সমর্থো ভবতি; তদ্‌যথা—পর্য্যবদাতশ্রুততা পরিদৃষ্টকর্ম্মতা দাক্ষ্যং শৌচং জিতহস্ততা উপকরণবত্তা সর্ব্বেন্দ্রিয়োপপন্নতা প্রকৃতিজ্ঞতা প্রতিপত্তিজ্ঞতা চেতি।

সেইসকল পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে যে পরীক্ষ্যবিশেষ যে যে প্রকারে পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই সেই পরীক্ষ্য বিষয় এবং সেই সেই পরীক্ষাপ্রকার ব্যাখ্যা করা হইবে। ভিষক্‌কে পূর্ব্বে কারণ বলা হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা,—যিনি রোগ নিবারণ করেন, যিনি সূত্রার্থ প্রয়োগে সুনিপুণ, এবং আয়ুর বিষয় সর্ব্বতোভাবে যাঁহার বিদিত, তিনিই ভিষক্। সেই ভিষক্ সর্ব্বধাতুর সাম্য (রোগশান্তি) করিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে আপনাকে পরীক্ষা করিবেন। যথা—গুণদ্বারা গুণবান্‌গণের কার্য্য সম্পাদন দেখিয়া, আমি এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইব কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ গুণবান্‌গণ যেসকল গুণে কার্য্য সম্পাদন করেন, আমার সেইসকল গুণ আছে কিনা ইহাই বিবেচনা করিবেন। চিকিৎসক যেসকল গুণসম্পন্ন হইলে, ধাতুসাম্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, সেইসকল গুণ যথা, শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা, নিপুণতা, পবিত্রতা, সিদ্ধহস্ততা, উপকরণবিশিষ্টতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্নতা, প্রকৃতিজ্ঞতা ও প্রতিপত্তিজ্ঞতা।

করণং পুনর্ভেষজম্। ভেষজং নাম তদ্‌যদুপকরণায়োপকল্প্যতে ভিষজো ধাতুসাম্যাভিনির্ব্বর্ত্তে প্রযতমানস্য বিশেষতশ্চোপায়াস্তেভ্যঃ। তদ্দ্বিবিধং ব্যপাশ্রয়ভেদাৎ। দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ঞ্চেতি। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসদানস্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সংশোধনোপশমনে চেষ্টাশ্চ দৃষ্টফলাঃ। এতচ্চৈব ভেষজমঙ্গভেদাদপি দ্বিবিধং, অদ্রব্যভূতং দ্রব্যভূতঞ্চেতি, তত্র যদ্ দ্রব্যভূতং তদুপায়াভিপ্লুতম্। উপায়ো নাম ভয়দর্শন-বিস্মাপন-ক্ষোভণ-হর্ষণ-ভৎর্সন-বন্ধন-স্বপ্ন-সংবাহনাদিরমূর্ত্তো ভাববিশেষো যথোক্তাঃ সিদ্ধ্যুপায়াশ্চ। যৎ তু দ্রব্যভূতং তদ্বমনাদিষু যোগ-

মুপৈতি, তস্যাপীয়ং পরীক্ষা। ইদমেবং প্রকৃত্যেবং গুণমেবং প্রভাব-মস্মিন্ দেশে জাতমাত্মনৃতাবেবং গৃহীতমেবং নিহিতমেবমুপস্কৃতমনয়া চ মাত্রয়া যুক্তমেভ্যো ব্যাধিবেবংবিধস্য পুরুষস্যৈতাবন্তং দোষমপকর্ষত্যুপ-শময়তি বা। যদন্যদপি চৈবংবিধং ভেষজং ভবেৎ তচ্চানেনান্যেন বা বিশেষেণ যুক্তমিতি।

ভেষজকে করণ বলা হইয়াছে। ধাতুসাম্যসম্পাদনে যত্ন করিতে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যযোনি হইতে উপায় পর্য্যন্ত আটটি বিষয়ের অতিরিক্ত যে যে বস্তু চিকিৎসকের উপকরণরূপে কল্পিত হয়, তাহাই ভেষজ। আশ্রয়ভেদে ভেষজ দুইপ্রকার; দৈবব্যপাশ্রয় এবং যুক্তি ব্যপাশ্রয়। দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ যথা—মন্ত্র, ওষধিধারণ, মণিধারণ, মঙ্গলাচরণ, পূজোপহার প্রদান, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, দান, স্বস্ত্যয়ন, প্রণাম ও তীর্থগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ যথা—সংশোধন, উপশমন, এবং দৃষ্টফল ক্রিয়াসমূহ। অজভেদেও ভেষজ দুইপ্রকার; অদ্রব্যভূত ও দ্রব্যভূত। উপায়স্বরূপ ভেষজকে অদ্রব্যভূত বলা যায়। উপায় যথা—ভয়-প্রদর্শন, বিস্ময়োৎপাদন, ক্ষোভোৎপাদন, হর্ষোৎপাদন, ভৎর্সন, বন্ধন, নিদ্রাকর্ষণ ও সংবাহ-নাদি অমূর্ত্ত ভাববিশেষ, এবং যথোক্ত সিদ্ধফল উপায়সমূহ। বমনাদি কার্য্যে যাহা যোগ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দ্রব্যকে দ্রব্যভূত ভেষজ কহে। তাহারও এইরূপ পরীক্ষা করিতে হয়; যথা—এই দ্রব্যের প্রকৃতি এইরূপ, গুণ এইরূপ, প্রভাব এইরূপ, ইহা এইদেশে জন্মিয়াছে, এই ঋতুতে এইরূপে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপে রক্ষিত হইয়াছে, এবং এইরূপ পুরুষের এইরূপ ব্যাধিতে এইরূপ মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে, এইরূপ দোষের নির্হরণ অথবা উপশম করিবে। অন্যান্য যেসকল পদার্থ দ্রব্যভূত ভেষজের মধ্যে পরিগণিত, তাহাদেরও এইরূপ লক্ষণের, অথবা অন্য কোন বিশেষলক্ষণের পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

কার্য্যযোনির্ধাতুবৈষম্যং, তস্য লক্ষণং বিকারাগমঃ। পরীক্ষা ত্বস্য বিকারপ্রকৃতেশ্চৈবোনাতিরিক্তলিঙ্গবিশেষাবেক্ষণং বিকারস্য চ সাধ্যা-সাধ্যমৃদুদারুণলিঙ্গবিশেষাবেক্ষণমিতি। কার্য্যং ধাতুসাম্যং, তস্য লক্ষণং বিকারোপশমঃ। পরীক্ষা ত্বস্য রুগুপশমনং স্বরবর্ণযোগঃ শরীরোপচয়ো বলবৃদ্ধিরভ্যবহার্য্যাভিলাষো রুচিরাহারকালে, অভ্যবহৃতস্য চাহারস্য কালে সম্যগ্‌জরণং, নিদ্রালাভো যথাকালং, বৈকারিকাণাং স্বপ্নানামদর্শনং, সুখেন চ প্রতিবোধনং, বাতমূত্রপুরীষরেতসাং মুক্তিঃ, সর্ব্বাকারৈর্মনো-বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাঞ্চাব্যাপত্তিরিতি। কার্য্যফলং সুখাবাপ্তিস্তস্য লক্ষণং মনো-বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরপুষ্টিঃ। অনুবন্ধস্তু খল্বায়ুস্তস্য লক্ষণং প্রাণৈঃ সহ সংযোগঃ।

ধাতুবৈষম্যকে কার্য্যযোনি বলা হইয়াছে। ধাতুবৈষম্যের লক্ষণ বিকারাবির্ভাব। ইহার পরীক্ষা, রোগের প্রকৃতির অর্থাৎ বাতাদি দোষের [illegible] ও বিশেষলক্ষণ দর্শন এবং সাধ্য-অসাধ্য-মৃদু-দারুণবিশেষের পর্য্যবেক্ষণ।

ধাতুসাম্যকে কার্য্য বলা হইয়াছে। তাহার লক্ষণ বিকারের উপশম। ধাতুসাম্যের পরীক্ষা যথা—বাক্যলার উপশম, স্বাভাবিক স্বর ও বর্ণের উৎপত্তি, শরীরের পুষ্টি, বলের বৃদ্ধি,

আহারে আকাঙ্ক্ষা, আহারকালে রুচি, ভুক্ত আহারের যথাকালে পরিপাক, যথাসময়ে নিদ্রাগমন, বিকারশূন্য স্বপ্নের অদর্শন, সুখে নিদ্রাভঙ্গ, বায়ু মূত্র পুরীষ ও শুক্রের যথাযথ নির্গম, এবং মনঃ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের সর্ব্বপ্রকারে অব্যাপত্তি।

সুখলাভকে কার্য্যফল বলা হইয়াছে। মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পরিতুষ্টিই সুখলাভের লক্ষণ। আয়ুকে অনুবন্ধ বলা হইয়াছে। প্রাণের সহিত শরীরের সংযোগই আয়ুর লক্ষণ।

দেশো ভূমিরাতুরশ্চ, তত্র ভূমিপরীক্ষা আতুরস্য পরিজ্ঞানহেতোর্বা স্যাদৌষধপরিজ্ঞানহেতোর্বা। তত্র তাবদিয়মাতুরপরিজ্ঞানহেতোঃ, তদ্যথা—অয়ং কস্মিন্ ভূমিদেশে জাতঃ সংবৃদ্ধো ব্যাধিতো বা তস্মিংশ্চ ভূমিদেশে মনুষ্যাণামিদমাহারজাতমিদং বিহারজাতমিদমাচারজাতমেতাবচ্চ বলমেবংবিধং সত্ত্বমেবংবিধং সাত্ম্যমেবংবিধো দোষো ভক্তিরিয়মিমে ব্যাধয়ো হিতমিদমহিতমিদমিতি। ঔষধপরিজ্ঞানহেতোস্তু কল্পেষু ভূমিপরীক্ষা বক্ষ্যতে।

ভূমি ও আতুর, এই দুইটি দেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রোগীর প্রকৃতিজ্ঞান এবং ঔষধেরও পরিজ্ঞান নিমিত্ত ভূমির পরীক্ষা আবশ্যক। আতুর পরিজ্ঞানজন্য ভূমি পরীক্ষা, যথা, এই রোগী কোন্ দেশে জন্মিয়াছে, অথবা কোন্‌দেশে বর্দ্ধিত হইয়াছে, কোন্‌দেশে পীড়িত হইয়াছে, সেই দেশে মনুষ্যগণের আহার এইরূপ, বিহার এইরূপ, আচারসমূহ এইরূপ, এইরূপ বল, এইরূপ সত্ত্ব, এইরূপ সাত্ম্য, এইরূপ দোষ, এইরূপ রুচি, এইসকল ব্যাধি যে দেশে অধিক হয়, ইহাই সে দেশে হিতকর, এবং ইহাই অহিতকর। ঔষধপরিজ্ঞানের জন্য ভূমিপরীক্ষা কল্পস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

আতুরস্তু খলু কার্য্যদেশস্তস্য পরীক্ষা আয়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানহেতোর্বা ভবতি বলদোষপ্রমাণজ্ঞানহেতোর্বা। তত্র তাবদিয়ং বলদোষপ্রমাণজ্ঞানহেতোঃ, দোষপ্রমাণানুরূপো হি ভৈষজ্যপ্রমাণবিশেষো বলপ্রমাণবিশেষাপেক্ষো ভবতি। সহসা হ্যতিবলমৌষধমপরীক্ষকপ্রযুক্তমল্পবলমাতুরমতিপাতয়েৎ, ন হ্যতিবলাস্ত্বাগ্নেয়সৌম্যবায়বীয়ান্যৌষধান্যগ্নিক্ষারশস্ত্রকর্ম্মাণি বা শক্যন্তে হ্রস্ববলৈঃ সোঢ়ুমসহ্যাতিতীক্ষ্ণবেগত্বাদ্ধি সদ্যঃপ্রাণহরাণি স্যুঃ। এতচ্চৈব কারণমবেক্ষ্যমাণা হীনবলমাতুরমবিষাদকরৈর্দুর্ব্বলকুমারপ্রায়ৈরুত্তরোত্তরগুরুভিরবিভ্রমৈরনাত্যয়িকৈশ্চোপচরন্তো নরধৈর্য্যবিশেষজ্ঞাশ্চ নারীঃ। তা হ্যনবস্থিতমৃদুবিবৃতবিক্লবহৃদয়াঃ প্রায়ঃ সুকুমারা অবলাঃ পরমসংভাব্যাশ্চ। তথা বলবতি বলবদ্ব্যাধিপরিগতে স্বল্পবলমৌষধমপরীক্ষকপ্রযুক্তমসাধকমেব ভবতি। তস্মাদাতুরং পরীক্ষেত প্রকৃতিতশ্চ বিকৃতিতশ্চ সারতশ্চ সংহননতশ্চ প্রমাণতশ্চ সাত্ম্যতশ্চ সত্ত্বতশ্চাহারশক্তিতশ্চ ব্যায়ামশক্তিতশ্চ বয়স্ততশ্চেতি।

রোগীই চিকিৎসাকার্য্যে দেশ অর্থাৎ আশ্রয়। রোগীর আয়ুঃপরিমাণজ্ঞানের জন্য

এবং তাহার বল-দোষের পরিমাণজ্ঞানের জন্য রোগীর পরীক্ষা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে বল-দোষের প্রমাণজ্ঞানের জন্য পরীক্ষা এই, যথা—ঔষধের পরিমাণবিশেষ দোষপ্রমাণের অনুরূপ হইবে এবং তাহা বলপ্রমাণবিশেষকে অপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ রোগীর বল ও দোষের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ঔষধের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। কারণ, আতুরের বল পরীক্ষা না করিয়া, অল্পবল রোগীকে বলবৎ ঔষধ প্রয়োগ করিলে, সেই ঔষধ সেই রোগীকে বিনষ্ট করে। যেহেতু, আগ্নেয় সৌম্য বা বায়বীয় যে রূপই ঔষধ হউক, তাহা অতিবল হইলে, অল্পবল রোগী সেই ঔষধ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং সেই অতিবল ঔষধ, এবং অগ্নিক্ষার ও শস্ত্রকর্ম্ম তীক্ষ্ণবেগের জন্য তাহার প্রাণনাশক হয়। এই সমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়া, চিকিৎসকগণ দুর্ব্বল রোগীকে বিশেষতঃ স্ত্রীদিগকে অকষ্টকর, মৃদুবীর্য্য ও সুখসেব্য-বহুল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে গুরুবীর্য্য, অবিভ্রমকর ও অবিপত্তিজনক ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যেহেতু স্ত্রীলোকগণের হৃদয় অনবস্থিত, কোমল, বিবৃত (সরল) ও ভয়াকুল; তাহারা প্রায়ই সুকুমার, দুর্ব্বল ও অন্যকর্ত্তৃক আশ্বসনীয়। এইরূপ বলবদ্ ব্যাধিগ্রস্ত বলবান্ রোগীকেও পরীক্ষা না করিয়া, তাহাকে অল্পবল ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তাহা রোগনিবারণে অসমর্থ হয়। অতএব রোগীকে প্রকৃতিদ্বারা, বিকৃতিদ্বারা, দেহসারদ্বারা, সংহননদ্বারা, দেহপরিমাণ দ্বারা, সত্ত্বদ্বারা, সাত্ম্যদ্বারা, আহারশক্তিদ্বারা, পরিশ্রমশক্তিদ্বারা ও বয়স দ্বারা পরীক্ষা করিবে।

বলপ্রমাণবিশেষগ্রহণহেতোঃ তত্রেমে প্রকৃত্যাদয়ো ভাবাঃ। তদ্যথা—শুক্রশোণিতপ্রকৃতিং কালগর্ভাশয়প্রকৃতিং মাতুরাহারবিহারপ্রকৃতিং মহাভূতবিকারপ্রকৃতিঞ্চ গর্ভশরীরমপেক্ষতে। এতা হি যেন যেন দোষেণাধিকেন সমেন বা সমনুবধ্যন্তে তেন তেন দোষেণ গর্ভোঽনুবধ্যতে। ততঃ সা সা দোষপ্রকৃতিরুচ্যতে মনুষ্যাণাং গর্ভাদিপ্রবৃত্তা। তস্মাৎ শ্লেষ্মলাঃ প্রকৃত্যা কেচিৎ পিত্তলাঃ কেচিদ্ বাতলাঃ কেচিৎ সংসৃষ্টাঃ কেচিৎ সমধাতবঃ কেচিদ্ ভবন্তি। তেষাং লক্ষণানি ব্যাখ্যাস্যামঃ।

এই সমস্ত প্রকৃত্যাদি বিষয় আতুরের বলপ্রমাণবিশেষজ্ঞানের হেতু। প্রকৃতি যথা—শুক্র-শোণিত-প্রকৃতি, কালগর্ভাশয়প্রকৃতি অর্থাৎ গর্ভিণীর বয়সানুরূপ গর্ভাশয় প্রকৃতি, গর্ভিণীর আহার-বিহারপ্রকৃতি এবং মহাভূতবিকারপ্রকৃতি। এই সকল প্রকৃতিকে গর্ভশরীর অপেক্ষা করে, অর্থাৎ গর্ভশরীর এই সকল প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া থাকে। আধিক্যপ্রাপ্ত বা সমপরিমিত যে যে দোষ দ্বারা এইসকল প্রকৃতি অনুবদ্ধ হয়, গর্ভও সেই সেই দোষ দ্বারা অনুবদ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের সেই গর্ভাদিপ্রবৃত্ত দোষ প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হয়। সেই প্রকৃতি অনুসারে কেহ শ্লেষ্মল, কেহ পিত্তল, কেহ বাতল, কেহ সংসৃষ্টধাতু, এবং কেহবা সমধাতু হইয়া থাকে। তাহাদের লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করিতেছি।

শ্লেষ্মা হি স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণমৃদুমধুরসারসান্দ্রমন্দস্তিমিতগুরুশীতবিজ্জলাচ্ছঃ। তস্য স্নেহাৎ শ্লেষ্মলাঃ স্নিগ্ধাঙ্গাঃ, শ্লক্ষ্ণত্বাৎ শ্লক্ষ্ণাঙ্গাঃ, মৃদুত্বাদ্ দৃষ্টিসুকুমারাবদাতশরীরাঃ, মাধুর্য্যাৎ প্রভূতশুক্রশুক্রাপত্যাঃ, সারত্বাৎ সারসংহতস্থিরশরীরাঃ, সান্দ্র[illegible]পচিতপরিপূর্ণ[illegible], মন্দত্বান্দ [illegible]ষ্টা-

হারবিহারাঃ, স্তৈমিত্যাদশীঘ্রারম্ভক্ষোভবিকারাঃ, গুরুত্বাৎ সারাধিষ্ঠিত-গতয়ঃ, শৈত্যাদল্পক্ষুত্তৃষ্ণাসন্তাপস্বেদদোষাঃ, বিজ্জুলত্বাৎ সুশ্লিষ্টসারসন্ধি-বন্ধনাঃ, তথাচ্ছত্বাৎ প্রসন্নদর্শনাননাঃ প্রসন্নস্নিগ্ধবর্ণস্বরাশ্চ ভবন্তি। ত এবংগুণযোগাৎ শ্লেষ্মলা বলবন্তো বসুমন্তো বিদ্যাবন্ত ওজস্বিনঃ শান্তা আয়ুষ্মন্তশ্চ ভবন্তি।

শ্লেষ্মা,—স্নিগ্ধ,, মসৃণ, মৃদু, মধুর, সার (প্রসাদস্বরূপ), ঘন, স্থির (চিরকারী), স্তিমিত, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল ও স্বচ্ছ। শ্লেষ্মার স্নিগ্ধতা জন্য শ্লেষ্মল ব্যক্তি স্নিগ্ধাঙ্গ হয়, মসৃণত্ব জন্য শ্লক্ষ্ণাঙ্গ হয়, মৃদুত্ব জন্য তাহাদের দেহ নয়নরঞ্জন সুকুমার ও গৌরবর্ণ হয়, মাধুর্য্য জন্য তাহাদের শুক্র রতিশক্তি ও সন্তান অধিক হয়, সারত্ব জন্য তাহাদের শরীর সারবিশিষ্ট, সংহতাবয়ব ও দৃঢ় হয় সান্দ্রত্ব জন্য সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ হয়, মন্দত্ব জন্য তাহাদের কার্য্য এবং আহার বিহার ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয়, স্তৈমিত্য জন্য তাহারা শীঘ্র কার্য্য করিতে পারে না, এবং কোন কারণে শীঘ্র তাহাদের মানসিক ক্ষোভ বা বিকার উপস্থিত হয় না। গুরুত্ব জন্য তাহাদের গতি গম্ভীর হয়, শৈত্য জন্য তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সন্তাপ, স্বেদ ও দোষ অল্প হয়, পিচ্ছিলতা জন্য তাহাদের সান্ধিবন্ধনসমূহ সুসংশ্লিষ্ট ও সারবান্ হয় স্বচ্ছত্ব জন্য তাহাদের দৃষ্টি ও মুখ প্রসন্ন, এবং স্বর ও বর্ণ প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এই-সকল গুণযোগ বশতঃ শ্লেষ্মল ব্যক্তি বলবান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্, ওজস্বী, শান্ত ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে।

পিত্তমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দ্রবং বিস্রমম্লং কটুকঞ্চ। তস্যোষ্ণ্যাৎ পিত্তলা ভবন্ত্যুষ্ণাসহাঃ শুক্লসুকুমারাবদাতগাত্রাঃ প্রভূতপিপ্পুব্যঙ্গতিলপিড়কাঃ ক্ষুৎপিপাসাবন্তঃ ক্ষিপ্রবলিপলিতখালিত্যদোষাঃ প্রায়ো মৃদ্বল্পকপিল-শ্মশ্রুলোমকেশাঃ। তৈক্ষ্ণ্যাৎ তীক্ষ্ণপরাক্রমা স্তীক্ষ্ণাগ্নয়ঃ প্রভূতাশনপানাঃ ক্লেশাসহিষ্ণবো দন্দশূকাঃ। দ্রবত্বাচ্ছিথিলমৃদুসন্ধিবন্ধমাংসাঃ প্রভূত-মূত্রপুরীষাঃ। বিস্রত্বাৎ প্রভূতপূতিকক্ষাস্যশিরঃশরীরগন্ধাঃ। কটুম্লত্বাদল্পশুক্রব্যবায়াপত্যাঃ। ত এবংগুণযোগাৎ পিত্তলা মধ্যবলা মধ্যজ্ঞানবিজ্ঞানবিত্তোপকরণবন্তশ্চ ভবন্তি।

পিত্ত,—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, বিস্র (আমগন্ধি), অম্ল ও কটু। পিত্তের উষ্ণত্ব জন্য পিত্তল ব্যক্তি উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের গাত্র শুক্ল, সুকুমার ও গৌরবর্ণ হয়, পিপ্পু, ব্যঙ্গ, তিল ও পিড়কা তাহাদের অধিক হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক হয়; বলি, পলিত ও খালিত্য-দোষ শীঘ্র উপস্থিত হয় এবং তাহাদের শ্মশ্রু লোম ও কেশ, প্রায়ই মৃদু, অল্প ও কপিলবর্ণ (কটা) হয়। তীক্ষ্ণতা জন্য তাহাদের পরাক্রম ও জাঠরাগ্নি তীক্ষ্ণ এবং পান-ভোজন প্রভূত হয়। তাহারা কষ্ট সহ্য করিতে পারে না ও দন্দশূক হয় অর্থাৎ অপরের মনে ব্যথা দিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হয়। পিত্তের দ্রবত্ব জন্য পিত্তল ব্যক্তির সন্ধিবন্ধ ও মাংস শিথিল ও মৃদু হয় এবং স্বেদ মূত্র ও পুরীষ অধিক নির্গত হয়। বিস্রত্ব জন্য ইহাদের কক্ষে (বগলে), মুখে, মস্তকে ও শরীরে অত্যন্ত পূতিগন্ধ হয়। কটুত্ব ও অম্লত্ব জন্য তাহাদের শুক্র রতিশক্তি ও সন্তান

অল্প হইয়া থাকে। এইসকল গুণযোগ বশতঃ পিত্তল ব্যক্তিগণ মধ্যবল ও মধ্যায়ুঃ হয় এবং তাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞান বিত্ত ও উপকরণ পদার্থ মধ্যাবস্থ হইয়া থাকে।

বাতস্তু রুক্ষলঘুচলবহুশীঘ্রশীতপরুষবিশদঃ। তস্য রৌক্ষ্যাদ্বাতলা রুক্ষাপচিতাল্পশরীরাঃ প্রততরুক্ষক্ষামভিন্নসক্তজর্জ্জরস্বরা জাগরূকাশ্চ। লঘুত্বাল্লঘুচপলগতিচেষ্টাহারবিহারাঃ। চলত্বাদনবস্থিত-সন্ধ্যক্ষিভ্রূহনুষ্ঠ-জিহ্বাশিরঃস্কন্ধ-পাণিপাদাঃ। বহুত্বাদ্বহুপ্রলাপকণ্ডরাশিরাপ্রতানাঃ, শীঘ্রত্বাৎ শীঘ্রসমারম্ভক্ষোভবিকারাঃ শীঘ্রত্রাসরাগবিরাগাঃ শ্রুতগ্রাহিণোঽল্প-স্মৃতয়শ্চ, শীতত্বাৎ শীতাসহিষ্ণবঃ প্রততশীতকোদ্বেপকস্তম্ভাঃ পারুষ্যাৎ পরুষকেশশ্মশ্রুরোমনখদশনবদনপাণিপাদাঃ। বৈশদ্যাৎ স্ফুটিতাঙ্গাবয়বাঃ সততসন্ধিশব্দগামিনশ্চ। ত এবংগুণযোগাদ্ বাতলাঃ প্রায়েণাল্পবলা-শ্চাল্পায়ুষশ্চাল্পাপত্যাশ্চাল্পসাধনাশ্চাল্পধনাশ্চ ভবন্তি।

বায়ু—রুক্ষ, লঘু, চল (চঞ্চল), বহু, শীঘ্রকারী, শীতল, পরুষ ও বিশদ। বায়ুর রুক্ষতা-জন্য বাতল ব্যক্তির শরীর রুক্ষ ক্ষীণ ও খর্ব্ব হয়, স্বর রুক্ষ ক্ষীণ ভগ্ন জড়িত ও জর্জ্জর হয় এবং তাহারা নিদ্রাহীন হইয়া থাকে। লঘুত্ব জন্য তাহাদের গতি, কার্য্য, আহার ও বিহার লঘু (শীঘ্র) ও চঞ্চল হয়। চলত্ব জন্য তাহাদের সন্ধিস্থান, চক্ষু, ভ্রূ, হনু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, মস্তক, স্কন্ধ, হস্ত ও পদ অনবস্থিত (অস্থির) হয়। বহুত্ব জন্য তাহাদের প্রলাপ (বাক্য), কণ্ডরা, শিরা ও জালসমূহ বহু হইয়া থাকে। শীঘ্রত্ব জন্য তাহারা শীঘ্র কার্য্যারম্ভ করে, শীঘ্র ক্ষুব্ধ হয় ও শীঘ্র বিকারপ্রাপ্ত হয়; এবং ভয় অনুরাগ ও বিরাগ, তাহাদের শীঘ্র হইয়া থাকে; কোন কথা শুনিবামাত্র তাহারা তাহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের স্মৃতিশক্তি অল্প হয়। শীতত্ব জন্য তাহারা শীত সহ্য করিতে পারে না এবং নিরন্তর তাহাদের শীত কম্প ও স্তব্ধতা হইয়া থাকে। পরুষতা জন্য তাহাদের কেশ, শ্মশ্রু, রোম, নখ, দশন, মুখ, হস্ত ও পদ পরুষ হয়। বিশদত্ব হেতু তাহাদের অঙ্গাবয়ব সকল স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হয়, এবং গমনকালে তাহাদের সন্ধিসমূহ হইতে শব্দ নির্গত হইতে থাকে। এইসকল গুণযোগ-বশতঃ বাতল ব্যক্তিগণ প্রায়ই অল্পবল, অল্পায়ুঃ, অল্পসন্তানবিশিষ্ট, অল্পসাধন (উপায়হীন) ও অল্পধন হইয়া থাকে।

সংসর্গাৎ সংসৃষ্টলক্ষণাঃ। সর্ব্বগুণসমুদিতাস্তু সমধাতবঃ। ইত্যেবং প্রকৃতিতঃ পরীক্ষেত।

যাহাদের প্রকৃতিতে দুইটি দোষের সংসর্গ থাকে অর্থাৎ যাহারা বাতপিত্ত বাতশ্লেষ্ম বা বা পিত্তশ্লেষ্ম ধাতু, তাহারা পূর্ব্বোক্ত উভয়দোষের মিলিত লক্ষণবিশিষ্ট হয়। আর যাহারা সকল দোষের সমুদায় গুণবিশিষ্ট, তাহারা সমধাতু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতিদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে।

বিকৃতিতশ্চেতি। বিকৃতিরুচ্যতে বিকারঃ। তত্র বিকারং হেতুদূষ্য-দোষপ্রকৃতিদেশকালবলবিশেষৈর্লিঙ্গতশ্চ পরীক্ষেত। ন হ্যন্তরেণ হেত্বা-দীনাং বলবিশেষং ব্যাধিবলবিশেষাবগমঃ। যস্য হি ব্যাধের্দোষদূষ্যপ্রকৃতি-

দেশকালসাম্যং ভবতি মহচ্চ হেতুবললিঙ্গং স ব্যাধির্বলবাংস্তদ্বিপর্য্যয়াচ্চাল্পবলো মধ্যবলস্তু দূষ্যাদীনামন্যতমসাম্যাদ্ধেতুলিঙ্গমধ্যবলত্বাচ্চোপলভ্যতে।

বিকৃতিদ্বারাও আতুরের পরীক্ষা করিবে। বিকারকেই বিকৃতি কহে। হেতু, দূষ্য, দোষ, প্রকৃতি, দেশ ও কালের বলবিশেষ দ্বারা এবং লক্ষণদ্বারা বিকারের পরীক্ষা করিবে কারণ, হেতুপ্রভৃতির বলবিশেষ ব্যতীত বিকারেরও বলবিশেষের উপলব্ধি হয় না। যেহেতু যে ব্যাধির দোষ দূষ্য প্রকৃতি দেশ ও কালের সাম্য থাকে, এবং যাহার নিদান ও লক্ষণের বল অধিক হয়, সেই ব্যাধি বলবান্ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ দোষ দূষ্যাদির সাম্য না থাকিলে এবং নিদানাদির বল অধিক না হইলে, সেই ব্যাধি অল্পবল হয়। আর দূষ্যাদির অন্যতমের সাম্য থাকিলে এবং নিদান ও লক্ষণ মধ্যবল হইলে, সেই ব্যাধি মধ্যবল বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে।

সারতশ্চেতি। সারাণ্যষ্টৌ পুরুষাণাং বলমানবিশেষজ্ঞানার্থমুপদিশ্যন্তে ত্বগ্রক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রসত্ত্বানীতি। তত্র স্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণমৃদুপ্রসন্নসূক্ষ্মাল্পগম্ভীরসুকুমারলোমা সপ্রভশ্চ ত্বক্ ত্বক্সারাণাম্। সা সারতা সুখসৌভাগ্যৈশ্বর্য্যোপভোগবুদ্ধিবিদ্যারোগ্যহর্ষদীর্ঘায়ুষ্ত্বখ্যাপনায়াষ্টে।

দেহসারদ্বারা আতুরের পরীক্ষা কর্ত্তব্য। পুরুষের বলপ্রমাণবিশেষজ্ঞানের জন্য আটটি সার উপদিষ্ট হইয়া থাকে। যথা ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা শুক্র ও সত্ত্ব (মনঃ)। তন্মধ্যে ত্বক্সার ব্যক্তিগণের ত্বক্ স্নিগ্ধ, মসৃণ, মৃদু, প্রসন্ন, এবং সূক্ষ্ম অল্প গম্ভীর সুকুমার-লোম বিশিষ্ট ও প্রভাশালী হয়। সেই ত্বক্সারতা, সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্যোপভোগ, বুদ্ধি, বিদ্যা, আরোগ্য, হর্ষ ও দীর্ঘায়ুর খ্যাপন করে অর্থাৎ ত্বক্সার ব্যক্তিগণ সুখী, ভাগ্যবান্, ঐশ্বর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, নীরোগ, হৃষ্ট ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে।

কর্ণাক্ষিমুখজিহ্বানাসৌষ্ঠপাণিপাদতলনখললাটমেহনং স্নিগ্ধরক্তবর্ণং শ্রীমদ্ ভ্রাজিষ্ণু রক্তসারাণাম্। সা সারতা সুখমুদ্ধতাং মেধাং মনস্বিত্বং সৌকুমার্য্যমনতিবলমুষ্ণাসহিষ্ণুত্বঞ্চাচষ্টে।

রক্তসার ব্যক্তিগণের কর্ণ, চক্ষু, মুখ, জিহ্বা, নাসিকা, ওষ্ঠ হস্ততল, পদতল, নখ, ললাট ও লিঙ্গ, স্নিগ্ধ রক্তবর্ণ, সুশ্রী ও উজ্জ্বল হয়। এই রক্তসার দ্বারা সুখ বিপুল মেধা, মনস্বিতা, সুকুমারতা, মধ্যবল ও উষ্ণসহনে অসামর্থ্য আখ্যাত হয়।

শঙ্খললাটকৃকাটিকাক্ষিগণ্ডহনুগ্রীবাস্কন্ধোদরকক্ষবক্ষঃপাণিপাদসন্ধয়স্তু স্থিরগুরুশুভমাংসোপচিতা মা সসারাণাম্। সা সারতা ক্ষমাং ধৃতিমলোলত্বং বিত্তং বিদ্যাং সুখমার্জ্জবমারোগ্যং বলমায়ুশ্চ দীর্ঘমাচষ্টে।

মাংসসার ব্যক্তিগণের শঙ্খ, ললাট, কৃকাটিকা (ঘাড়), চক্ষু, গণ্ড, হনু, গ্রীবা, স্কন্ধ, উদর, কক্ষ, বক্ষঃস্থল, হস্ত, পদ ও সন্ধিস্থলসমূহ, দৃঢ় গুরু সুশোভন ও মাংসপুষ্ট হয়। সেই মাংসসারতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অলোলতা, বিত্ত, বিদ্যা, সুখ, সরলতা, আরোগ্য, বল ও দীর্ঘ

বর্ণস্বর[illegible]লোমনখদন্তৌষ্ঠমূত্রপুরীষেষু বিশেষতঃ স্নেহো মেদঃসারাণাম্। মা সারতা বিত্তৈশ্বর্য্যসুখোপভোগদৈন্যার্জ্জবং সুকুমারোপচারতাঞ্চাচষ্টে।

মেদঃসার ব্যক্তিগণের বর্ণ, স্বর, চক্ষু, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ওষ্ঠ, মূত্র ও পুরীষ বিশেষ রূপে স্নিগ্ধ হয়। সেই মেদঃসারতা বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, সুখভোগ, বিনয় সরলতা ও সুকুমারশীলতার সূচনা করে।

পার্ষ্ণিগুল্ফজানুকরভজত্রুচিবুকশিরঃপর্ব্বস্থূলাঃ স্থূলাস্থিনখদন্তাশ্চাস্থিসারাঃ। তে মহোৎসাহাঃ ক্রিয়াবন্তঃ ক্লেশসহাঃ সারস্থিরশরীরা দৃঢ়স্ত্যায়ুষ্মন্তশ্চ।

অস্থিসার ব্যক্তিগণের পার্ষ্ণি, গুল্ফ জানু, কনুই জত্রু, চিবুক, মস্তক ও পর্ব্ব স্থূল হয়, এবং অস্থি নখ ও দন্ত স্থূল হইয়া থাকে। অস্থিসার ব্যক্তিগণ মহোৎসাহ, ক্রিয়াবান্, ক্লেশসহিষ্ণু, সারবান্, দৃঢ়শরীর ও দীর্ঘায়ু হয়

মৃদ্বঙ্গা বলবন্তঃ স্নিগ্ধবর্ণস্বরাঃ স্থূলদীর্ঘবৃত্তসন্ধয়শ্চ মজ্জসারাস্তে দীর্ঘায়ুষো বলবন্তঃ শ্রুতবিজ্ঞানবিত্তাপত্যসম্মানভাজশ্চ ভবন্তি।

যাহারা মৃদুদেহ, বলবান্, স্নিগ্ধবর্ণ, স্নিগ্ধস্বর, এবং যাহাদের সন্ধিসকল স্থূল দীর্ঘ ও বৃত্ত (গোল) তাহারা মজ্জসার মজ্জসার ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ুঃ, বলবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানবান্, বিত্তশালী, অপত্যবান্ ও সম্মানভাজন হয়।

সৌম্যাঃ সৌম্যপ্রেক্ষিণঃ ক্ষীরপূর্ণলোচনা ইব প্রহর্ষবহুলাঃ স্নিগ্ধবৃত্তসারসমসংহতশিখরিদশনাঃ প্রসন্নস্নিগ্ধবর্ণস্বরা ভ্রাজিষ্ণবো মহাস্ফিচশ্চ শুক্রসারাঃ, তে স্ত্রীপ্রিয়াঃ প্রিয়োপভোগা বলবন্তঃ সুখৈশ্বর্য্যারোগ্যবিত্তসম্মানাপত্যভাজশ্চ ভবন্তি।

শুক্রসার ব্যক্তিগণ সৌম্যমূর্ত্তি, সৌম্যদৃষ্টি, ক্ষীরপূর্ণবৎ চক্ষুর্বিশিষ্ট ও হর্ষবহুল হয়, তাহাদের দন্ত, স্নিগ্ধ বৃত্ত সারবান্ সমান সংহত ও সূচাগ্র হয়, বর্ণ ও স্বর প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ হয়, কান্তি উজ্জ্বল হয়, এবং স্ফিক্ (পাছা) বৃহৎ হয়। তাহারা স্ত্রীলোকের প্রিয়, উপভোগপ্রিয়, বলবান্, এবং সুখী, ঐশ্বর্য্যশালী, আরোগ্যবান্, বিত্তশালী, সম্মানভাজন ও পুত্রবান্ হইয়া থাকে।

স্মৃতিমন্তো ভক্তিমন্তঃ কৃতজ্ঞাঃ প্রাজ্ঞাঃ শুচয়ো মহোৎসাহা দক্ষা ধীরাঃ সমরবিক্রান্তযোধিনস্ত্যক্তবিষাদাঃ সুব্যবস্থিতগতিগম্ভীরবুদ্ধিচেষ্টাঃ কল্যাণাভিনিবেশিনশ্চ সত্ত্বসারাঃ, তেষাং স্বলক্ষণৈরেব গুণা ব্যাখ্যাতাঃ।

সত্ত্বসার ব্যক্তিগণ, স্মৃতিমান্, ভক্তিমান্, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, পবিত্র, মহোৎসাহ, দক্ষ, ধীর, পরাক্রান্ত যোদ্ধা ও বিষাদশূন্য হয়। তাহাদের গতি সুব্যবস্থিত, এবং বুদ্ধি ও চেষ্টা গম্ভীর, এবং কল্যাণ বিষয়ে অভিনিবেশ হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণকথন দ্বারা গুণসমূহও ব্যাখ্যাত হইল।

তত্র সর্ব্বৈঃ সারৈরুপেতাঃ পুরুষা ভব[illegible]ঃ পরমসুখমুদ্বহন্তঃ

ক্লেশসহাঃ সর্ব্বারম্ভেষ্বাত্মনি জাতপ্রত্যয়াঃ কল্যাণাভিনিবেশিনঃ স্থিরসমাহিতশরীরাঃ সুসমাহিতগতয়ঃ সানুনাদস্নিগ্ধগম্ভীরমহানিস্বনাঃ সুখৈশ্বর্য্যবিত্তোপভোগসম্মানভাজো মন্দজরসো মন্দবিকারাঃ প্রায়স্তুল্যগুণবিস্তীর্ণাপত্যাশ্চিরজীবিনশ্চ।

যেসকল পুরুষ সমুদায়-সারসম্পন্ন, তাহারা অতিবলবান্, পরমসুখান্বিত ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়। তাহারা আপনাকে সকল কার্য্যেই সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করে, ও কল্যাণাভিনিবেশী হয়। তাহাদের শরীর দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত, গতি সুসংহত, এবং স্বর প্রতিধ্বনিজনক, স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও মহান্ হইয়া থাকে। তাহারা সুখী, ঐশ্বর্য্যশালী, বিত্তবান্, উপভোগকারী ও সম্মানভাজন হয়। তাহাদের জরা ও রোগ অল্প হয়, তুল্যগুণশালী বহু সন্তান হইয়া থাকে এবং তাহারা দীর্ঘজীবী হয়।

অতো বিপরীতলক্ষণাঃ। মধ্যানাং মধ্যৈঃ সারবিশেষৈর্গুণবিশেষা ব্যাখ্যাতাঃ। ইতি সারাণ্যষ্টৌ পুরুষাণাং বলপ্রমাণবিশেষজ্ঞানার্থমুপদিষ্টানি ভবন্তি।

এইসমস্ত সারলক্ষণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অসার। মধ্যসার ব্যক্তিগণের গুণবিশেষ মধ্যাবস্থ সারবিশেষ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সারগুণসমূহের কতকগুলি গুণ যাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা মধ্যসার ব্যক্তি। পুরুষের বলপ্রমাণজ্ঞানের জন্য অষ্টবিধ সারের বিষয় এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া থাকে।

কথং নু শরীরমাত্রদর্শনাদেব ভিষক্ মুহ্যেদয়মুপচিতত্বাদ্বলবানয়মল্পবলঃ কৃশত্বাৎ মহাবলবানয়ং মহাশরীরত্বাদয়মল্পশরীরত্বাদল্পবল ইতি। দৃশ্যন্তে হ্যল্পশরীরাঃ কৃশাশ্চৈকে বলবন্তস্তত্র পিপীলিকাভারবহনবৎ সিদ্ধিঃ। অতশ্চ সারতঃ পরীক্ষ্য ইত্যুক্তম্।

কেবল শরীরমাত্র দেখিয়াই চিকিৎসক যদি এইরূপ নিশ্চয় করেন, যে এই ব্যক্তি পরিপুষ্ট দেহ অতএব বলবান্; এই ব্যক্তি কৃশ, অতএব দুর্ব্বল; এই ব্যক্তি স্থূলদেহ অতএব মহাবল, এবং এই ব্যক্তি হ্রস্বদেহ অতএব অল্পবল; তবে তাঁহাকে অবশ্যই মুগ্ধ হইতে হয়। কারণ, কেহ কেহ কৃশ বা হ্রস্বদেহ হইয়াও বলান্ হইয়া থাকে; যেমন পিপীলিকা গুরুভার বহনে সমর্থ হয়। এইজন্যই সারদ্বারা পরীক্ষা কর্ত্তব্য এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে।

সংহননতশ্চেতি। সংহননং সংহতিঃ সংযোজনমিত্যেকোঽর্থঃ। তত্র সমবিভক্তাস্থিসুবদ্ধসন্ধিস্নুর্নিবিষ্টমাংসশোণিতং সুসংহতং শরীরমিত্যুচ্যতে। তত্র সুসংহতশরীরাঃ পুরুষা বলবন্তো বিপর্য্যয়েণাল্পবলাঃ প্রবরাবরমধ্যত্বাৎ সংহননস্য মধ্যবলা ভবন্তি।

সংহনন দ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। সংহনন, সংহতি ও সংযোজন, ইহারা একার্থবাচক শব্দ। যে শরীরের অস্থিসকল সমভাবে অর্থাৎ যথানিয়মে সুবিভক্ত, সন্ধিসমূহ সুসংবদ্ধ, এবং মাংস ও রক্ত সুনিবিষ্ট, তাহাকে সুসংহত শরীর বলা যায়। যেসকল পুরুষ সুসংহতশরীর, তাহারা বলবান্, যাহাদের শরীর সুসংহত নহে তাহারা দুর্ব্বল, এবং যাহাদের শরীর সুসংহতির মধ্যাবস্থাবিশিষ্ট, তাহারা মধ্যবল হইয়া থাকে।

প্রমাণতশ্চেতি। শরীরপ্রমাণং পুনর্যথাস্বেনাঙ্গুলিপ্রমাণেনোপদিশ্যতে, উৎসেধবিস্তারায়ামৈর্যথাক্রমম্। তত্র পাদৌ চতুর্দ্দশাঙ্গুলৌ, জঙ্ঘে ত্বষ্টাদশাঙ্গুলে ষোড়শাঙ্গুলিপরিক্ষেপেচ, জানুনী চতুরঙ্গুলে ষোড়শাঙ্গুলিপরিক্ষেপে, ত্রিংশদঙ্গুলিপরিক্ষেপাবষ্টাদশাঙ্গুলাবূরূ, ষড়ঙ্গুলিদীর্ঘৌ বৃষণাবষ্টাঙ্গুলিপরিণাহৌ, শেফঃ ষড়ঙ্গুলিদীর্ঘং পঞ্চাঙ্গুলিপরিণাহং, দ্বাদশাঙ্গুলিপরিণাহো ভগঃ, ষোড়শাঙ্গুলিবিস্তারা কটী, দশাঙ্গুলং বস্তিশিরঃ, দ্বাদশাঙ্গুলমুদরং দশঙ্গুলিবিস্তীর্ণঞ্চ দশাঙ্গুলিবিস্তীর্ণে দ্বাদশাঙ্গুলায়ামে পার্শ্বে, দ্বাদশাঙ্গুলং স্তনান্তরং, দ্ব্যঙ্গুলং স্তনপর্য্যন্তং, চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলবিশালং দ্বাদশাঙ্গুলোৎসেধমুরঃ, ত্র্যঙ্গুলং * হৃদয়ম্, অষ্টাঙ্গুলৌ স্কন্ধৌ, ষড়ঙ্গুলাবংসৌ, ষোড়শাঙ্গুলৌ বাহূ, পঞ্চদশাঙ্গুলৌ পাণী, হস্তৌ দ্বাদশাঙ্গুলৌ, কক্ষাবষ্টাঙ্গুলৌ, ত্রিকং দ্বাদশাঙ্গুলোৎসেধম্, অষ্টাদশাঙ্গুলোৎসেধং পৃষ্ঠং, চতুরঙ্গুলোৎসেধা দ্বাবিংশত্যঙ্গুলপরিণাহা শিরোধরা, দ্বাদশাঙ্গুলোৎসেধং চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপরিণাহমাননং, পঞ্চাঙ্গুলমাস্যং, চিবুকৌষ্ঠকর্ণাক্ষিমধ্যনাসিকাললাটং চতুরঙ্গুলং, ষড়ঙ্গুলোৎসেধং দ্বাত্রিংশদঙ্গুলপরিণাহং শিরঃ। ইতি পৃথক্ত্বেনাঙ্গাবয়বানাং মানমুক্তং। কেবলং পুনঃ শরীরমঙ্গুলিপর্ব্বাণি চতুরশীতিস্তদায়ামা ইত্যেতদুচ্যতে। তত্রায়ুর্বলমোজঃ সুখমৈশ্বর্য্যং বিত্তমিষ্টাশ্চাপরে ভাবা ভবন্ত্যায়ত্তাঃ প্রমাণবতি শরীরে বিপর্য্যয়স্ত্বতো হীনেঽধিকে বা।

প্রমাণদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। স্ব স্ব অঙ্গুলি প্রমাণানুসারে উচ্চতা, বিস্তার ও দৈর্ঘ্যদ্বারা শরীরপ্রমাণ উপদেশ করিতেছি। যথা—পদ চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি, জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য অষ্টাদশ অঙ্গুলি ও পরিণাহ (বেড়) ষোড়শ অঙ্গুলি, জানুর দৈর্ঘ্য চারি অঙ্গুলি ও পরিণাহ ষোড়শ অঙ্গুলি, উরুর দৈর্ঘ্য অষ্টাদশ অঙ্গুলি ও পরিণাহ ত্রিশ অঙ্গুলি, অণ্ডকোষের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুলি ও পরিণাহ আট অঙ্গুলি, লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুলি ও পরিণাহ পাঁচ অঙ্গুলি, যোনির পরিণাহ দ্বাদশ অঙ্গুলি, কটিদেশের বিস্তার ষোড়শ অঙ্গুলি, বস্তির শিরোদেশ দশ অঙ্গুলি; উদরের দৈর্ঘ্য দ্বাদশ অঙ্গুলি ও বিস্তার দশ অঙ্গুলি, পার্শ্বদেশের বিস্তার দশ অঙ্গুলি ও দৈর্ঘ্য দ্বাদশ অঙ্গুলি, উভয় স্তনের মধ্যবর্ত্তী স্থান দ্বাদশ অঙ্গুলি, স্তনের প্রান্তভাগ দুই অঙ্গুলি, বক্ষঃস্থলের বিস্তার চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি ও উচ্চতা দ্বাদশ অঙ্গুলি, হৃদয় তিন অঙ্গুলি, স্কন্ধ আট অঙ্গুলি, অংস (বাহুর উপরিভাগ) ছয় অঙ্গুলি, বাহু ষোড়শ অঙ্গুলি, পাণি পঞ্চদশ অঙ্গুলি, হস্ততল দ্বাদশ অঙ্গুলি, কক্ষ (বগল) আট অঙ্গুলি, ত্রিকদেশের (কটীর অধোভাগের) উচ্চতা দ্বাদশ অঙ্গুলি, পৃষ্ঠের উচ্চতা অষ্টাদশ অঙ্গুলি, গ্রীবার উচ্চতা চারি অঙ্গুলি ও পরিণাহ বাইশ অঙ্গুলি, মুখমণ্ডলের উচ্চতা দ্বাদশ অঙ্গুলি ও পরিণাহ চব্বিশ অঙ্গুলি, মুখ পাঁচ অঙ্গুলি; চিবুক, ওষ্ঠ, কর্ণ, চক্ষুর মধ্যভাগ, নাসিকা ও ললাট প্রত্যেক চারি অঙ্গুলি, মস্তকের উচ্চতা

* দ্ব্যঙ্গুলমিতি পাঠান্তরম্। পাঠান্তরে, হৃদয় দুই অঙ্গুলি।

ছয় অঙ্গুলি ও পরিণাহ বত্রিশ অঙ্গুলি। প্রত্যেক অঙ্গাবয়বের পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল। সমস্ত শরীর চতুরশীতি পর্ব্বপরিমিত। সমস্ত শরীরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান, অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের পরিমাণ যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার উভয়েরই সমষ্টি চতুরশীতি অঙ্গুলি। এইরূপ যথাযথ প্রমাণবিশিষ্ট শরীরে, আয়ু, বল, ওজঃ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও অন্যান্য অভীষ্টবিষয় আয়ত্ত থাকে। শরীরপ্রমাণ নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ অপেক্ষা অল্প বা অধিক হইলে, আয়ু প্রভৃতিরও বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

সাত্ম্যতশ্চেতি। সাত্ম্যং নাম তদ্ যৎ সাততেয়োপযুজ্যমানমুপশেতে। তত্র যে ঘৃতক্ষীরতৈলমাংসরসসাত্ম্যাঃ সর্ব্বরসসাত্ম্যাশ্চ তে বলবন্তঃ ক্লেশসহাশ্চিরজীবিনশ্চ ভবন্তি। রূক্ষসাত্ম্যাঃ পুনরেকরসসাত্ম্যাশ্চ যে তে প্রায়েণাল্পবলাশ্চাল্পক্লেশসহাশ্চাল্পায়ুষশ্চাল্পসাধনাশ্চ ভবন্তি। ব্যামিশ্রসাত্ম্যাস্তু যে তে মধ্যবলাঃ সাত্ম্যনিমিত্ততো ভবন্তি।

সাত্ম্যদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। যাহা সতত উপসেবিত হইয়া উপকার করে, তাহাকেই সাত্ম্য কহে। ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল ও মাংসরস যাহাদের সাত্ম্য, এবং মধুরাদি সমুদায় রসই যাহাদের সাত্ম্য, তাহারা বলবান্ ক্লেশসহিষ্ণু ও চিরজীবী হইয়া থাকে। যাহারা রুক্ষসাত্ম্য এবং একরসসাত্ম্য, অর্থাৎ যাহারা রুক্ষ পদার্থ বা একরসবিশিষ্ট পদার্থ নিয়ত আহার করে, তাহারা প্রায়ই অল্পবল, অল্প ক্লেশসহ, অল্পায়ুঃ ও অল্পসাধন হয়। আর যাহারা ব্যামিশ্রসাত্ম্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঘৃতাদি ও রুক্ষপদার্থ অথবা কতকগুলি রস মিলিতভাবে আহার করে তাহার সেই মিশ্রসাত্ম্যবশতঃ মধ্যবল হইয়া থাকে।

সত্ত্বতশ্চেতি। সত্ত্বমুচ্যতে মনস্তচ্ছরীরস্য তন্ত্রকমাত্মসংযোগাৎ, তৎ ত্রিবিধং বলভেদেন প্রবরং মধ্যমবরমিতি। অতশ্চ প্রবরমধ্যাবরসত্ত্বাঃ পুরুষা ভবন্তি। তত্র প্রবরসত্ত্বাঃ সত্ত্বসারাঃ সারেষূপদিষ্টাঃ, স্বল্পশরীরা অপি তে নিজাগন্তুনিমিত্তাসু মহতীষ্বপি পীড়াস্বব্যথা দৃশ্যন্তে সত্ত্বগুণবৈশেষ্যাৎ। মধ্যসত্ত্বাস্ত্বপরানাত্মন্যুপনিধায় সংস্তম্ভয়ন্ত্যাত্মনাত্মানং পরৈর্ব্বাপি সংস্তভ্যন্তে। হীনসত্ত্বাস্তু নাত্মনা ন চ পরৈঃ সত্ত্ববলং শক্যন্তে উপষ্টম্ভয়িতুং, মহাশরীরা হ্যপি তে স্বল্পানামপি বেদনানামসহা দৃশ্যন্তে সন্নিহিতভয়শোকলোভমোহমানা রৌদ্রভৈরবাদ্বিষ্টবীভৎসবিকৃতসঙ্কথাস্বপি চ পশুপুরুষ-মাংসশোণিতানি চাবেক্ষ্য বিষাদবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছোন্মাদভ্রমপ্রপতনানামন্যতমমাপ্নুবন্ত্যথবা মরণমিতি।

সত্ত্বদ্বারা আতুরের পরীক্ষা কর্ত্তব্য। মনকে সত্ত্ব বলা হয়। আত্মসংযোগে মন শরীরের নিয়ামক। বস্তুভেদানুসারে মন তিনপ্রকার; প্রবর, মধ্য ও অবর। অতএব পুরুষও তিনপ্রকার; প্রবরসত্ত্ব, মধ্যসত্ত্ব ও অবরসত্ত্ব। আটপ্রকার সারের মধ্যে সত্ত্বসার বলিয়া যাহারা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারাই প্রবরসত্ত্ব। প্রবরসত্ত্ব পুরুষ স্বল্পশরীর হইলেও সত্ত্বগুণবিশেষের জন্য, দোষজ বা আগন্তুজ মহৎ পীড়াতেও অকাতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যসত্ত্ব ব্যক্তিগণ, অপর ব্যক্তিকে আপনার আদর্শ করিয়া, আপনিই আপনাকে আশ্বস্ত করে, অথবা

অন্য ব্যক্তি কর্তৃক আশ্বাসিত হয় অর্থাৎ অন্যের আশ্বাসবাক্যে আশ্বাস লাভ করিয়া থাকে। হীনসত্ত্ব ব্যক্তিগণ আপনাপনি বা অপর ব্যক্তিদ্বারা কোনরূপেই মনোবল লাভ করিতে পারে না। তাহারা বিপুলদেহ হইলেও, অতি অল্প যাতনাও সহ্য করিতে পারে না। ভয়, শোক, লোভ, মোহ ও অভিমান, তাহাদের সন্নিহিত থাকে অর্থাৎ অল্পকারণেই তাহারা ভয়-শোকাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। উৎকট, ভয়াবহ, অপ্রিয়, বীভৎস, বা বিকৃত বাক্য শুনিলে, কিংবা পশুর বা মানুষের মাংস-রক্ত দেখিলে, বিষাদ, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, ভ্রম, পতন, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আহারশক্তিতশ্চেতি। আহারশক্তিরভ্যবহরণশক্ত্যা জরণশক্ত্যা চ পরীক্ষ্যা, বলায়ুষী হ্যাহারায়ত্তে।

আহারশক্তিদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। ভোজনশক্তি ও পরিপাকশক্তিদ্বারা আহারশক্তি পরীক্ষা করিতে হয়। বল ও আয়ুঃ উভয়ই আহারের অধীন; অর্থাৎ অধিক আহারদ্বারা বল ও আয়ুর আধিক্য, মধ্য আহারদ্বারা বল ও আয়ুর মধ্যাবস্থা, এবং অল্প আহারদ্বারা বল ও আয়ুর অল্পতা নিশ্চয় করা যায়।

ব্যায়ামশক্তিতশ্চেতি। ব্যায়ামশক্তিরপি কর্ম্মশক্ত্যা পরীক্ষ্যা, কর্ম্মশক্ত্যা হ্যনুমীয়তে বলং ত্রিবিধম্।

ব্যায়ামশক্তিদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। কর্ম্মনিষ্পাদনের শক্তিদ্বারা ব্যায়ামশক্তি অর্থাৎ পরিশ্রমসামর্থ্য পরীক্ষা করিতে হয়। কর্ম্মশক্তিদ্বারাই ত্রিবিধ বল অর্থাৎ অধিকবল মধ্যবল ও অল্পবল অনুমিত হইয়া থাকে।

বয়স্তশ্চেতি। কালপ্রমাণাপেক্ষিণী হি শরীরাবস্থা বয়োঽভিধীয়তে। তদ্বয়ো যথাবস্থানভেদেন ত্রিবিধং বালং মধ্যং জীর্ণমিতি। তত্র বালমপরিপক্কধাতুমজাতব্যঞ্জনং সুকুমারমক্লেশসহমসম্পূর্ণবলং শ্লেষ্মধাতুপ্রায়মাষোড়শবর্ষম্, বিবর্দ্ধমানধাতুগুণং পুনঃ প্রায়েণানবস্থিতসত্ত্বমাত্রিংশদ্বর্ষমুপদিষ্টম্। মধ্যং পুনঃ সমত্বাগতবলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রমগ্রহণধারণস্মরণবচনবিজ্ঞানসর্ব্বধাতুগুণং বলস্থিতমবস্থিতসত্ত্বমবিশীর্য্যমাণধাতুগুণং পিত্তধাতুপ্রায়মাষষ্টিবর্ষমুদ্দিষ্টম্। অতঃপরং পরিহীয়মানধাত্বিন্দ্রিয়-বলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রম-গ্রহণ-ধারণস্মরণবচনবিজ্ঞানং ভ্রশ্যমানধাতুগুণং বাতধাতুপ্রায়ং ক্রমেণ জীর্ণমুচ্যতে আবর্ষশতম্।

বয়সদ্বারা আতুরের পরীক্ষা করিবে। কালপ্রমাণাপেক্ষী শরীরাবস্থাই বয়স নামে অভিহিত হয়। অবস্থাভেদে বয়স তিনপ্রকার; বাল, মধ্য ও জীর্ণ। বালাবস্থা ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত। তন্মধ্যে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত রস-রক্তাদি ধাতু পরিপক্ক হয় না, শ্মশ্রু প্রভৃতি জন্মে না, দেহ সুকুমার থাকে, ক্লেশ সহ্য হয় না, বল অসম্পূর্ণ থাকে এবং শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে। তৎপরে ধাতুগুণসকল বৃদ্ধি পায়, এবং চিত্ত প্রায়ই অনবস্থিত (চঞ্চল) থাকে। ত্রিশ বৎসরের পর ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত মধ্যাবস্থা। এই অবস্থায় বল, বীর্য্য, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ (অর্থগ্রহণশক্তি), ধারণ (বাক্যের ধারণাশক্তি), স্মরণ, বচন, বিজ্ঞান ও সর্ব্বধাতুগুণ সমত্ব প্রাপ্ত হয়, বল অবস্থিত হয়, চিত্ত স্থির হয়, ধাতুগুণসমূহ ক্ষীণ হয় না, এবং পিত্তধাতুর আধিক্য থাকে।

ষষ্টিবৎসরের পর একশত বর্ষ পর্য্যন্ত জীর্ণাবস্থা। এই অবস্থায় ক্রমে ক্রমে ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য, পৌরুষ, পরাক্রম, গ্রহণ, ধারণ, স্মরণ, বচন ও বিজ্ঞান ক্ষীণ হইতে থাকে, ধাতুগুণসমূহের ধ্বংস হইতে থাকে, এবং বাতধাতুর আধিক্য হয়।

বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্ কালে। সন্তি চাধিকোনবর্ষশতজীবিনো মনুষ্যাঃ। তেষাং বিকৃতিবর্জ্জ্যৈঃ প্রকৃত্যাদিবলবিশেষৈরায়ুর্যোলক্ষণতশ্চ প্রমাণমুপলভ্য বয়সস্ত্রিত্বং বিভজেৎ। এবং প্রকৃতিবর্জ্জ্যানাং ভাবানাং প্রবরমধ্যাবরবিভাগেন বলবিশেষং বিভজেৎ। বিকৃতিবলত্রৈবিধ্যেন তু দোষবলং ত্রিবিধমনুমীয়তে। ততো ভৈষজ্যস্য তীক্ষ্ণমৃদুমধ্যবিভাগেন ত্রৈবিধ্যমেব বিভজ্য যথাদোষং ভৈষজ্যমবচারয়েৎ। আয়ুষঃ প্রমাণজ্ঞানহেতোঃ পুনরিন্দ্রিয়স্থানে জাতিসূত্রীয়ে চ লক্ষণান্যুপদেক্ষ্যন্তে।

এই কলিযুগে একশত বৎসর আয়ুর পরিমাণ। কিন্তু একশত বৎসরের অধিক বা অল্প কালও মনুষ্যগণ জীবিত থাকে। তাহাদের বিকৃতিভিন্ন প্রকৃত্যাদির বলবিশেষদ্বারা এবং আয়ুর্লক্ষণ দ্বারা আয়ুঃপ্রমাণের উপলব্ধি করিয়া, বয়সের ত্রিবিধত্ব বিভাগ করিবে। এইরূপে বিকৃতিভিন্ন প্রকৃত্যাদি বিষয়ের উৎকৃষ্টত্ব মধ্যত্ব ও নিকৃষ্টত্ব অনুসারে আতুরের বলবিশেষ বিভাগ করিবে। বিকৃতিরও ত্রিবিধ বলদ্বারা দোষবলের ত্রিবিধত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। তৎপরে তীক্ষ্ণ মধ্য ও মৃদু ভেদে ভেষজেরও ত্রিবিধত্ব বিভাগ করিয়া, যথাদোষ ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবে। আয়ুঃপ্রমাণবিজ্ঞানের জন্য পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয়স্থানে জাতিসূত্রীয় অধ্যায়ে লক্ষণসমূহ উপদেশ করিব।

কালঃ পুনঃ সংবৎসরশ্চাতুরাবস্থা চ। তত্র সংবৎসরো দ্বিধা ত্রিধা ষোঢ়া দ্বাদশধা। ভূয়শ্চাতঃ প্রবিভজ্যতে তত্তৎ কার্য্যমভিসমীক্ষ্য। তত্র খলু তাবৎ ষোঢ়া প্রবিভজ্য কার্য্যমুপদেক্ষ্যতে। হেমন্তো গ্রীষ্মো বর্ষাশ্চেতি শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাস্ত্রয় ঋতবো ভবন্তি তেষামন্তরেষ্বিতরে সাধারণলক্ষণাস্ত্রয় ঋতবঃ প্রাবৃট্ শরদ্বসন্তা ইতি। প্রাবৃড়িতি প্রথমঃ প্রবৃষ্টেঃ কালস্তস্যানুবন্ধো বর্ষা। এবমেতে সংশোধনমধিকৃত্য ষড় বিভজ্যন্তে ঋতবঃ। তত্র সাধারণলক্ষণেষ্বৃতুষু বমনাদীনাং প্রবৃত্তির্বিধীয়তে নিবৃত্তিরিতরেষু। সাধারণলক্ষণা হি মন্দশীতোষ্ণবর্ষত্বাৎ সুখতমাশ্চ ভবন্ত্যবিকল্পকাশ্চ শরীরৌষধানাম্। ইতরে পুনরত্যর্থশীতোষ্ণবর্ষত্বাদ্ দুঃখতমাশ্চ ভবন্তি বিকল্পকাশ্চ শরীরৌষধানাম্।

সংবৎসর ও আতুরাবস্থা এই দুইটিকে কাল বলা হয়। তন্মধ্যে সংবৎসর দুইভাগে, তিনভাগে, ছয়ভাগে বা দ্বাদশভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। কার্য্যবিশেষ বিবেচনা করিয়া, ইহা অপেক্ষাও অধিকভাগে বিভক্ত করা যায়। সেইসকল বিভাগের মধ্যে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার কার্য্যসমূহ উপদেশ করিতেছি। শীত উষ্ণ ও বর্ষ লক্ষণানুসারে হেমন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতু হয়। এই তিন ঋতুর অন্তর্গত এবং সাধারণ লক্ষণযুক্ত আর তিনটি ঋতু হইয়া থাকে; যথা প্রাবৃট, শরৎ ও বসন্ত। বর্ষার প্রথম কাল প্রাবৃট্, তাহারই অনুবন্ধ

বর্ষা। এইরূপ হেমন্তের প্রথম কাল শরৎ, তাহারই অনুবন্ধ হেমন্ত, এবং গ্রীষ্মের প্রথম কাল বসন্ত ও তাহারই অনুবন্ধ গ্রীষ্ম। এইরূপে সংশোধনকার্য্য অধিকার করিয়াও ছয়টী ঋতু বিভক্ত হইয়া থাকে। এই ছয় ঋতুর মধ্যে সাধারণ লক্ষণযুক্ত ঋতুতে অর্থাৎ প্রাবৃট্ শরৎ ও বসন্তকালে সংশোধনকার্য্য বিধেয়; অপর তিন ঋতুতে নিষিদ্ধ। সাধারণ লক্ষণযুক্ত তিনটি ঋতু, শীত উষ্ণ ও বর্ষার অল্পত্ব জন্য সুখকর এবং শরীর ও ঔষধের অবিকৃতিকর হইয়া থাকে। অপর তিনটি ঋতু, দুঃখজনক এবং শরীর ও ঔষধের বিকৃতিকারক।

তত্র হেমন্তে হ্যতিমাত্রশীতোপহতত্বাৎ শরীরমসুখোপপন্নং ভবত্যতিশীতবাতাঘাতমতিদারুণীভূতমবরুদ্ধদোষঞ্চ। ভেষজং পুনঃ সংশোধনার্থমুষ্ণস্বভাবমতিশীতোপহতত্বান্মন্দবীর্য্যত্বমাপদ্যতে। তস্মাৎ তয়োঃ সংযোগে সংশোধনমযোগায়োপপদ্যতে শরীরমপিচ বাতোপদ্রবায়।

হেমন্ত ঋতুতে শরীর অতিমাত্র শীতদ্বারা উপহত হওয়ায় অসুখপ্রাপ্ত হয়, অতি শীতল বাতাসে আঘাত হয়, অতিদারুণীভূত হয় এবং অবরুদ্ধদোষ হইয়া থাকে। সংশোধন ঔষধসমূহও উষ্ণস্বভাব, অতিশীতদ্বারা উপহত হইয়া তাহারাও মন্দবীর্য্য হয়। অতএব সেইরূপ শরীরে ঐরূপ ঔষধের সংযোগ হইলে, সংশোধনকার্য্যের অযোগ হইয়া থাকে, এবং শরীরও [illegible] উপদ্রবসমূহদ্বারা উপদ্রুত হয়।

গ্রীষ্মে পুনর্ভৃশোষ্ণোপহতত্বাৎ শরীরমসুখোপপন্নং ভবত্যুষ্ণবাতাতপাঘাতমতিশিথিলমত্যর্থপ্রবিলীনদোষম্। ভেষজং পুনঃ সংশোধনার্থমুষ্ণস্বভাবমেবাত্যুষ্ণানুগমনাৎ তীক্ষ্ণতরত্বমাপদ্যতে। তস্মাৎ তয়োঃ সংযোগে সংশোধনমতিযোগায়োপপদ্যতে, শরীরমপি পিপাসোপদ্রবায়।

গ্রীষ্ম ঋতুতে শরীর অত্যন্ত উষ্ণোপহত হইয়া অসুখ প্রাপ্ত হয়, উষ্ণ বায়ুদ্বারা আঘাত হয়, এবং অতি শিথিল ও অতি বিলীনদোষ হইয়া থাকে। সংশোধনকারক ভেষজসমূহ উষ্ণ স্বভাব, সুতরাং তাহারা অতি-উষ্ণের অনুগমন জন্য তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠে। অতএব সেইরূপ শরীরে ঐরূপ ঔষধের সংযোগ হইলে, সংশোধনক্রিয়া অতিযোগপ্রাপ্ত হয় এবং শরীরও পিপাসাদি উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাকে।

বর্ষাসু তু মেঘজালাবততে গূঢ়ার্কচন্দ্রতারে ধারাকুলে বিয়তি ভূমৌ পঙ্কজলপটলসংবৃতায়ামত্যর্থোপক্লিন্নশরীরেষু ভূতেষু বিহতস্বভাবেষু চ কেবলেধৌষধগ্রামেষু তোয়তোয়দানুগতমারুতসংসর্গোপহতেষু সংসর্গাদ্ গুরুপ্রবৃত্তানি বমনাদীনি ভবন্তি গুরুসমুত্থানতমানি চ শরীরাণি। তস্মাদ্বমনাদীনাং নিবৃত্তির্বিধীয়তে বর্ষাস্বেঘৃতুষু ন চেদাত্যয়িকে কর্ম্ম।

বর্ষাঋতুতে আকাশ মেঘাবৃত ও বৃষ্টিধারাকুল হয়, সূর্য্য-চন্দ্র-তারকাসকল প্রকাশ পায় না; ভূমি পঙ্ক-জলসমূহে সংবৃত হয়, শরীর উপক্লিন্ন ও নিহতস্বভাব হয়; এবং ঔষধসমূহও বৃষ্টি-মেঘসংসৃষ্ট বায়ুদ্বারা উপহত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই শরীর ও ঔষধের সংযোগে, বমনাদি সংশোধনক্রিয়া গুরুপ্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বমনাদিদ্বারা শরীরলাঘব সম্পাদন হয় না এবং সেই ঔষধদ্বারা শরীরের গুরুত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্যই আশু বিপজ্জনক কোন সংশোধন-

সাম্য যোগ উপস্থিত না হইলে, হেমন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে বমনাদি সংশোধনকর্ম্ম বিধেয় নহে।

আত্যয়িকে পুনঃ কর্ম্মণি কামমৃতুং বিকল্প্য কৃত্রিমগুণোপধানেন যথর্ত্তুগুণবিপরীতেন ভেষজং সংযোগসংস্কারপ্রমাণবিকল্পেনোপপাদ্য প্রমাণবীর্য্যসমং কৃত্বা ততঃ প্রযোজয়েদুত্তমেন যত্নেনাবহিতঃ।

আশু বিপজ্জনক রোগে সহসা সংশোধনকর্ম্ম কর্ত্তব্য হইলে, সেই সেই ঋতুগণের বিপরীত কৃত্রিম গুণাধানদ্বারা যথোপযুক্ত ঋতুগুণ সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাযথ সংযোগ সংস্কার ও প্রমাণ বিশেষদ্বারা ঋতুগুণের প্রমাণ ও বীর্য্যের সমান করিয়া, অবহিতচিত্তে যত্নের সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

আতুরাবস্থাস্বপি তু কার্য্যাকার্য্যং প্রতি কালাকালসংজ্ঞা, অস্যামবস্থায়ামস্য ভেষজস্য কালোঽকালঃ পুনরস্যেতি। এতদপি ভবত্যবস্থাবিশেষেণ, তস্মাদাতুরাবস্থাস্বপি হি কালাকালসংজ্ঞা। তস্য পরীক্ষা মুহুর্ম্মুহুরাতুরস্য সর্ব্বাবস্থাবিশেষাবেক্ষণং যথাবদ্ভেষজপ্রয়োগার্থম্। ন হ্যতিপতিতকালমপ্রাপ্তকালং বা ভেষজমুপযুজ্যমানং যৌগিকং ভবতি। কালো হি ভৈষজ্যপ্রয়োগপর্য্যাপ্তিমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি। প্রবৃত্তিস্তু প্রতিকর্ম্মসমারম্ভঃ। তস্য লক্ষণং ভিষগৌষধাতুরপরিচারকাণাং ক্রিয়াসমাযোগঃ।

আতুরাবস্থাতেও কার্য্যাকার্য্যসম্বন্ধে কালাকাল সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এই অবস্থা এই ঔষধের কাল এবং এই ঔষধের অকাল, অবস্থাবিশেষানুসারে এইরূপ নিশ্চিত হয়। অতএব আতুরাবস্থাতেও কালাকাল সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথাযথ ঔষধ প্রয়োগের জন্য আতুরের সমুদায় অবস্থাবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ পরীক্ষা করিবে। উপযুক্ত কাল অতীত হইয়া গেলে, অথবা কাল উপস্থিত না হইলে, যে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা সম্যগ্‌যোগযুক্ত হয় না। কারণ, কালই ঔষধপ্রয়োগের পর্য্যাপ্তি সম্পাদন করে। প্রতিকর্ম্মের অর্থাৎ ব্যাধিপ্রতিকারের সমারম্ভকে প্রবৃত্তি কহে। চিকিৎসক, ঔষধ, আতুর ও পরিচারকের ক্রিয়াসংযোগই প্রবৃত্তির লক্ষণ।

উপায়ঃ পুনর্ভিষগাদীনাং সৌষ্ঠবমভিসন্ধানঞ্চ সম্যক্। তস্য লক্ষণং ভিষগাদীনাং যথোক্তগুণসম্পত্তির্দেশকালপ্রমাণসাত্ম্যক্রিয়াদিভিশ্চ সিদ্ধিকারণৈঃ সম্যগুপপাদিতস্যৌষধস্যাবচারণমিতি।

ভিষক্ প্রভৃতির গুণোৎকর্ষ ও সম্যক্ প্রবর্ত্তনকে উপায় কহে। ভিষক্ প্রভৃতির যথোক্ত গুণসম্পদ্‌দ্বারা এবং দেশ, কাল, প্রমাণ, সাত্ম্য ও ক্রিয়াদি সিদ্ধিকারণদ্বারা সম্যগ্‌রূপে উপকল্পিত ঔষধের অবচারণই উপায়ের লক্ষণ।

এবমেতে দশ পরীক্ষ্যবিশেষাঃ পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষিতব্যা ভবন্তি। পরীক্ষায়াস্তু খলু প্রয়োজনং প্রতিপত্তিজ্ঞানম্। প্রতিপত্তির্নাম স যস্তু বিকারো যথা প্রতিপত্তব্যস্তস্য তথানুষ্ঠানজ্ঞানম্। যত্র তু খলু বমনাদীনাং প্রবৃত্তির্যত্র চ নিবৃত্তিস্তজ্জ্ঞানতঃ সিদ্ধিষূদয়কালমুপদেক্ষ্যতে সর্ব্বম্।

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণসংযোগে তু খলু গুরুলাঘবং সংপ্রধার্য্য সম্যগধ্যবস্যেদন্যতরনিষ্ঠায়াম্। সন্তি হি ব্যাধয়ঃ শাস্ত্রেষূৎসর্গাপবাদৈরুপক্রম্যং প্রতি নির্দ্দিষ্টাঃ। তস্মাদ্ গুরুলাঘবং সম্প্রধার্য্য সম্যগধ্যবস্যেদিত্যুক্তম্।

এইরূপে দশটি পরীক্ষণীয়-বিশেষের পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষা কর্ত্তব্য। প্রতিপত্তিজ্ঞানই পরীক্ষার প্রয়োজন। যে রোগ যেপ্রকারে জ্ঞাতব্য, সেই রোগের সেইপ্রকার অনুষ্ঠান-জ্ঞানকে প্রতিপত্তি কহে। যে অবস্থায় বমনাদি কর্ত্তব্য এবং যে অবস্থায় নিষিদ্ধ, তৎসমুদায় উত্তরকালে সিদ্ধিস্থানে বিস্তৃতরূপে উপদেশ করিব। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের লক্ষণ সংযুক্ত হইলে, তন্মধ্যে গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উভয়ের একবিধ বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইবে। যেহেতু, শাস্ত্রে উৎসর্গাপবাদ দ্বারা অর্থাৎ ত্যাগ ও গ্রহণের ব্যবস্থাদ্বারা ব্যাধির চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব কার্য্যের গুরুলাঘব বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয় করা আবশ্যক।

যানি তু খলু বমনাদিষু ভেষজদ্রব্যাণ্যুপযোগং গচ্ছন্তি তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ। তদ্যথা—ফলজীমূতকেক্ষ্বাকূধামার্গবকুটজকৃতবেধন-ফলানি, ফলজীমূতকেক্ষ্বাকূধামার্গব-পত্রপুষ্পাণি, আরগ্বধবৃক্ষকমদনস্বাদুকণ্টক-পাঠাপাটলা শার্ঙ্গেষ্টামূর্ব্বাসপ্তপর্ণ-নক্তমালপিচুমর্দ্দপটোলসুষবীগুড়ূচী-চিত্রকসোমবল্কশতাবরীদ্বীপিশিগ্রুমূলকষায়ৈশ্চ, মধূকমধূককোবিদার-কর্ব্বুদারনীপ-নিচুলবিম্বীশণপুষ্পী-সদাপুষ্পীপ্রত্যক্‌পুষ্পীকষায়ৈশ্চ, এলা-হরেণুপ্রিয়ঙ্গুপৃথ্বীকাকুস্তম্বুরুতগরনলদহ্রবেরতালীশোশীরকষায়ৈশ্চ, ইক্ষু-কাণ্ডেক্ষ্বিক্ষুবালিকাদর্ভপোটগলতগরকালস্কতকষায়ৈশ্চ, সুমনাঃসৌমন-স্যায়নীহরিদ্রাদারুহরিদ্রাবৃশ্চীরপুনর্নবামহাসহাক্ষুদ্রমহাকষায়ৈশ্চ, শাল্মলী-শাল্মলকভদ্রপর্ণ্যেলাপর্ণ্যুপোদিকোদ্দালকধন্বনরাজাদনোপচিত্রাগোপী-শৃঙ্গাটিকাকষায়ৈশ্চ, পিপ্পল্যপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরসর্ষপফাণিতক্ষীর-ক্ষারলবণোদকৈশ্চ যথালাভং যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য বর্ত্তিক্রিয়াচূর্ণা-বলেহস্নেহকষায়মাংসরসযবাগূযূষকাম্বলিকক্ষীরোপধেয়ান্মোদকানন্যাংশ্চ ভক্ষ্যপ্রকারান্ বিবিধানুবিধায় যথার্হং বমনার্হায় দদ্যাদ্ বিধিবদ্বমনমিতি কল্পসংগ্রহো বমনদ্রব্যাণাম্। কল্পস্তেষাং বিস্তরেণোত্তরকালমুপদেক্ষ্যতে।

বমনাদি কর্ম্মে যেসকল ভেষজদ্রব্য উপযোগী, অতঃপর তাহাই ব্যাখ্যা করিব। যথা,—মদনফল, জীমূতক (ক্ষুদ্র ঘোষা), তিতলাউ, ধামার্গব (পীত ঘোষা), কুটজ ও কৃতবেধন (শ্বেত ঘোষা), ইহাদের ফল; মদনফল, জীমূতক, তিত লাউ ও ধামার্গবের পত্র ও পুষ্প; এইসকল দ্রব্য, সোন্দাল, কুটজ, ময়না, স্বাদুকণ্টক (বৈঁচ), আকনাদি, পারুলমূল, মূর্ব্বা, ছাতিম, করঞ্জ, নিম, পটোলপত্র, সুষবী (তুলসীবিশেষ), গুলঞ্চ, চিতামূল, শ্বেতখদির, শতমূলী, কণ্টকারী ও শজিনামূলের কষায়ের সহিত; অথবা, মৌল, যষ্টিমধু, শ্বেতকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন, কদম্ব, নিচুল (জলবেতস), তেলাকুচ, শণপুষ্পী, রক্ত আকন্দ ও অপামার্গের কষায়; কিংবা বড়এলাচ, রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, কাকুনিয়া, ধনে, তগরপাদুকা, জটামাংসী, বালা, তালীশপত্র

ও বেণামূলের কষায়; অথবা ইক্ষু, কুলেখাড়া, ইক্ষুবালিকা (খাগড়া), উলুমূল, কেশেমূল; তগরপাদুকা, ও কাল-কাসন্দার কষায়; কিম্বা জাতীফুল, মালতীফুলের কলিকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মাষাণী ও মুগানীর কষায়; অথবা শিমূলমূল, মোচরস, গাম্ভারী, এলাপর্ণী, উপোদিকা (পুঁই), কোদ ধান্য, ধন্বনবৃক্ষ, রাজাদন (পিয়াল-বিশেষ), ইন্দুরকাণী, শ্যামালতা ও জীবন্তীর কষায়; কিংবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও সর্ষপের কাথ; অথবা ফাণিত (মাংশুড়), দুগ্ধ, ক্ষারজল বা লবণোদক, এইসকল দ্রব্যের মধ্যে যথালাভ ও যথাভিলষিত দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত করিয়া, বর্ত্তিক্রিয়া, চূর্ণ, অবলেহ, স্নেহ, কষায়, মাংসরস, যবাগূ, যূষ, কাম্বলিক যূষ, ক্ষীর, মোদক বা অন্য কোন ভক্ষ্যবিশেষ প্রস্তুত করিবে, এবং বমনযোগ্য ব্যক্তিকে তাহা সেবন করাইয়া বমন করাইবে। বমনদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত কল্প কথিত হইল; ইহাদের বিস্তৃত কল্প উত্তর স্থানে উপদিষ্ট হইবে।

বিরেচনদ্রব্যাণি তু শ্যামাত্রিবৃচ্চতুরঙ্গুলতিল্বকমহাবৃক্ষসপ্তলাশচ্ছিন্নী-দন্তীদ্রবন্তীনাং ক্ষীরমূলত্বক্‌পত্রপুষ্পফলানি যথাযোগং তৈস্তৈঃ ক্ষীরমূল-ত্বক্‌পত্রপুষ্পফলৈর্বিক্লিপ্তাবিক্লিপ্তৈঃ, অজগন্ধাশ্বগন্ধাজশৃঙ্গীক্ষীরিণীনীলিনী-ক্লীতককষায়ৈশ্চ, প্রকীর্য্যোদকীর্য্যামসূরবিদলাকম্পিল্লক-বিড়ঙ্গবাক্ষী-কষায়ৈশ্চ, পীলুপিয়াল-মৃদ্বীকাকাশ্মর্য্যপরূষক-বদরদাড়িমামলকহরী-তকীবিভীতকবৃশ্চীর-পুনর্নবাবিদারিগন্ধা-কষায়ৈশ্চ, সীধুসুরাসৌবীরক-তুষোদকমৈরেয়মেদকমদিরামধুমধূলকধান্যাম্লকুবলবদরখর্জ্জূরকর্কন্ধুভিশ্চ, দধিদধিমণ্ডোদশ্বিদ্ভিশ্চ, গোমহিষ্যজাবীনাঞ্চ ক্ষীরমূত্রৈর্যথালাভং যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য বর্ত্তিক্রিয়াচূর্ণাবলেহস্নেহকষায়মাংসরসযূষকাম্বলিকযবাগূ-ক্ষীরোপধেয়ান্ মোদকানন্যাংশ্চ ভক্ষ্যবিকারান্ বিবিধাংশ্চ যোগানন্য-বিধায় যথার্হং বিরেচনার্থায় দদ্যাদ্বিরেচনদ্রব্যাণি কল্পসংগ্রহো বিরেচন-দ্রব্যাণাম্। কল্পস্ত্বেষাং বিস্তরেণোপদেক্ষ্যতে উত্তরকালম্।

শ্যামমূলা তেউড়ী, অরুণমূলা তেউড়ী, সোন্দাল, লোধ, মনসা সীজ, সপ্তলা, শঙ্খপুষ্পী, দন্তী ও দ্রবন্তীর যথাযোগ্য আঠা, মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল, এইগুলি বিরেচনদ্রব্য। এই-সকল আঠা, মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল, সংযুক্ত বা অসংযুক্তভাবে, যমানী, অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, ক্ষীরিণী, নীলবৃক্ষ ও যষ্টিমধুর কষায়; নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, শ্যামমূলা তেউড়ী, কমলা-শুঁড়ি, বিড়ঙ্গ, ও রাখাল শশার কষায়; অথবা পীলু, পিয়াল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, খর্জ্জুরফল, কুল, দাড়িম, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেত পুনর্নবা রক্ত পুনর্নবা ও বিদারীগন্ধাদির কষায়; কিম্বা সাধু, সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, মদিরা, মধু, মধূলক, কাঁজি, বড়কুল, ছোটকুল, খর্জ্জুর, সেয়াকুল, দধি, দধিমণ্ড, অর্দ্ধজলমিশ্রিত ঘোল, এবং গো, মহিষ, ছাগী ও মেষীর দুগ্ধ বা মূত্র, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যথালাভ ও যথাভিলষিত দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত করিয়া, বর্ত্তিক্রিয়া, চূর্ণ, অবলেহ, স্নেহ, কষায়, মাংসরস, যূষ, কাম্বলিক যূষ, যবাগূ, দুগ্ধ, মোদক বা অন্যান্য বিবিধ ভক্ষ্যবিশেষ প্রস্তুত করিবে, এবং বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে তাহাদ্বারা যথাযুক্ত বিরেচন প্রদান করিবে। বিরেচনদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত কল্প কথিত হইল। উত্তরস্থানে ইহাদের কল্পের বিষয় বিস্তৃতরূপে উপদিষ্ট হইবে।

আস্থাপনেষু তু ভূয়িষ্ঠকল্পানি দ্রব্যাণি যানি যোগমুপরাস্তি তেষু তেষ্বধ্যায়ান্তরেধ্যায়িরাণাং তানি দ্রব্যাণি নামতো বিস্তরেণোপদিশ্যমানান্যপরিসংখ্যেয়ানি স্যুরতিবহুত্বাৎ। ইষ্টশ্চানতিসংক্ষেপবিস্তরোপদেশস্তন্ত্রে, ইষ্টঞ্চ কেবলং জ্ঞানং, তস্মাদ্রসত এব তান্যনুব্যাখ্যাস্যামঃ।

রসসমবায়বিকল্পবিস্তরো হ্যেষামপরিসংখ্যেয়ঃ সমবেতানাং রসানামংশাংশবলবিকল্পাতিবহুত্বাৎ। তস্মাদ্ দ্রব্যাণাঞ্চৈকদেশমুদাহরণায় রসেষ্বনুবিভজ্য রসৈকৈকত্বেন চ নামলক্ষণার্থং ষড়াস্থাপনস্কন্ধা রসতোঽনুবিভজ্য ব্যাখ্যাস্যন্তে। যতঃ ষড়্বিধমাস্থাপনমেকরসমিত্যাচক্ষতে ভিষজস্তদ্দুর্লভতমং সংসৃষ্টরসভূয়িষ্ঠত্বাদ্ দ্রব্যাণাম্। তস্মান্মধুরাণি মধুরপ্রায়াণি মধুরপ্রভাবাণি চ মধুরপ্রভাবপ্রায়াণ্যপি চ মধুরস্কন্ধে মধুরাণ্যেব কৃত্বোপদেক্ষ্যন্তে। তথেতরাণি দ্রব্যাণ্যপি।

আস্থাপনকার্য্যে যেসকল দ্রব্য রোগীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বহুবিধ কল্পনায় প্রযুক্ত হয়, তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া বিস্তৃতরূপে উপদেশ দিতে হইলে, অতি বহুত্বজন্য অপরিসংখ্যেয় হইয়া পড়ে। তন্ত্রে নাতিসংক্ষেপ ও নাতিবিস্তর অথচ যাহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে, এইরূপ উপদেশই বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য মধুরাদি রস অবলম্বন করিয়া আস্থাপনদ্রব্যসমূহের ব্যাখ্যা করিব। রসসমূহের মিশ্রণানুসারে তাহাদের বিকল্পও অপরিসংখ্যেয় হয়; কারণ, মিশ্রিত রসসমূহের অংশাংশের বলবিভাগ অতি বহু। অতএব দ্রব্যসমূহের একদেশ উদাহরণের জন্য, সেইসমস্ত দ্রব্য রসানুসারে বিভক্ত করিয়া, প্রধানতম এক একটি রসের নাম ও লক্ষণার্থ রসানুসারে ছয়টি আস্থাপনস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইবে। দ্রব্যসমূহ প্রায়ই মিলিতরস, সেইজন্য চিকিৎসকগণ এক একটি রসানুসারে আস্থাপনদ্রব্যের ষড়বিধত্ব দুর্লভ বলিয়া থাকেন। সুতরাং যেসকল দ্রব্য মধুররস বা মধুররসবহুল, এবং মধুরপ্রভাব বা মধুরপ্রভাববহুল, সেই সমস্ত দ্রব্যই মধুর বলিয়া মধুরস্কন্ধে ব্যাখ্যাত হইবে। অন্যান্য রসবিশিষ্ট দ্রব্যও ঐরূপে ব্যাখ্যা করিব।

তদ্‌যথা,—জীবকর্ষভকৌ জীবন্তী বীরা তামলকী কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী শণপর্ণী মেদা মহামেদা কর্কটশৃঙ্গী শৃঙ্গাটিকা ছিন্নরুহা ছত্রাতিচ্ছত্রা শ্রাবণী মহাশ্রাবণী সহদেবা বিশ্বদেবা শুক্লা ক্ষীরশুক্লা বলাতিবলা বিদারী ক্ষীরবিদারী ক্ষুদ্রসহা মহাসহস্র্যগন্ধাশ্বগন্ধা পয়স্যা বৃশ্চীরপুনর্নবা বৃহতীকণ্টকারিকৈরণ্ডমোরটশ্বদংষ্ট্রাসংহর্ষাশতাবরীশতপুষ্পা মধুকপুষ্পী যষ্টিমধু মধুলিকা মৃদ্বীকা খর্জ্জূর[illegible] গুপ্তাপুষ্করবীজকশেরুকরাজকশেরুকরাজাদনকতককাশ্মর্য্যশীতপাক্যোদনপাকীতালখর্জ্জূরমস্তকো[illegible]র্ভকুশকাশশালিগুন্দ্রেৎকটশরমূলরাজক্ষবকর্ষ্যপ্রোক্তা দ্বারকা ভারদ্বাজী বনত্রপুষ্যভীরুপত্রী হংসপাদী কাকনাসা কুলিঙ্গা ক্ষীরবল্লী কপোতবল্লী গোপবল্লী

মধুবল্লী [illegible]তি। এষামেবংবিধানামন্যেষাঞ্চ মধুরবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েন সুপ্রক্ষালিতায়াং স্থাল্যাং সমাবাপ্য পয়সার্দ্ধোদকেনাভ্যাসিচ্য সাধয়েদ্দর্ব্ব্যা সততমবঘট্টয়ন্। তদুপযুক্তং ভূয়িষ্ঠেঽম্ভসি গতরসেষ্বৌষধেষু পয়সি চানুপদগ্ধে স্থালীমুপহৃত্য পরিস্রুতং পূতং পয়ঃ সুখোষ্ণং ঘৃততৈলবসামজ্জলবণফাণিতোপহিতং বস্তিং বাতবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাৎ। সুশীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংসৃজ্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি মধুরস্কন্ধঃ।

মধুরস্কন্ধ যথা,—জীবক, ঋষভক, জীবন্তী, বীরা (মুরামাংসী), ভূম্যামলকী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, শালপাণী, চাকুলে, শণপর্ণী, মেদা, মহামেদা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শিঙ্গাড়া, গুলঞ্চ, ছত্রা (কুলেখাড়া), অতিছত্রা (লাল কুলেখাড়া), শ্বেত মুণ্ডিরী, রক্ত মুণ্ডিরী, পীত ডানকুনি, লাল ডানকুনি, শুক্লা (বিদারী বিশেষ , ক্ষীরশুক্লা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, বিদারী (ভূঁইকুষ্মাণ্ড), ক্ষীরবিদারী, রক্ত ঝাঁটি, শ্বেত ঝাঁটী, বীরুহাড়ক, অশ্বগন্ধা, পয়স্যা (অর্কপুষ্পী), শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ড, মূর্ব্বা, গোক্ষুর, সংহর্ষা (বাঁদরা), শতমূলী, গুল্ফা, মধুকপুষ্পী (মৌল বিশেষ), যষ্টিমধু, মধূলিকা, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, ফল্সা, আলকুশী, পদ্মবীজ, কেশুর, রাজাদন, নির্ম্মলফল, গাম্ভারীফল, শীতপাকী, ওদনপাকী, তালমাতী, খেজুরমাতী, ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা (খাগড়া), উলুমূল, কুশমূল, কেশেমূল, শালীধান্যমূল, হোগ্‌লা, ইকড়, শরমূল, রাজক্ষবক, পীত বেড়েলা, কার্পাসী, বনকার্পাসী, বনশণ, ছোট শতমূলী, থুলকুড়ী, কাকনাসা, কুলিঙ্গা, ক্ষীরলতা, কপোতবল্লী, অনন্তমূল, মধুবল্লী ও সোমলতা। এইসকল দ্রব্য এবং মধুরবর্গোক্ত অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ছেদনযোগ্য দ্রব্য খণ্ড খণ্ড ছেদন করিয়া ও ভেদনযোগ্য দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভিন্ন করিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। তৎপরে অর্দ্ধজলমিশ্রিত দুগ্ধের সহিত ঐসকল দ্রব্য একটি হাঁড়ীতে করিয়া সিদ্ধ করিবে এবং হাতাদ্বারা নিয়ত আলোড়ন করিতে থাকিবে। ঔষধদ্রব্যের রস উত্তমরূপে নিঃসৃত হইলে, উপযুক্ত জল অবশিষ্ট থাকিতে এবং এবং দুগ্ধ উপদগ্ধ না হইতে, হাঁড়ী নামাইয়া দুগ্ধ ছাঁকিয়া লইবে। সেই সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত, তৈল, বসা মজ্জা, লবণ ও মাৎগুড় মিশ্রিত করিয়া, বিধিজ্ঞ চিকিৎসক যথাবিধানে বায়ুরোগীকে বস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। পিত্তরোগীকে প্রয়োগ করিতে হইলে, ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে, তাহার সহিত মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মধুরস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

আম্রাম্রাতকলকচকরমর্দ্দ-বৃক্ষাম্লাম্লবেতস-বল-বদরদাড়িম-মাতুলুঙ্গ-করীরকামলক-তিন্তিড়ীকাশীতক-দন্তশঠেরাবতককোষাম্রধন্বনানাং ফলানি, পত্রাণি চাম্লশুকচাঙ্গেরীণাং চতুর্ব্বিধানাং চাম্লীকানাং দ্বয়োঃ কোলয়োশ্চামশুক্তয়োর্দ্বয়োশ্চ শুক্তাম্লিকয়োর্গ্রাম্যারণ্যয়োঃ। আসবদ্রব্যাণি চ [illegible]সৌবীর-যোদক-মৈরেয়মেদক-মদিরামধুশীধুশুক্তদধিমণ্ডোদশ্বিদ-

ধান্যাম্লাদীনি চ। এষামেবংবিধানাঞ্চান্যেষাঞ্চাম্লবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধ-দ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা দ্রবৈঃ স্থিতান্যবসিচ্য সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবৎ তৈলবসামজ্জলবণফাণিতো-পহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং বাতবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাদিত্যম্লস্কন্ধঃ।

অম্লস্কন্ধ যথা,—আম্র, আম্রাতক (আমড়া), মান্দার, করঞ্জ, তেঁতুল, অম্লবেতস (খৈকল), বড়কুল, ছোটকুল, দাড়িম, ছোলঙ্গ নেবু, করীর, আমলকী, অত্যন্ত অম্ল তেঁতুল, চাল্‌তে, কামরাঙ্গা, নারেঙ্গা নেবু, কেওড়া (জলপাই) ও ধন্বন, ইহাদের ফল; অম্লশুক (অম্লকুচা), আমরুল ও চতুর্ব্বিধ তেঁতুল, ইহাদের পাতা; দুইপ্রকার কুলের কাঁচা ও শুষ্ক পাতা, এবং গ্রাম্য ও বন্য দুই প্রকার তেঁতুলের শুষ্কপাতা; আসব দ্রব্যসমূহ; সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, মদিরা, মধু, শীধু, শুক্ত, দধি, দধিমণ্ড, ঘোল ও কাঁজি প্রভৃতি। এইসমস্ত দ্রব্য এবং অম্লবর্গোক্ত এইরূপ অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ছেদ্য দ্রব্যের খণ্ড খণ্ড ছেদন এবং ভেদ্য দ্রব্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভেদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সুরাদি দ্রবপদার্থের সহিত ভিজাইয়া যথানিয়মে পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত তৈল, বসা, মজ্জা, লবণ ও মাৎগুড় মিশ্রিত করিয়া, বায়ুরোগীকে যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিবে। অম্লস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

সৈন্ধবসৌবর্চ্চলকালবিড়পাক্যকুপ্যবালকৈলমৌলকসামুদ্ররৌমকৌ-দ্ভিদৌষরপাটেয়কপাংশুজানীত্যেবংপ্রকারাণি চান্যানি লবণবর্গপরিসংখ্যা-তান্যেতান্যম্লোপহিতান্যুষ্ণোদকোপহিতানি বা স্নেহবস্তি সুখোষ্ণং বস্তিং বাতবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্দদ্যাদিতি লবণস্কন্ধঃ।

লবণস্কন্ধ যথা,—সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, কাল, বিট্, পাক্য, কুপ্য, বালক, এলমৌলক, সামুদ্র, রৌমক, ঔদ্ভিদ, ঔষর, পাটেয়ক, ও পাংশুজ; এইসকল লবণ, এবং লবণবর্গোক্ত এইপ্রকার অন্যান্য লবণ, অম্লের (কাঁজির) বা উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত ঘৃত-তৈলাদি স্নেহপদার্থ মিলিত করিবে। তৎপরে বিধিজ্ঞ চিকিৎসক বায়ুরোগীকে যথানিয়মে বস্তি প্রয়োগ করিবে। লবণস্কন্ধ বর্ণিত হইল।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলহস্তিপিপ্পলী-চব্যচিত্রকশৃঙ্গবের-মরিচাজমোদার্দ্রক-বিড়ঙ্গকুস্তুম্বুরু-পীলুতেজোবত্যেলাকুষ্ঠ-ভল্লাতকাস্থি-হিঙ্গুদ্রুকলিমমূলক-সর্ষপলশুনকরঞ্জ-শিগ্রুশিগ্রুকখরপুষ্পভূস্তৃণ-সুমুখসুরসার্জ্জককাণ্ডীরকাল-মালকপর্ণীসক্ষবকফণিজ্ঝক-ক্ষারমূত্রপিত্তানীতি, এষামেবংবিধানাঞ্চান্যেষাং কটুকবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদয়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা গোমূত্রেণ সহ সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবন্মধু-তৈললবণোপহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে বিধিবদ্দদ্যাদিতি কটুকস্কন্ধঃ।

কটুকস্কন্ধ যথা,—পিপুল, পিপুলমূল, গজপিপুল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, আদা, বিড়ঙ্গ, কুস্তুম্বুরু (ধনে বিশেষ), পীলু, তেজোবতী (তেজবল), এলাচ, কুড়, তেজপাতা মুটী,

হিং, শ্বেতবাস্তু, মূলক, সর্ষপ, লশুন, করঞ্জ, শজিনা, রক্তশজিনা, বাবুই তুলসী, গন্ধতৃণ; ছুমুখ, সুরস, অর্জ্জক, কাণ্ডীর, কালমাল, পর্ণাস, ক্ষবক ও ফণিজ্ঝক তুলসী, এবং ক্ষার, মূত্র ও পিত্ত। এইসকল দ্রব, এবং এইরূপ কটুবর্গোক্ত অন্যান্য ঔষধদ্রব্যের মধ্যে ছেদ্য দ্রব্যের খণ্ড খণ্ড ছেদন করিয়া এবং ভেদ্য দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভিন্ন করিয়া, গোমূত্রের সহিত পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত মধু তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, শ্লেষ্মরোগীকে যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিবে। কটুকস্কন্ধ কথিত হইল।

চন্দননলদকৃতমালনক্তমালনিম্বতুম্বুরু-কুটজহরিদ্রাদারুহরিদ্রামুস্তমূর্ব্বা-কিরাততিক্তককটুরোহিণীত্রায়মাণাকরারকরবীরকেবুককঠিল্লকবৃষমণ্ডূক-পর্ণীকর্কোটক-বার্ত্তাকু-কর্কশকাকমাচীকারবেল্ল-কাকোদুম্বরিকাসুষব্যাতি-বিষা-পটোলকুলকপাঠা-গুড়ূচী-বেত্রাগ্র-বেতস-বিকঙ্কত-বকুল-সোমবল্ক-সপ্তপর্ণসুমনোঽর্কাবল্গুজবরাতগরাগুরুবালকোশীরাণীতি, এষামেবংবিধা-নাঞ্চান্যেষাং তিক্তবর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশশ্ছেদ-য়িত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েনাভ্যাসিচ্য সাধয়ি-ত্বোপসংস্কৃত্য যথাবন্মধুতৈললবণোপহিতং সুখোষ্ণং বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্ দদ্যাৎ। শীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংস্কৃত্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি তিক্তস্কন্ধঃ।

তিক্তকস্কন্ধ যথা,—চন্দন, বেণামূল, সোন্দাল, নাটাকরঞ্জ, নিম, তুম্বুরু, কুটজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, মূর্ব্বা, চিরাতা, কট্‌কী, বলাডুমুর, করীর, করবীর, কেবুক (কেউ), কয়োলা, বাসক, থুলকুড়ী, কাঁকরোল, বেগুণ, কমলাগুঁড়ি, কাকমাচী, বড় করোলা, কাক-ডুমুর, বন করোলা, আতইচ, পটোল, পটোলপত্র, আকনাদী, গুলঞ্চ, বেত্রাগ্র, বেতস, বইচি, বকুল, শ্বেতখদির, ছাতিম, জাতীপুষ্প, আকন্দ, সোমরাজী, ব্রাহ্মী, তগরপাদুকা, অগুরু, বালা ও উশীর (বেণামূল বিশেষ), এইসমস্ত দ্রব্য এবং এইরূপ তিক্তবর্গোক্ত অন্যান্য ঔষধ-দ্রব্যসমূহের মধ্যে, ছেদনযোগ্য দ্রব্যের খণ্ড খণ্ড ছেদন করিয়া, এবং ভেদনযোগ্য দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাঙ্গিয়া, জলে ধৌত করিবে এবং কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখার পরে যথানিয়মে সিদ্ধ করিয়া, ছাঁকিয়া লইবে। সুখোষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত মধু তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, বিধিজ্ঞ ভিষক্ শ্লেষ্মরোগীকে যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিবেন। পিত্তরোগীকে, ঐ কাথ শীতল হইলে, তাহার সহিত ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবেন। তিক্তস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থ্যস্থঙ্কীকট্বঙ্গলোধ্রমোচরসসমঙ্গাধাতকীপুষ্পপদ্মা-পদ্মকেশরজম্ব্বাম্রপ্লক্ষবটকপীতনোদুম্বরাশ্বত্থভল্লাতকাস্থ্যশ্মন্তক শিরীষশিং-শপাসোমবল্কতিন্দুক-পিয়ালবদরসপ্তপর্ণাশ্বকর্ণস্যন্দনার্জ্জুনাসনারিমেদৈল-বালুকপরিপেলবকদম্বশল্লকীজিঙ্গিনীকাশকশেরুকারাজকশেরুকাকট্-ফলবংশপদ্মকাশোকশালধবস্বর্জ্জভূর্জ্জখরপুষ্পাশমীমাচীকবরকতুঙ্গাজকর্ণা-শ্বকর্ণস্ফূর্জ্জকবিভীতক-তীকপুষ্করবীজ-বিসমৃণালতালখর্জ্জুরতরুণীনামেবং-বিধানাঞ্চান্যেষাং কষায়বর্গপরিসংখ্যাতানামৌষধদ্রব্যাণাং ছেদ্যানি খণ্ডশ-

ছেত্তব্যিত্বা ভেদ্যানি চাণুশো ভেদয়িত্বা প্রক্ষাল্য পানীয়েনাভিষিচ্য সাধয়িত্বোপসংস্কৃত্য যথাবন্মধুতৈললবণোপক্লিপ্তং সুখোষ্ণং বস্তিং শ্লেষ্মবিকারিণে বিধিজ্ঞো বিধিবদ্ দদ্যাৎ, শীতন্তু মধুসর্পির্ভ্যামুপসংস্কৃত্য পিত্তবিকারিণে দদ্যাদিতি কষায়স্কন্ধঃ।

কষায়স্কন্ধ যথা—প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের আঁটি, আকনাদী, শোণা, রোধ, মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বালুনহাটী, পদ্মকেশর, জামছাল, আমছাল, পাকুড়, বট, যজ্ঞডুমুর, ডুমুর, অশ্বত্থ, ভেলার মুটী, শিরীষ, শিংশপ (শিশু), শ্বেতখদির, গাব, পিয়াল, কুল, খদির, ছাতিম, আমকর্ণ শাল, চন্দন-বৃক্ষ, অর্জ্জুন-বৃক্ষ, অসন (আসনা), বিট্‌খদির, এলবালুক, কৈবর্ত্ত-মুতা, কদম্ব, শল্লকী, মঞ্জিষ্ঠা, কাশ, কেওর বড় কেওর, কট্‌ফল বাঁশ, পদ্মকাষ্ঠ, অশোক, শাল, ধব, সর্জ্জ, ভূর্জ্জ, অপামার্গ, শমী, দেবদারু, বোরো ধান্য, পুন্নাগ, আম্রকর্ণ শাল, অশ্বকর্ণশাল, ক্ষুর্জ্জক, বহেড়া, পানা, পদ্মবীজ, মৃণাল, পদ্মনাল, তাল, খর্জ্জুর ও ঘৃতকুমারী। এইসমস্ত এবং এইরূপ কষায়বর্গোক্ত অন্যান্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে ছেদ্য দ্রব্য খণ্ড খণ্ড ছেদন করিয়া ও ভেদ্য দ্রব্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভিন্ন করিয়া, জলে ধৌত করিবে এবং কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখার পরে যথানিয়মে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। সুখোষ্ণ থাকিতে, তাহার সহিত মধু তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, বিধানজ্ঞ চিকিৎসক শ্লেষ্মরোগীকে যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিবেন। পিত্তরোগীকে, ঐ কাথ শীতল হইলে, তাহার সহিত, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবেন। কষায়স্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল।

তত্র শ্লোকাঃ

ষড়্‌বর্গাঃ পরিসংখ্যাতা য এতে রসভেদতঃ।
আস্থাপনমভিপ্রেত্য তান্ বিদ্যাৎ সার্ব্বযৌগিকান্॥
সর্ব্বশো হি প্রণিহিতাঃ সর্ব্বরোগেষু জানতা।
সর্ব্বান্ রোগান্ নিযচ্ছন্তি যেভ্য আস্থাপনং হিতম্॥
যেষাং যেষাং প্রশান্ত্যর্থং যে যে ন পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দ্রব্যবর্গা বিকারাণাং তেষাং তে পরিকোপকাঃ।

আস্থাপন-কর্ম্ম লক্ষ করিয়া, রসভেদে এই যে ষড়বর্গ কথিত হইল, ইহা সার্ব্বযৌগিক অর্থাৎ সর্ব্বরোগনাশক বলিয়া জানিবে। যে রোগে আস্থাপন হিতকর, সেই সেই রোগে এইসকল আস্থাপন বিচক্ষণ চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রযোজিত হইলে, তৎসমস্তরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যেসকল বর্গ যে যে রোগের প্রশান্তিকর বলিয়া কথিত নাই, সেইসমস্ত দ্রব্যবর্গ সেই সেই রোগের প্রকোপক হইয়া থাকে।

ইত্যেতে ষড়াস্থাপনস্কন্ধা রসতোঽনুবিভজ্য ব্যাখ্যাতাঃ। এভ্যো ভিষগ্ বুদ্ধিমান্ পরিসংখ্যাতমপি যদ্ দ্রব্যমযৌগিকং মন্যেত তত্তদপকর্ষয়েৎ। যদ্ যচ্চানুক্তমপি যৌগিকং বা মন্যেত তত্তদ্দদ্যাৎ। বর্গমপি বর্গেণোপসংহৃত্যৈকমেকেনানেকেন বা যুক্তিং প্রমাণীকৃত্য। প্রবিচরণমিদং ভিষক্তন্ত্রস্য বাস্তবিব কর্ম্মকন্ত সূত্রং বুদ্ধিমতাং জ্ঞানায় ভবতি।

তস্মাদ্ বুদ্ধিমন্তামূহাপোহবিতর্কাঃ, মন্দবুদ্ধেস্তু যথোক্তানুগমনমেব শ্রেয়ঃ। যথোক্তং হি মার্গমনুগচ্ছন্ ভিষক্ সংসাধয়তি বা কার্য্যমনতিমহত্ত্বাদনতিহ্রস্বত্বাদুদাহরণস্যেতি।

রসভেদানুসারে বিভাগ করিয়া, এই ছয়প্রকার আস্থাপনস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হইল। বুদ্ধিমান চিকিৎসক, এইসকল বর্গোক্ত দ্রব্যের মধ্যে যে যে দ্রব্য অযৌগিক বিবেচনা করিবেন, সেই সেই দ্রব্য ত্যাগ করিবেন; এবং যদি কোন অনুক্ত দ্রব্যও যৌগিক বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে সেই দ্রব্য প্রয়োগ করিবেন। যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে, কোন একটি বর্গের বা অনেক বর্গের সহিত অন্য বর্গও যোগ করিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন। ভিষক্কের বিচরণ এবং কৃষকের বীজের ন্যায়, বুদ্ধিমান গণের নিকট অল্প সূত্রও অধিক জ্ঞানের নিমিত্ত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ গণের পক্ষে তর্ক বিতর্ক শ্রেয়স্কর। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের যথোপদিষ্ট কার্য্যকরাই মঙ্গলজনক। চিকিৎসাবিষয়ে যেসকল অনতিসংক্ষিপ্ত ও অনতিবিস্তৃত উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে যথোপদিষ্ট পথে অনুগমন করিলে, চিকিৎসক অবশ্যই কার্য্যসাধন করিতে পারেন।

অতঃপরমনুবাসনদ্রব্যাণ্যনুব্যাখ্যাস্যন্তে। অনুবাসনন্তু স্নেহ এব। স্নেহস্তু দ্বিবিধঃ স্থাবরো জঙ্গমাত্মকশ্চ তত্র স্থাবরাত্মকঃ স্নেহস্তৈলমতৈলঞ্চ। তদ্দ্বয়ং তৈলমেব কৃত্বোপদিশ্যতে সর্ব্বতস্তৈলপ্রাধান্যাৎ। জঙ্গমাত্মকস্তু বসামজ্জাসর্পির্ব্বিরিতি। তেষাং তৈলবসামজ্জসর্পির্যাস্তু যথাপূর্ব্বং শ্রেষ্ঠম্ বাতশ্লেষ্মবিকারেষ্বনুবাসনীয়েষু। যথোত্তরং পিত্তবিকারেষু সর্ব্ব এব বা সর্ব্বেষ্বপি চ যোগমায়ান্তি সংস্কারবিধিবিশেষাদিতি।

অতঃপর অনুবাসনদ্রব্যসকল ব্যাখ্যা করিতেছি। স্নেহই অনুবাসনের দ্রব্য। স্নেহ পদার্থ দুইপ্রকার; স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক। তৈল এবং অতৈল অর্থাৎ সর্ষপাদিজাত স্নেহকে স্থাবর স্নেহ কহে। তৈলের প্রাধান্য হেতু তৈল ও অতৈল উভয় স্নেহই তৈল নামে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। বসা মজ্জা ও ঘৃতকে জঙ্গমাত্মক স্নেহ বলা হয়। অনুবাসনযোগ্য বাত-শ্লেষ্মজ রোগে এই সমস্ত তৈল, বসা, মজ্জা ও ঘৃতের মধ্যে পরপরটি অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বটি উৎকৃষ্ট; এবং অনুবাসনযোগ্য পিত্তজরোগে পূর্ব্বপূর্ব্বটির অপেক্ষা পরপরটি উৎকৃষ্ট। অথবা সংস্কারবিধিবিশেষানুসারে সকল স্নেহই সমুদায় রোগে উপযোগী হইয়া থাকে।

শিরোবিরেচনদ্রব্যাণি পুনরপামার্গপিপ্পলীমরিচবিড়ঙ্গশিগ্রুশিরীষকুস্তম্বুরুবিল্বাজাজ্যজমোদাবার্ত্তাকীপৃথ্বীকৈলাহরেণুকাফলানি চ, সুমুখসুরসকুঠেরকগণ্ডীরককালমালকপর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝকহরিদ্রাশৃঙ্গবেরমূলকলশুনতর্কারীসর্ষপপত্রাণি চ, অর্কালর্ককুষ্ঠনাগদন্তীবচাপামার্গশ্বেতাজ্যোতিষ্মতীগবাক্ষীগণ্ডীরাবাকপুষ্পীবৃশ্চিকালীবয়স্থাতিবিষামূলানি চ, হরিদ্রাশৃঙ্গবেরমূলকলশুনকন্দাশ্চ লোধ্রমদনসপ্তপর্ণনিম্বার্কপুষ্পাণি চ, দেবদার্ব্বগুরুসরলশল্লকীজিঙ্গিন্যসনহিঙ্গুনির্য্যাসাশ্চ তেজোবতীবরাঙ্গেঙ্গুদীশোভাঞ্জনবৃহতীকণ্টকারিকাত্বগিতি। শিরোবিরেচনং সপ্তবিধং ফলপত্রমূল-